ভিখারিণী।

শ্রীঅমলা দেবী প্রণীত।

মূল্য ৸০ বার আনা

কলিকাতা ঃ

৩৪ নং মুসলমানপাড়া লেন, সখা প্রেস,

শ্রীহরিপদ বৈদ্য দ্বারা মুদ্রিত

এবং ১ নং হেয়ার ষ্ট্রীট, মর্ডান্ পাব্লিসিং

কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

২০শে আষাঢ়, সন ১৩১৮ সাল।

মা লক্ষ্মি !

কাব্য নাটকাদি পাঠে তোমার অশেষ আনন্দ আছে জানিয়া আমার এই প্রথম প্রয়াস তোমারই হাতে উৎসর্গ করিলাম।

মাসিমা।

Sakha Press, Calcutta.

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ

কুমার অজয়সিংহ—বিখ্যাত কুমার সিংহের বংশোদ্ভব জমীদার

গণপৎ রাও—আরার হাকীম। অজয় সিংহের প্রতিপালক।

মাধব—গণপৎরাওর আশ্রিত। (ছদ্মবেশী)

শম্ভূজী—অন্ধ মারাট্টা।

জোয়ালা সিং }
সুজন সিং } দ্বার রক্ষকদ্বয়।

লছুমী—অন্ধ শম্ভূজীর কন্যা।

গৌরীদেবী—গণপৎ রাওর কন্যা।

যোশী—লছুমীর প্রতিপালিকা।

রঙ্গিয়া—গৌরীদেবীর পরিচারিকা।

পথিকগণ, ভৃত্যগণ, মন্দিরের সেবক, প্রতিবেশিনিগণ এবং গৌরীদেবীর সঙ্গিনী বালিকাগণ।

প্রথম অঙ্ক

ভিখারিণী।

১ম দৃশ্য।

(আরা সহর। হাকীম গণপৎ বাবুর কুঠী, বৈঠকখানা।
গণপৎ বাবু ও মাধব।)

মাধব। বলেন কি মহাশয়! অজয় বাবু অমর বাবুর ছেলে? এই অজয় বাবু লছমন বাবুর স্ত্রীর সহোদর ভাই?

গণপৎ। হ্যাঁ, অমর বাবু বিখ্যাত কুমার সিংহের বংশোদ্ভব, তিনি আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁর দুটী ছেলে একটী মেয়ে ছিল, অল্পবয়সে স্ত্রীর মৃত্যুতে বড়ই অসহায় হয়ে পড়েন, সেই সময় আমার স্ত্রী তাঁর ছেলেদের নিজের সন্তানের মতন মানুষ করেন।

মা। সে আর বলতে হবে কেন, আপনাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে, আপনার দয়া সকলের উপরই সমান; আপনি সাহায্য না ক'র্‌লে কি আর চল্‌ত।

গ। না, না, আমার সাহায্য কিছু করতে হয়নি। অমর বাবুর যথেষ্ট সম্পত্তি এখনো আছে, অজয় আমার বাড়ীতে থাকে বটে, কিন্তু তার অভাব কিছু নেই।

মা। বটে বটে—

গা। তা বই কি। অজয়ের মার মৃত্যুর কিছুদিন পরে মেয়েকে লছমনের সঙ্গে বিয়ে দিয়ে, ছেলেদের পড়তে পাঠিয়ে দিয়ে, অমর বাবু নানা তীর্থে ঘুরে বেড়ান। জামাইএর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে দেশে ফিরে এসে মেয়েকে নিজের কাছে নিয়ে যান। জামাইএর শোকটা যেন সামলাতে পারলেন না, এমন সাংঘাতিক মৃত্যু কেইবা সাম্‌লাতে পারে।

মা। সাংঘাতিক কি রকম মহাশয়?

গা। বোম্বাই সহর থেকে এক হতভাগা ডাক্তার জুটে ছিল, সেই বিষ খাইয়ে মেরে ফেলে।

মা। বলেন কি মহাশয়! সে ডাক্তারের নামটা কি বলুন দেখি?

গা। কি ছাই মনে থাকে না। জি জি মতন কি একটা, রোসো—শিবজী—না ওইরকম আর কিছু হবে।

মা। শম্ভুজী না তো।

গা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ঠিক। অমর বাবু মারা গেলে তাঁর সংসারে মৃত্যু-বন্যার মত এসে পড়ল।

মা। সে হয়েই থাকে, লোকে বলে বিপদ কখনো একাকী আসে না।

গা। কমলাবতীও যে কি ক'রে মারা গেলেন কেউ বল্‌তে পারে না। ভাইরা যখন এল তখন তার শেষ অবস্থা। ভগ্নীর শেষ কাজ ক'রে দুই ভাই দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, এক বছর না যেতে বড় ভাইটীরও শেষ হোলো।

মা। আহা! এযে ভয়ানক ব্যাপার মশায়, অসহ্য, অসহ্য।

গা। সেই সময় অজয় বিবাগী হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল, আমি

তাকে নিয়ে এলাম, এখন আমার ইচ্ছে সে বিবাহ ক'রে সংসারী হয়।

মা। তা ভালই করেছেন, উনি তাহ'লে আমারও আত্মীয় হ'লেন। আমি লছমন বাবুর ভাগ্নে; তাঁর আর কেউ নেই, কেবল আমিই আছি।

গা। বল কি? অজয়কে এখবরটা দিতে হয়। সে ভাবছিল তার ভগ্নীপতির বিষয়ের ওয়ারিশ কে?

মা। আজ্ঞে, সেই জন্যেই আপনার কাছে আসা, আপনি দয়া ক'রে এখানে একটা কাজ দিয়েছেন তাই নিয়ে পড়ে আছি। নিতান্তই আপনাদের হিতাকাঙ্ক্ষী বলে জানবেন। আপনার দয়া কখনো ভুলবনা।

গা। সেটা আর এমন কি? অত ক'রে বল্‌বার দরকার নেই।

মা। বলেন কি! আপনি দয়া না করলে মরে যেতুম, এই বলছি মরেই যেতুম। মামা মামী ফস্ ক'রে মারা যাবেন স্বপ্নেও ভাবিনি, তাঁরা বেঁচে থাক্‌লে কি আর ভাবনা ছিল!

গা। এখন তো সে বিষয় তোমারই হবে।

মা। আজ্ঞে, আপনি সে বিষয়ে একটু দৃষ্টি রাখ্‌লে সবই হবে। দৃষ্টি আর কি, অজয় বাবুকে বুঝিয়ে দেবেন যে আমিই লছমন বাবুর এক মাত্র উত্তরাধিকারী।

গা। তা বলব।

মা। বলবেন বইকি, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই; আপনি এত লোকের এত উপকার করছেন আপনার নাম সকলের মুখে। যে দিন আপনাকে দেখলাম, সেদিন থেকে আমার মনে যে কি

রকম একটা ভাব হয়েছে ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারিনে, তবে মনের ভেতর আছে, বুঝলেন? আমাকে ঠিক আপনাদেরই একজন মনে ক'রে নেবেন তা হ'লেই হোলো। আর অজয় বাবুর সঙ্গে পরিচয়টা? আজই হবে কি? ওই বিষয়টা সম্বন্ধে একটা কিছু রফা—যত শিগ্‌গির হয়—ততই ভাল। আপনার উপর ভার যখন তখন ভাব্‌না কিছু নেই, তবে কি জানেন—

গ। বুঝেছি, তোমার বিষয় যত শিগ্‌গির বুঝে পাও, কে আবার কি ব'লে বসে।

ম্মা। আজ্ঞে ঠিক তাই, ঠিক তাই, আপনার তো বুঝতে কিছুই বাকি থাকে না, তবে আজই—

গ। রোসো দেখি অজয় বাড়ী আছে কিনা, কোই হ্যায়?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃত্য। হুজুর।

গ। অজয় বাড়ী থাকে তো একবার ডেকে দে।

ভৃ। যো হুকুম। (প্রস্থান)

গ। অজয় বোধ হয় তোমাকে দেখলেই চিন্‌তে পারবে।

ম্মা। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে—তাহ'লে আর ভাব্‌না ছিল কি! ওই খানটায় একটু গলদ আছে, তাই আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে। অজয় বাবু আমাকে কখনো দেখেন্ নি।

গ। কখনো দেখেনি? সে কি রকম! অজয় তো অনেক দিন তার দিদির কাছে ছিল?

ম্মা। বটে?

গ। তার মায়ের মৃত্যুর পর অমর বাবু বড় ছেলেটীকে পড়তে এলাহাবাদে পাঠিয়ে দিয়ে, অজয়কে কমলাবতীর কাছে রেখে দিয়েছিলেন। তুমি তোমার মামার বাড়ী কখনো গেছ তো?

মা। গেছি বইকি। আমি হ'লাম তাঁদের একমাত্র আত্মীয়, আর কেউ নেই তো। কিন্তু অজয় বাবু—হয়ত ভুলে গেছি, অনেক দিনের কথা, দেখলে মনে পড়তেও পারে।

গ। কমলাবতী—

মা। আহা! তাঁর কথা আর বলেন কেন? তিনি আমাকে ভয়ানক ভাল বাসতেন, নিজের ছেলে পিলে ছিল না আমাকেই কাছে রাখতেন।

গ। আমি বলছিলাম কমলাবতী অজয়কে নিজের হাতে মানুষ করেছিল, আর একটী ছোট মেয়েকে পুষ্যি নিয়েছিল।

মা। সে সব আমার জানা আছে।

গ। কিন্তু অজয় তোমার কথা কোনো দিন বলেনি তো? হয়ত সে এলাহাবাদে চলে যাওয়ার পর তুমি সেখানে ছিলে।

মা। ঠিক সেই সময়, তিনিও গেলেন আমাকেও মামী নিয়ে এলেন, বুঝতেই পারছেন আমাকে চেনা অজয় বাবুর পক্ষে কতটা সম্ভব হবে। এই যে তিনি (অজয়ের প্রবেশ) অজয় বাবু কেমন আছেন—ভালতো? গণপৎ বাবু আমার পরিচয়টা—

গ। অজয়, ইনি মাধব বাবু, লছমনের ভাগ্নে। তার বিষয়ের উত্তরাধিকারী।

মা। (হাত কচ্‌লাইতে কচ্‌লাইতে) গণপৎ বাবু সবই জানেন,

আমার আর বেশী কিছু বল্‌তে হবে না। উনি আমাকে বড় অনুগ্রহ করেন, নিতান্ত আত্মীয়ের মতই দেখেন। আপনার ভগ্নী আমার মামী হ'তেন আমাকে বড় ভাল বাস্‌তেন। তিনি বেঁচে থাকলে আর আমার অন্ন বস্ত্রের জন্য ভাব্‌তে হ'তনা। বল্‌তেন "মাধব, আমার ছেলে নেই-তুইই সব।"

অ। নাম কি বল্লেন? মাধব? মাধব নামতো তাঁর মুখে কথনো শুনিনি?

মা। খুব সম্ভব, খুব সম্ভব, অন্য ডাক্ নামও ছিল কিনা।

অ। আপনাকে সেখানে কথনো দেখিছি বলেওতো মনে পড়েনা।

গ। তারও কারণ আছে, উনি বলছেন তুমি এলাহাবাদ চলে যাওয়ার পর উনি ওঁর মামীর কাছে যান।

মা। ঠিক্, ঠিক্, গণপৎ বাবু সব জানেন। আপনিও গেলেন আমিও এলাম, তাই দেখা কথনো হয়নি। মামী থাকলে এসব গোলমাল হ'তনা। আমারই অদৃষ্ট মন্দ, বুঝলেন? আমার এই কপাল গুণেই তিনি ফস্ ক'রে মারা গেলেন।

অ। তাঁর মৃত্যুর সময় আপনি ছিলেন?

মা। ছিলাম বই কি! এই নিজের হাতে কত সেবা ই করেছি, আমার হাতে ছাড়া ওষুধ পথ্যি কিছু খেতেন না, দিন রাত মাথার কাছে বসে।

অ। তখন্ তো আপনাকে কই দেখিনি?

মা। তাইতো বলি নিতান্ত অদৃষ্ট মশায়, ঠিক সেই সময় আমার বোনের সাংঘাতিক অসুখ, না গেলেই নয়। মামী বল্লেন্ "কি

করবে বল? তুমি যাও আমার ভাইদের খবর দিয়েছি তারা আস্‌বে।" আমিও চলে গেলাম আপনারাও এসে পৌছলেন, অদৃষ্ট, সবই অদৃষ্ট, তা নইলে এত কথা বল্‌তে হয়? তখন কাছে থাকলে মামী নিজেই বলে যেতেন, ফিরে আস্‌তে আস্‌তে শুন্‌লাম্ মামী মারা গেছেন।

অ। তথন্ এসে বিষয় দখল করলেন্ না কেন?

আ। আর মশায়! তখন শোক্‌টা বড় লেগেছিল। বাপ নেই মা নেই, মামা তো আগেই গিয়েছিলেন, একমাত্র মামী ছিলেন তিনিও গেলেন; আবার বোন্‌টা শুদ্ধ গেল। একেবারে পাগল হ'য়ে ঘুরে বেড়াতে লাগ্‌লাম্। কিন্তু পেটের দায়ে শোক কদিন থাকে বলুন, শোক্‌টা কমে গেলে মনে হোলো, যাই হোক্ মামা মামীর পিণ্ডিটা তো দিতে হবে? কোথায় কি আছে খোঁজ করতে করতে শুন্‌লাম সব আপনার হাতেই আছে, তাই এসে হাজির হয়েছি। গণপৎ বাবু আমাকে বেশ জানেন, এখানে একটি কাজ দিয়ে প্রতিপালন করছেন।

অ। আমার দিদির কাছে আপনি যখন্ ছিলেন, তখন্ আর কেউ ছিল জানেন?

আ। কেউ না, বলি কি আমি ছাড়া তাঁদের আর কেউ নেই, অমিই একমাত্র উত্তরাধিকারী।

অ। লছ্মী বলে একটী মেয়ে?

আ। ও সেই দাসীটার কথা বল্‌ছেন?

অ। দাসী কি রকম! তাকে দিদি দুই বৎসর বয়স থেকে

আপন সন্তানের মত মানুষ করেছিলেন, আমরা তাকে পালিতা কন্যা বলেই জানি।

মা। আরে রাম্ রাম্, সে একটা গরীবের মেয়ে, পুষ্যি বল্লে আমার মামার অপমান করা হয়।

অ। সে যাই হোক, সে অবিশ্যি আপনাকে চেনে?

মা। সে? হাঁ—তা—সে চিন্‌তে পারে।

গ। তাকে খুঁজে পেলে এঁর পরিচয়টা পাওয়া যেত।

মা। তাকে পাওয়া যাচ্ছেনা বুঝি; এই দেখুন এও আমারি দুরদৃষ্ট। তা যাক্ তাকে যদি নিতান্তই পাওয়া না যায়; গণপৎ বাবু আমাকে কখনো অবিশ্বাস করবেন্ না।

অ। শুধু বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে অতটা বিষয়ের দায়িত্ব ছাড়ি কি ক'রে বলুন। যদি কোনো উইল কি দান পত্র দেখাতে পারেন, তা হ'লে আর কোনো গোল থাকে না।

গ। অজয় ঠিক বলেছে, দান পত্র অবিশ্যি আছে, কার কাছে থাকা সম্ভব মনে কর?

মা। দান পত্র করবার তো কোনো আবশ্যক ছিলনা; তাঁরা দুজনেই জান্‌তেন আমি ছাড়া তাঁদের আর কেউ নেই, বিষয় আমিই পাব, তবে যদি থাকে তো বল্‌তে পারিনে।

অ। আপনি অবশ্যি বুঝতে পারেন, শুধু মুখের কথায় বিষয়টা ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কতটা শক্ত, আপনি বরং একটু অনুসন্ধান ক'রে দেখুন, যদি কোনো দলিল পত্র বেরোয়।

মা। তা দেখব। আর না হ'লেই বা কি, আপনি মামীর ভাই, আমি ভোগ করলেও যা, আপনি ভোগ করলেও তাই,

তা আপনি অসন্তুষ্ট হবেন না। গণপৎ বাবুর অনুগ্রহে আমার অভাব কিছু নেই, চিরকাল এম্‌নি অনুগ্রহ থাকে এই প্রার্থনা, আজ তবে বিদায় হই—প্রণাম—প্রণাম অজয় বাবু! আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন না, আমাকে বন্ধু বলেই জান্‌বেন।

(পরোক্ষে দন্ত পীড়ন ও-প্রস্থান)।

গ। অজয়! তুমি কি মনে কর মাধব মিথ্যে কথা বল্‌ছে?

অ। আজ্ঞে, আমার তাই বিশ্বাস।

গ। কেন বল দেখি? ও কি ক'রে এত কথা জান্‌লে? লছমনের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ অবিশ্যি ছিল।

অ। তা হবে, কিন্তু দিদি যদি ওকে এতই ভালবাস্‌বেন, এক দিনও কি নাম করতেন্ না, মৃত্যুর সময়েতেও একবার বল্‌তেন না?

গ। তাও বটে। সেই মেয়েটীর সন্ধান পেলে জানা যেত। তার বাপের সঙ্গে সেই যে চলে গেল আর তার কোনো সংবাদ পাওনি?

অ। না, এই আট বছর তার কোনো খবরই পাইনি।

গ। তুমি একবার চেষ্টা ক'রে দেখ, যদি কোনো সন্ধান পাও।

অ। যে আজ্ঞে। (প্রস্থান)

গ। অজয় আজ সাত বছর আমার কাছে আছে, ওকে যত দেখ্‌ছি আমার ইচ্ছা ততই প্রবল হ'য়ে উঠছে। ভগবান যদি দিন দেন, আমার গৌরীকে ওর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হব। গৌরী কিছু জানে না, অজয়ও বোধ হয় সন্দেহ করে না।

(গৌরীর প্রবেশ)

এত ব্যস্ত হ'য়ে ছুটে আসছ কেন মা?

গৌ। আমার একটা কথা রাখ্‌বে?

পা। কি কথা।

গৌ। আগে বল রাখ্‌বে?

পা। আচ্ছা রাখ্‌ব।

গৌ। একজন অন্ধ এদেশে এসেছে, তার বড় কষ্ট, তাকে দেখতে যাব যেতে দেবে?

পা। সে কোথায় থাকে?

গৌ। বেশী দূরে নয়, তারা বড় দুঃখী বাবা! আমি তাদের খাবার দিয়ে আস্‌ব, আর তাদের জন্যে কিছু টাকাও দিতে হবে।

পা। গৌরী, তোমার মনে যে দুঃখীদের জন্য এত দয়া তাতে আমি বড় সুখী। এই নাও, এই টাকা আর খাবার নিয়ে যাও, অজয়কে সঙ্গে নিও, দরকার হ'লে আরও টাকা পাবে, আর তোমার যদি ইচ্ছে হয় তো তাকে এখানে এনেও রাখতে পার; দেখব তুমি কেমন দুঃখীর সেবা করতে পার। এখন আমি কাজে যাচ্ছি ফিরে এসে তোমার অন্ধ পুষ্যি-পুত্রের খবর শুন্‌ব।

(উভয়ের প্রস্থান)

(অজয়ের প্রবেশ)

অ। সন্ধান? তার সন্ধান কোথায় পাব? কে বলে দিতে পারে সে কোথায়? আজ যেন শুভক্ষণে মনে পড়ে গেল তার সন্ধান করতে হবে। আট বৎসর ধরে সেই শান্ত উজ্জ্বল মূর্ত্তি প্রাণের ভেতর জেগে আছে, কেউ জানে কি? না, না, সে যে আমার অতি গোপন সুখ, শুধু অন্তর্য্যামী দেবতা জানেন। কিন্তু গৌরী! সরলা গৌরী সংসারের কিছু বোঝে না, সেদিন

বল্‌ছিল "লোকে বলে তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে সেকি সত্যি ?" সে দিন থেকে আমি আর তার কাছে তেমন সহজ ভাবে যেতে পারিনে, সে দিন থেকে তার ধুলো খেলাও ফুরিয়েছে, কে জানে মনে মনে কোনো আশা পোষণ করেছে কিনা। কিন্তু সে যে অসম্ভব! গৌরীকে ভালবাসি সত্য কিন্তু বিবাহ তার সঙ্গে কিছুতেই হ'তে পারেনা; যে আমার শৈশবে সঙ্গিনী ছিল সেই আমার স্বপ্ন-রাজ্যের রাণী! কিন্তু তাকে কোথায় পাই ?

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌ। অজয়!

অ। গৌরী! কি চাও ?

গৌ। তোমাকে খুঁজে খুঁজে হায়রান হ'য়ে গেছি, তুমি কোথায় ছিলে বলত ?

অ। এত খোঁজ কেন গৌরী!

গৌ। আমার সঙ্গে তোমায় এক যায়গায় যেতে হবে, বাবা বলেছেন তোমাকে নিয়ে যেতে।

অ। কোথায় যেতে হবে বল!

গৌ। আমার দাসীর কাছে আজ শুনলাম্, এদেশে একজন কানা ভিখিরী এসেছে, তার একটী মেয়ে ছাড়া আর কেউ নেই; আহা! তারা বড় দুঃখী। বাবা টাকা দিয়েছেন, আমি কিছু খাবার আর কাপড় যোগাড় করেছি তাই নিয়ে যাব, আর তাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে আসব; বাবা কি বলেছেন জান ? সেই অন্ধ নাকি আমার পুষ্যি-পুত্র হবে।

অ। (অন্য মনস্কভাবে) অন্ধ আর তার মেয়ে, এ সেই নয়ত? বিধাতা এতদিনে বুঝি সদয় হলেন। (গৌরীর প্রতি) সে তো বেশ কথা, দেখ্‌ব তুমি কেমন মা হও। কিন্তু তারা কোথায় থাকে জান?

গৌ। ওই যে বন দেখা যায় তার ওপারে, আগে সেখানে মস্ত সহর ছিল, এখন শুধু কতগুলি ভাঙ্গা কুঁড়ে আছে, সেইখানে থাকে; তারা এদেশের লোক নয় তাই কিছু জানেনা। তুমি চম্‌কে উঠলে যে? যাবে তো? আমার সেই মেয়েটীকে দেখতে বড় ইচ্ছে করছে, তারা এলে বেশ হয়; আমার একটী খেলার সঙ্গী পাব।

অ। এতদূর অজানা বন পথে তোমাকে নিয়ে যেতে সাহস হচ্ছেনা, আমি আগে যাই, খবর নিয়ে আসি, তারপর তোমাকে নিয়ে যাব।

গৌ। তুমি যদি বল তো তাই হবে। কিন্তু আমার যে আর অপেক্ষা করতে ইচ্ছে যায় না।

অ। আর কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

গৌ। তবে তুমি আর দেরী কোরোনা শীঘ্র যাও।

অ। এই চল্লাম।

(উভয়ের প্রস্থান)

২য় দৃশ্য।

(আরার নিকটস্থিত বন ভূমি। লছুমীর প্রবেশ ও শ্রান্তিভরে প্রস্তর খণ্ডে উপবেশন।)

লছ। পা যে আর চলে না, তবু যেতে হবে। আর একবার চেষ্টা ক'রে দেখব যদি দেখা পাই। মন! নিরাশ হোয়োনা, আর একবার সবল হও, ভেঙ্গে পড়লে চলবেনা যে। পথ প্রায় শেষ হয়ে এল, ওই বুঝি বনের সীমা দেখা যায়। অসহায় স্ত্রীলোক চলেছি শ্রান্তি নেই, ভয় নেই, কিসের আশায়? একবার দেখব, এ দেশ ছেড়ে যাবার আগে একবার শেষ বিদায় নিতে হবে; আর যদি দেখা না হয়? তার পর অকুল সমুদ্রে তৃণের মত ভেসে চলে যাব, কোথায় কে জানে। ভয়! ভিখারিণীর আবার ভয় কি! পায়ের নীচে মা ধরিত্রি, মাথার উপর অসীম আকাশ, প্রাণে আছে অনন্ত আশা, আমার ভয় কি! তবু মনে হয় কে যেন পিছু পিছু আস্‌ছে, চমকে উঠি, আবার মনে করি অনাথের নাথ যিনি, তিনি সহায় আছেন।

গান।

আমার এ জীর্ণ তরী নাহি কর্ণধার,
খরস্রোতে টলমল করিছে এবার,
নাহি গতি আর।
নিখিল ভুবন ভ্রমি, আজি তব পায়
লাগিয়াছে অবশেষে, নিবীড় সন্ধ্যায়,
এবে ভগ্ন প্রায়॥

তুমি যদি রাখ তারে দিও গো অভয়,
নহে ভাসাইয়া দাও, ওগো ইচ্ছাময়!
ভাল যদি হয়।

ওকি! কার পদশব্দ না! কে যেন আস্‌ছে—
(ভীত ভাবে ইতস্ততঃ অবলোকন)

(দ্রুত অজয়ের প্রবেশ ও পশ্চাৎ হইতে আহ্বান)

অ। লছ্‌মী!

ল। অজয়! তুমি এখানে কোথেকে?

অ। আমি তোমারি উদ্দেশ্যে এসেছি লছ্‌মী? কতদিন পরে আবার দেখা হোলো!

ল। দেখা হোলো, কিন্তু না হ'লে ভাল ছিল।

অ। তবে তুমি আমাকে দেখে খুসি হওনি?

ল। খুসি হয়েছি কারণ তোমাকে দেখ্‌তেই যাচ্ছিলাম।

অ। তবে কেন বল্লে দেখা নাহ'লে ভাল হ'ত?

ল। তারও কারণ আছে। আমাদের জীবনের পথ স্বতন্ত্র, দুদিন বাদে কে কোথায় থাকব কে জানে। দেখা হ'য়ে কি লাভ বল? আমাদের এখান থেকে শিগ্‌গিরই চলে যেতে হবে তাই বল্‌ছিলাম দেখা না হ'লে ভাল হ'ত।

অ। কেন যেতে হবে?

ল। তুমি তো জান বাবার শত্রু চারি দিকে, অন্ধ পিতাকে নিয়ে আমি অসহায় স্ত্রীলোক কি সাহসে থাকি।

অ। এতদিন তোমরা কোথায় ছিলে? আমি অনেক খোঁজ করেও দেখা পাইনি।

ল। কোথায় ছিলাম বলা কঠিন, কারণ স্থির হ'য়ে কোথাও থাকিনি। বাড়ী নেই, ঘর নেই, আশ্রয় নেই, অনবরত ঘুরে বেড়িয়েছি। মাঝে মাঝে ছেলেবেলাকার কথা সব স্বপ্নের মত মনে পড়ত, যখন্ ভাব্তাম সে সব দিন আর ফিরে পাবনা, তখন্ মন যেন ভেঙ্গে পড়ত, তবু বাবার মুখ চেয়ে সব সহ্য করেছি। এখানে নির্জ্জন বনের ভেতর শান্তিতে ছিলাম, কিন্তু শান্তি অদৃষ্টে নেই তাই এখানেও আর থাকা হবে না।

অ। কোথায় যাবে কিছু ঠিক করেছ ?

ল। জানিনে, ভগবান্ যেদিকে নিয়ে যান। তোমার কাছে একটু কাজ ছিল সেই টুকু শেষ ক'রে বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম।

অ। লছুমী! আপনার মনকে আর ছলনা করা চলেনা। এতদিন যে কথা গোপন করেছি আজ তোমাকে বলব, এস এইখানে বসি। ছেলেবেলা তোমার সঙ্গে যখন্ খেলা করতাম্, সেই সময় মনে যে ভাবের উদয় হয়েছিল তোমার সঙ্গে বিচ্ছিন্ন থেকে সে ভাব দৃঢ়তর হয়েছে। এতদিন কাউকে বলিনি আজ তোমাকে বলি। শোনো লছুমী! আমি থাকৃতে তোমরা অসহায় নও, যতদিন এদেহে প্রাণ আছে তোমাদের রক্ষা কর্‌ব।

ল। কেন অজয় ? আমি তোমার কে ?

অ। অন্তর্য্যামী জানেন তুমি আমার কে! তুমি আমার শৈশব-সঙ্গিনী ছিলে, এখন চিরজীবনের সঙ্গিনী হবে।

ল। এ কথা কাকে বলছ ? ভাল ক'রে ভেবে দেখ আমি কে ? তোমার দিদির পরিচারিকা ছিলাম, তারপর—

অ। তুমি ভুল বুঝেছ, তুমি তাঁর প্রিয়তমা পালিতা কন্যা ছিলে, (লছুমীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক) তুমি যাই থাকনা কেন, আমি শপথ ক'রে বলছি আমার ধর্ম্ম পত্নী হবে।

ল। (হাত ছাড়াইয়া উঠিয়া) অজয়! যা বলছ ভাল ক'রে ভেবে বল। তুমি বিখ্যাত কুমার সিংহের বংশোদ্ভব রাজপুত সন্তান, আমি অজ্ঞাত কুলশীল গৃহহীন অসহায় ভিখারীর কন্যা; তোমার দিদির সহবাসে তোমাদের আচার ব্যবহার শিখেছি সত্য, কিন্তু সমাজ এক নয়। তোমার আত্মীয় বন্ধুবান্ধবগণ, তোমার সমাজ, আমাকে গ্রহণ করবে কি? আমাকে জীবনের সঙ্গিনী করলে তোমার মঙ্গল হবে কিনা বিবেচনা ক'রে প্রতিজ্ঞা কর, এ সম্বন্ধ এক দিনের দুদিনের নয়, পরে যেন অনুতাপ করতে না হয়।

অ। আমি সমাজ চাইনে, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব কিছু চাইনে, শুধু তোমাকে চাই লছুমী!

ল। প্রতিজ্ঞা রক্ষা কর্‌তে না পারলে কোরোনা। এখনো বলছি, আমি ভিখারিণী আছি চিরদিন তাই থাকৃব সেও ভাল, কিন্তু আশা দিয়ে নিরাশা সাগরে ভাসিয়ে দিলে সে পাপ ধর্ম্ম সইবেনা। তাই বল্‌ছি অজয়! এখনো সময় আছে ফিরে যাও, আমিও আমার পথে যাই।

অ। কেন নিষ্ঠুরের মত বার বার ফিরে যেতে বলছ, তোমাকে ভুলতে হ'লে যে দীর্ঘকাল তোমাকে ছেড়ে ছিলাম সেই সময় ভুলতাম। কিন্তু তুমি যে ভোলবার নও। আমি তোমাকে চাই, তোমাকে চাই লছুমী। তোমাকে ছাড়া আমার জীবন

বৃথা। রাজপুত মিথ্যা বলতে জানেনা; এস আজ দুজনে ধর্ম্ম স্মরণ করি। (লছুমীকে বক্ষে লইয়া) লছুমী! আমার লছুমী! আজ আমি হারাধন ফিরে পেয়েছি। আজ আমি রাজ্যেশ্বর।

(শিলাখণ্ডে উপবেশন।)

ল। অজয়! তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবার আছে। মা কমলাবতীর মৃত্যু সম্বন্ধে কিছু জান? কি ক'রে কি হোলো কিছুই জানিনে, তোমার সে দিনকার কথা মনে পড়ে?

অ। আমরা গিয়ে দেখি দিদির আর কথা কইবার শক্তি নেই। আকারে ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দিলেন যে ডাক্তারই শত্রু, আমরা ডাক্তারকে খুঁজে পেলাম না, বুঝলাম দিদির সন্দেহ সত্য।

ল। আমাকে তিনি বলেছিলেন্ "লছুমী তোকে নিজের হাতে মানুষ করেছি আমার একটা উপকার করিস্,আমার যদি কথা কইবার শক্তি না থাকে তো আমার ভাইদের বলিস্ ডাক্তার—" সেইসময় একটা ভারি গোলমাল হোলো, ডাক্তার এসে আমাকে সরিয়ে নিয়ে গেল, তার পর আমি আর কিছু জানিনে। যখন জ্ঞান হোলো তখন দেখি বাবার কাছে আছি; বাবাকে তো আগে চিন্‌তাম না, তুমি মাথার কাছে বসেছিলে, তুমিই চিনিয়ে দিলে।

অ। দিদির শেষ হ'য়ে গেলে তোমার কথা মনে হোলো, যে লোক দিদির সর্ব্বনাশ করেছে সে তোমারও অনিষ্ট করতে পারে এই ভেবে খুঁজতে খুঁজতে দেখি তুমি এক ঘরে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছ। দিদির মৃত্যু সংবাদ দেখ্‌তে দেখ্‌তে ছড়িয়ে

পড়ল। তোমার বাবা কাছাকাছি ছিলেন, তিনি যোশীকে পাঠিয়ে দিলেন, সে আমার কাছে পরিচয় দিয়ে তোমাকে তোমার বাবার কাছে নিয়ে যেতে অনুরোধ করে। তোমাকে নিয়ে যাওয়ার পর তোমার বাবার কাছে শুনলাম যে, তিনি ও যোশী, দিদির কাছে পরিচিত ছিলেন। তোমার বাবা সন্দেহ করেন তাঁর সঙ্গে পরিচয় হওয়াই দিদির মৃত্যুর কারণ। তোমার জ্ঞান হ'লে আমি চ'লে এলাম, দিদির শেষ কাজ ক'রে দেশ ছেড়ে চলে গেলাম।

ল। তারপর কত বছর কেটে গেল তোমাকে আর দেখ্‌তে পাইনি। তোমার সঙ্গে ছেলেবেলা কত খেলা করেছি কিন্তু সেইদিন সেই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে তোমার চোখে যে কি করুণা দেখেছিলাম, সেদিন থেকে মনে মনে তোমাকে দেবতা বলে বরণ ক'রে নিলাম। ইহলোকে তোমাকে পাবার আশা নেই জানতাম তবু একদিনের জন্যও ভুলতে পারিনি। কত দেশবিদেশে ঘুরে বেড়িয়েছি, দোরে দোরে ভিক্ষে করেছি, আমার চোখ্ কান দিন রাত খোলা থাক্‌ত যদি কখনো তোমাকে দেখ্‌তে পাই কি তোমার কথা শুন্‌তে পাই। নানা ছলে তোমার খোঁজ ক'রে শেষে শুন্‌লাম তোমার বড় ভাই মারা গেছেন, তুমি আরার হাকীম বাবুর বাড়িতে আছ। এখান থেকে চলে যাওয়ার আগে একবার তোমাকে দেখে চিরদিনের মত বিদায় নিতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু (অধোবদন)—

অ। কিন্তু কি লছুমী! তোমার বিদায় নেওয়া আর হোলোনা, তাই দুঃখ হয়েছে কি?

ল। অন্তর্য্যামী জানেন আজ আমার মত সুখী কেউ নয়, কিন্তু ভবিষ্যতে কি হবে কে বলতে পারে?

অ। (অশ্রু ভারে নত মুখখানি ধরিয়া) ভবিষ্যতের কথা ভেবে আজ এ সুখ কেন নষ্ট কর'ছ লছুমী? আজ এ জগতে তুমি আর আমি ছাড়া কেউ নেই, শুধু প্রেম ছাড়া আর কিছু নেই।

ল। ঠিক বলেছ, কিন্তু অজয়! আমি যে ভিখারিণী তাই ভয় হয় পাছে আমার এসুখ স্বপ্নের মত ভেঙ্গে যায়। থাক্ আজ আর ও কথা মনে আন্‌ব না।

অ। (দুখানি হাত ধরিয়া) শুধু আজ নয়, আর ও কথা মনে আন্‌তে দেবনা। লছুমী ওই দেখ দিন শেষ হ'য়ে এল, ঘরে ফিরে যাও, আমিও যাই। আমি কাছাকাছি আছি সর্ব্বদা তোমাদের খোঁজ নেব আমি থাক্‌তে কোনো ভয় নেই। (প্রস্থান)

ল। অজয়! প্রিয়তম! ভিখারিণীর আর কিছু নেই। তুমি মনে রাখ বা না রাখ, লছুমী তোমারি চরণে স্মরণ নিয়েছে।

(প্রস্থান)

৩য় দৃশ্য।

(শম্ভুজীর কুটীর সম্মুখ। অন্ধ শম্ভুজী উপবিষ্ট।)

শম্ভুজী। এখনো এলনা কেন? আহা! বাছা আমার পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়ায়। ভগবান্! যার সব আছে তার এ দুর্দ্দশা কেন তুমিই জান। লছুমী আমার অন্ধ নয়নের আলো, তাই তাকে এক মুহূর্ত্ত ছেড়ে থাক্‌তেও মন চঞ্চল হয়। তার

কণ্ঠস্বর আমার কানে সুধাবর্ষণ করে, সে আমার জীবনব্যাপী দুঃখে একমাত্র আনন্দ। আজ তার এত বিলম্ব কেন? ওকে? লছুমী, লছুমী মা আমার! এলি কি?

(লছুমীর প্রবেশ)

ল। কেন বাবা! আমার আস্‌তে দেরী হয়েছে?

শ। আজ গান্ নেই কেন মা? কথায় বিষাদের ভাব, মাগো! কে তোর মনে ব্যথা দিয়েছে?

ল। ব্যথা কেউ দেয়নি, এদেশ ছেড়ে যেতে হবে তাই ভাব্‌ছি আবার কোথায় যাব। (পিতার পদতলে উপবেশন) তোমার কি কেউ নেই? কোনো বন্ধু নেই যে আশ্রয় দিতে পারে? মাঝে মাঝে মন ভেঙ্গে পড়ে, ভাবি কি দোষে আমরা গৃহহীন, বন্ধুহীন। বল বাবা কি দোষে এ কঠিন শাস্তি ভোগ কর্‌ছ?

শ। অনেক দিন গোপন করেছি, আর গোপন করা চলেনা, কবে মরে যাব তুই একেবারে অসহায় হ'য়ে পড়বি। তার আগে তোর যা কিছু ছিল তার সন্ধান দিয়ে যাই, যদি কোনো দিন পাপীর উচিৎ শাস্তি বিধান ক'রে তোর প্রাপ্য উদ্ধার করতে পারিস তো ভালো।

ল। (কাছে সরিয়া হাত ধরিয়া) মৃত্যুর কথা বোলোনা বাবা, তুমি ছাড়া আমার এসংসারে যে কেউ নেই!

শ। যার কেউ নেই তার ভগবান আছেন। দুর্ব্বলের বল, অনাথের নাথ যিনি তাঁকে মনে রাখিস্ মা! আমার অভাবেও তা হ'লে তোকে কেউ অনাথ করতে পারবেনা। শোন্ লছুমী তুই ভিখারীর মেয়ে নয়, তোর পিতামহর নাম না জানে এমন

লোক বোম্বাই সহরে খুব কমই আছে। আমি তাঁর একমাত্র ছেলে, আমার অর্থের অভাব ছিল না, ছিল শুধু সৌভাগ্যের অভাব। অনেক পুণ্যের ফলে তোর মাকে জীবনের সঙ্গিনী পেয়েছিলাম, আমার মত সুখী সংসারে বিরল ছিল, কিন্তু অত সুখ অদৃষ্টে সইলো না। তুই যখন আট মাসের শিশু তখন তাঁকে হারাই। তারপর আমি একেবারে পাগলের মত হ'য়ে গেলাম। কোনো সুখই সুখ ব'লে মনে হ'তনা, অর্থের ভার যেন অসহ্য হ'য়ে উঠল। তবু মাগো! তোরই মুখ চেয়ে সংসার ত্যাগ করতে পারিনি। তার কিছুদিন পরে আমার সহপাঠী বন্ধু বালাজি আমার আশ্রয়ে এসে পড়ে। সেই গভীর শোকের সময় পুরাতন বন্ধুকে পেয়ে বড়ই শান্তি পেলাম, ক্রমে সে আমার উপর আধিপত্য বিস্তার করতে লাগ্‌ল, অবশেষে সেই পাপিষ্ঠই আমার সর্ব্বনাশ ক'রে ছেড়ে দিল।

ল। কেমন ক'রে বল বাবা! এমন নিমকহারামও সংসারে আছে?

শ। আছে, আছে বইকি, সব শুন্‌লে বুঝবি নিমকহারামীর সীমা কোথায়। অসময়ে তাকে পেয়ে হাতে যেন আকাশ পেলাম, সংসারের সব ভার তার উপর দিয়ে যেন নিশ্চিন্ত হ'লাম। আমি কিছু প্রকৃতিস্থ হ'লে সে একদিন বল্লে, "ভাই তোমার এত টাকা থাক্‌তে কোনো কাজে লাগছেনা?" আমার মানসিক অবস্থা তখনো অতি শোচনীয়। একটা কাজ পেলে যেন বাঁচি; আমি বল্লাম ভাই! আমার যা কিছু আছে তোমারই হাতে দিচ্ছি, আমাকে একটা কোনো কাজে লাগিয়ে

বাঁচাও। বালাজি সে দিন থেকে আমার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত করে।

ল। কেন তাকে বিশ্বাস করেছিলে বাবা?

শ। মাগো! অদৃষ্টের লেখা কে খণ্ডাবে বল্। বালাজি বল্লে তার বাপ্ নাকি সুধা তৈরি করতে জান্ত তাতে লোকের সর্ব্ব ব্যাধি নাশ ক'রে দীর্ঘজীবী করে। তার খুব নাম ছিল। বালাজিও জানে কিন্তু টাকার অভাবে কিছু ক'রে উঠতে পারছিল না।

ল। তুমি বুঝি অমনি টাকা দিলে?

শ। দিলাম বইকি! তোর মায়ের শোকে আমি তখন জ্ঞান হারা হ'য়েছিলাম। ভাব্লাম এমন ওষুধ যদি কিছু থাকে যাতে ব্যাধির উপশম করে, তাহ'লে লোভে কাজ কি আমি বিনা মূল্যে বিতরণ করেই পরম তৃপ্তি লাভ কর্ব। আমি কোনো আপত্তি না ক'রে তখনি সেই পামরের কথায় স্বীকৃত হলাম। ক্রমে ক্রমে তাকে অনেক টাকা দিলাম।

ল। তোমার সে বন্ধুকে কখনো দেখেছি কি? মনে পড়ে না তো?

শ। তখন তুই নিতান্তই শিশু, তার পর তাকে দেখেছিস বটে, কিন্তু পরিচয় পাস্‌নি।

ল। এখন সে কোথায়?

শ। জানিনে মা? জানলে আজ পর্য্যন্ত তাকে বাঁচতে হ'তনা। যে আমাকে গৃহহীন্, অর্থহীন, অন্ধ অসহায় ক'রে লোকসমাজে পাপী প্রতিপন্ন ক'রেছে, হায়! হতভাগ্য আমি তাকে শাস্তি দিতে পারলাম না, মাগো! এদুঃখ কোথায় রাখি।

ল। (উদ্‌গ্রীব হইয়া) অন্ধ সে করেছে? কি ক'রে! বল বাবা আমার বড় কৌতূহল হচ্ছে।

শ। সব বল্‌ব, কিন্তু লছ্মী, তার আগে শপথ করবি? যদি কখনো তার সন্ধান পাস্‌ আমার সব দুর্দ্দশার প্রতিশোধ নিবি?

ল। তোমার পা ছুঁয়ে শপথ করছি প্রতিশোধ নেব।

শ। ভগবান তোর সহায় হউন্‌। মরবার সময় যেন শান্তিতে মরতে পারি তাই আজ তোকে সব বলে রাখব। শোন্‌ মা! আমি বিশ্বাস ক'রে আমার যা কিছু ছিল বালাজীর হাতে দিলাম্‌। আমারই বাড়ীতে আমার নামে সে ডাক্তারখানা খুল্‌ল। ক্রমে দু চারটী ক'রে তার অনেক বন্ধু এসে জুটতে লাগল, আমি নির্ব্বোধ কিছুই বুঝলাম্‌ না। প্রথম কয়েক মাস আমাকে টাকার হিসেব শোনাতে আস্‌ত কিন্তু কোনো কাজে হস্তক্ষেপ কর্‌তে দিত না, তারা বল্‌ত শোকে আমি বুদ্ধিহীন হয়েছিলাম, আমিও তাই বিশ্বাস ক'রে চুপ ক'রে রইলাম। যখনই জিজ্ঞাসা করতাম "সুধা" প্রস্তুত হোলো কিনা তখনই বালাজি বলত "ভাই ওকি শিগ্‌গির হয় ওতে অনেক সময় লাগে।"

ল। এযে উপকথার মত লাগ্‌ছে।

শ। উপকথাই বটে। তারি একবছর পর এক ধনী ভদ্রলোক বোম্বাই সহরে হাওয়া পরিবর্ত্তন করতে যান্‌, বালাজি কোনো সূত্রে তাঁর সঙ্গে আলাপ ক'রে নিয়ে ঘন ঘন যাতায়াত করতে লাগ্‌ল, মাঝেমাঝে তোকে নিয়েই চলে যেত, আমি ভাবতাম বালাজি তোকে খুবই ভাল বাসে তাই কোনো আপত্তি

করতাম্ না। একদিন সেই ভদ্রলোকটী আমার বাড়ী এসে উপস্থিত হ'লেন, বালাজি আমাকে তার বন্ধু ব'লে পরিচয় দিয়ে বল্লে "যে মেয়েটী দেখেছেন সেটী এঁরই।" তখন সেই ভদ্র লোকটী আমাকে বল্লেন যে তোকে দেখে তাঁর স্ত্রীর বড় ভাল লেগেছে তাঁদের ছেলে পুলে হয়নি যদি আমার আপত্তি না থাকে তো তোর প্রতিপালনের ভার তাঁরা নেবেন্। তখন তোর দুই বৎসর মাত্র বয়স, আমার জীবনের একমাত্র অবলম্বন, আমি কোনো কথা বল্‌তে পারলাম না, তোর মার কথা মনে প'ড়ে আমার কণ্ঠ রোধ হ'য়ে এল, আমার অবস্থা দেখে তাঁর দয়া হোলো, উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে সেদিন তিনি চলে গেলেন্।

ল। তিনিই কি লছমন বাবু?

শ। হ্যাঁ মা! তাঁরই স্ত্রী কমলাবতী তোকে পরম যত্নে পালন করেছিলেন্। লছমন বাবু চলে গেলে আমি পাগলের মত ছুটে গিয়ে তোকে বুকে ক'রে কাঁদ্‌তে লাগ্‌লাম।

ল। তবে কেন দিলে বাবা! আমাকে তোমার কোল্ ছাড়া করে কি লাভ হোলো?

শ। লাভ্? লাভ যা হোলো তা আমার অন্তরাত্মা জান্‌ছেন্। কিন্তু কেন যে দিলাম সেই কথাই বল্‌ছি। আমার শরীরের অবস্থা তখন এত খারাপ সকলেই বলত বাঁচ্‌বার কোনো আশা নেই। আমিও তখন মৃত্যুটাকে খুবই সহজ মনে করতাম্। পাপিষ্ঠ বালাজি সেই সুযোগ পেয়ে আমাকে ভজাতে লাগল, বল্লে "লছমন বাবুর বিশাল সম্পত্তি তোমার

মেয়ে পাবে কেন আপত্তি করছ?" তখন তার উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে এদুর্দ্দশা হ'তনা, এতদিনে বুঝতে পারছি কেন এ অভিসন্ধি করেছিল।

ল। তার কি উদ্দেশ্য সাধন হোলো?

শ। সবটা হয়নি তাই মনে হয়, না জানি আরও কি অদৃষ্টে আছে। আমার বিশ্বাস তার উদ্দেশ্য ছিল লছমন বাবু তোকে পোষ্যকন্যা রূপে গ্রহণ করলে তাঁর সব সম্পত্তি তোর নামে লিখিয়ে নিয়ে, এদিকে আমার সর্ব্বনাশ ক'রে তোর কাছে আত্মীয় বলে পরিচয় দিয়ে বিষয়টা হস্তগত করে।

ল। এ উদ্দেশ্য তার ছিল তুমি কি ক'রে জান্‌লে বল?

শ। সবটা শুন্‌লে তোরও বুঝতে বাকী থাক্‌বেনা। লছমন বাবুর সম্পত্তির কথা শুনে আমি হেসে বল্লাম, আমার লক্ষ্মীবাই বেঁচে থাক্‌লে আমার যা আছে তাই যথেষ্ট, আর সম্পত্তিতে কাজ কি ভাই; সে দিন আর কিছু বলতে সাহস পেলেনা কিন্তু তার অভিসন্ধি তখনো ছাড়েনি। আমারও শরীর ক্রমেই খারাপ হ'তে লাগল, সেও একটু আধটু করে ভজাতে লাগল, একদিন বল্লে, "ভাই তোমার যে রকম অবস্থা তুমি আর বেশী দিন বাঁচ্‌বে না, তোমার স্ত্রীও নেই, ওই মেয়ে কি রকম নিরাশ্রয় হবে একবার ভেবে দেখ দেখি। যতদিন আছ যখন ইচ্ছে গিয়ে দেখে আস্‌তে পারবে, কাছে থাক্‌তে পাবে, লছমন বাবু মহৎ লোক কিছুতেই আপত্তি করবেন না।" বালাজি সেই কথায় আমাকে কাবু ক'রে ফেল্লে। আমি ভাব্‌লাম আমার সুখের জন্য তোকে অনাথ করি কেন? তখন ভাব্‌লাম

মৃত্যু যেন দ্বারেই অপেক্ষা করছে, হায় মা! সে মৃত্যু এখন কোথায় !!

ল। তারপর বল বাবা কি হোলো, আমার নিশ্বাস রোধ হ'য়ে আস্‌ছে।

শ। আমার সংকল্প শুনে বালাজি মহা উৎসাহে লছমন বাবুকে সংবাদ দিয়ে এল ; এক সপ্তাহের মধ্যে লছমন বাবু তোকে নিয়ে চলে এলেন্, আমি আমার জীবনের সম্বল হারা হ'য়ে পাপিষ্ঠ বালাজির হাতে বন্দী হ'য়ে রইলাম। মাগো! তোর জন্য কতই সহ্য করলাম্ কিন্তু তুই যে অনাথা সেই অনাথাই রইলি। যিনি তোকে সন্তানের মত পালন করলেন্ তিনি তো সমস্ত দুঃখ অশান্তি থেকে মুক্ত পেয়ে গেছেন। কিন্তু শোন্ মা! তাঁর আর লছমন বাবুর মৃত্যুর প্রতিশোধও তোরি নিতে হবে।

ল। তাঁদের মৃত্যুর কারণও কি বালাজি? কি ক'রে। এযে ক্রমেই বিস্ময়সাগরে নাবছি, এর শেষ কোথায়!

শ। শেষ নেই, নেই। আজ সব কথাই বল্‌ব, আমার দিন ফুরিয়ে এসেছে, শক্তি শেষ হবার আগে সব বলতে হবে। লছমন বাবু তোকে নিয়ে আস্‌বার পর আমার সর্ব্বনাশের পথ পরিস্কার হোলো। আগে বুঝতে পারিনি যে বালাজি তার উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই তোকে কৌশলে সরিয়েছিল। সেই সময় আমার একটী চোখ লাল হয়ে উঠল, ব্যাথাও হোলো। পাছে সন্তাপে অন্য চোখটীও ব্যথা হয়, সেই জন্য বালাজি দুই চোখে ওষুধ দিয়ে আমাকে অন্ধকার ঘরে রেখে দিল, আমি নিঃসন্দেহ চিত্তে পড়ে রইলাম। যোশী যা এনে দিত তাই খেতাম্। ওষুধ

দিলাম বটে, কিন্তু যন্ত্রণার লাঘব না হ'য়ে ক্রমে বাড়তে লাগ্‌ল। বালাজিও আর দেখ্‌তে এলনা। যোশী সারাদিন আমার সেবায় ব্যস্ত থাকে, কোনো খবরই রাখেনা, দুদিন বাদে যখন যোশীকে বল্লাম বালাজিকে ডেকে আন্‌তে, সে দিন যোশী বল্লে ডাক্তারখানা খালি পড়ে আছে কেউ কোথাও নেই। আমার তখন সন্দেহ হোলো; যোশীর হাত ধরে বাইরে এসে চোখের বাঁধন খুলে দেখি দুটী চোখ্‌ই আঁধার, কিছু দেখ্‌তে পাইনে। আমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়ল। ভাব্‌লাম কি পাপে আমার এ দুর্দ্দশা হোলো; তারি সঙ্গে সঙ্গে ভগবান্‌কে ধন্যবাদও দিলাম, যে তুই তার আগে উপযুক্ত স্থানে আশ্রয় পেয়েছিস্।

ল। এমন কেউ ছিলনা যে সেই সময় তোমাকে সাহায্য করতে পারে? হায়! হায় কি দুর্ভাগ্য।

শ। সেই অবস্থায় কার দোরে যাব মা! লজ্জায় ঘৃণায় তখন মনে হোলো মৃত্যুই শ্রেয়। যোশী বল্লে "ভেবে কি হবে লক্ষ্মী-বাইকে যিনি আশ্রয় দিয়েছেন তাঁর কাছে যাই চল।" তার জন্যও অর্থের আবশ্যক; তখন যোশীর সঞ্চিত যা কিছু ছিল তাই নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। আমি সর্ব্বস্বান্ত হ'য়েও যোশীকে সহায় পেয়েছিলাম, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে আমাকে বাঁচিয়েছে, তাই বলি মা! অসহায়ের সহায় ভগবান্।

ল। লছমন বাবুর সঙ্গে তোমার দেখা হয়েছিল?

শ। তাঁর সঙ্গে দেখা হ'লে এতদিন এ দুর্দ্দশা ভোগ্ করতে হ'তনা। বর্ম্মারে পৌছতে অনেক সময় লাগ্‌ল বহু কষ্টে তাঁর

বাড়ির সন্ধান পেলাম, যোশী আমাকে অন্তরালে রেখে বাবুর বাড়ির পাশে এক ভদ্রলোকের বাড়ি কাজ করতে করতে লছমন বাবুর দাসীদের সঙ্গে খুব ভাব ক'রে নেয়। তারই কাছে প্রথম যা শুন্‌লাম্ তাতে বুঝলাম যে, দুরাত্মা বালাজি আমারই নামে নিজের পরিচয় দিয়ে লছমন বাবুর কাছে আমাকে বালাজি বলে জানিয়েছে। তখন ক্রমে সবই বুঝতে পারলাম্, এও বুঝলাম্ বালাজি আমার সর্ব্বনাশ ক'রে লছমন বাবুর সর্ব্বনাশ করতে প্রবৃত্ত হয়েছে। হায়! হায়! কি কুক্ষণে কালসাপ পুষেছিলাম্।

ল। তুমি বাবুর কাছে গিয়ে পরিচয় দিলে না কেন? চুপ ক'রে বসে তাঁর সর্ব্বনাশ দেখলে?

শ। মাগো! সেই তো দুঃখ, তাইত বলি অদৃষ্টের পাক কে খণ্ডাবে! নিজের দেশে হ'লে পরিচয় অনায়াসে দিতে পারতাম, কিন্তু বক্সারে আমাকে কে বিশ্বাস করত বল্? তা ছাড়া তিনি যখন আমাকে দেখেছিলেন তখন চেহারা যে রকম ছিল, অল্প সময়ে এতটা পরিবর্ত্তন অবিশ্বাস করা খুবই সম্ভব।

ল। তবে কি তুমি একেবারেই নীরব রইলে, দুরাত্মাকে শাসন করবার কোনো উপায় খুঁজে পেলে না!

শ। উপায় খুঁজে পেয়েও কিছু হোলো না। প্রথমতঃ কি যে করব ভেবে স্থির করতে অনেক সময় লাগল, তারপর যোশীকে বল্লাম কোনো রকমে লছমন বাবুর স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে পারে কি না, ভাবলাম্ তিনি বুদ্ধিমতী সব কথা শুনলে নিশ্চয়ই বিশ্বাস করবেন। তোকে একবার দেখবার ইচ্ছাও বড়

প্রবল হয়ে উঠল। যোগী আমার কথামত লছমন বাবুর অন্তঃপুরে যাতায়াত করতে লাগল, একদিন বালাজি তাকে দেখ্‌তে পায়; বোধ হয় চিন্‌তেও পারে; সেদিন থেকে আমার অনুসন্ধান আরম্ভ করে; যে দিন তার সন্দেহ হোলো যে আমি বেঁচে আছি এবং কাছাকাছি কোথাও আছি, সে দিন লছমন বাবুর মৃত্যু ঘনিয়ে এল। আমি আগেই শুনেছিলাম যে ডাক্তার শম্ভুজী লছমন বাবুর বড় প্রিয় পাত্র, তাঁর শারীরিক অবস্থার উন্নতির জন্য সুধার ব্যবস্থা করেছে। লছমন বাবু স্বপ্নেও জান্‌তেন না যে দুরাত্মা সুধা বলে প্রত্যহ মৃদু মাত্রায় বিষ খাওয়াত। আমার সন্দেহ হয়েছিল, কি ক'রে তাঁকে বাঁচাব এই ভেবে অস্থির হ'য়ে উঠলাম। যে দিন রাত্রিকালে আমি গোপনে কমলাবতীর সঙ্গে দেখা করলাম, তারপর দিন সকালে ঔষধের মাত্রা বাড়াবার ছলে তীব্র বিষ দিয়ে পাপাত্মা পালিয়ে যায়; মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট্ করতে করতে তিনি ডাক্তারদের কাছে বলেছিলেন "সুধা—শম্ভুজী" অনুসন্ধানে সুধার শিশি পাওয়া গেল তাতে আমার নাম লেখা, এখন বুঝ্‌লি মা কেন আমি বনে বনে ছদ্মবেশে ঘুরে বেড়াই।

ল। আমার কথা কইবার শক্তি নেই বাবা! ভগবান কি এমন দিন দেবেন্ না, যেদিন পাপীর যথোচিৎ শাস্তি দিতে পারব? বল বাবা, তুমি নির্দ্দোষী মা কমলাবতী জান্‌তেন্ তো?

শ। হ্যাঁ মা, তিনি জান্‌তেন তাঁকে সব কথাই বলেছিলাম; আমার উপর তাঁর বড় দয়া হয়েছিল, বল্লেন সময় পেলেই তাঁর স্বামীকে সব বলবেন, কিন্তু বিধাতা আমার প্রতি নিতা

বিমুখ, তাই সময় আর হ'লনা। তার আগেই লছমন বাবুর শেষ হ'য়ে গেল।

ল। তুমি তখন আমাকে নিয়ে দেশে ফিরে গেলেনা কেন? সেখানে তো ঘর বাড়ি সব ছিল সেখানেও তো ভিক্ষে ক'রে দিন কেটে যেত, বনে বনে যে আর ফেরা যায় না।

শ। সে যে সব পথে কাঁটা দিয়ে রেখেছে মা! নইলে তোর এ দুর্দ্দশা চুপ ক'রে বসে দেখি? লছমন বাবুর মৃত্যুর পরই বম্বেতে পুলিশে শম্ভুজীর গ্রেপ্তারের পরওয়ানা গেল; মাগো! আমায় চারিদিক থেকে বেঁধে মেরেছে, শুধু মৃত্যুই বাকি।

ল। তার পর বালাজির আর সন্ধান পেয়েছিলে?

শ। পেয়েছিলাম, কিন্তু পেয়েও তার দুরভিসন্ধির প্রতিবিধান করতে পারলাম্ না। লছমন্ বাবুকে হত্যা ক'রে কোনো ফল না পাওয়ায় বালাজি আবার কমলাবতীকে হত্যা করবার ফিকিরে ঘুরে বেড়াতে লাগল। বালাজি ভেবেছিল লছমন্ বাবুকে মৃদু মাত্রায় বিষ খাওয়াতে খাওয়াতে, যখন তাঁর মস্তিস্ক দুর্ব্বল হ'য়ে আস্‌বে, তখন কৌশলে তোর নামে বিষয় লিখিয়ে নিয়ে তোর অভিভাবক রূপে ভোগ করবে। তোর উপর কি ক'রে তার একটু করুণা ছিল তাই প্রাণে মারেনি। বালাজি জান্‌তনা যে লছমন্ বাবু আগেই উইল ক'রে তাঁর স্ত্রীর কাছেই রেখেছিলেন। লছমন বাবুর মৃত্যুর পর কমলাবতী তাঁর পিতার সঙ্গে জগদীশ পুরে চলে যান; তার পর অনেক দিন বালাজীর কোনো সন্ধান পাইনি। কমলাবতীর পিতা শম্ভুজীর সন্ধান করছিলেন সেই জন্য আমাকে সাধ্যমত গোপনে থাক্‌তে

হয়েছিল। যোশী সেই সময় আমাকেও জগদীশপুরে নিয়ে যায়। অমর বাবুর কুঠীর পিছনে কতগুলি ভাঙ্গা কুঁড়ে ছিল সেই খানে আমাকে রেখে অমর বাবুর কুঠীতে কাজে লাগে।

ল। তুমি এতদিন এত কাছাকাছি ছিলে আমি কিছুই জান্‌তে পাইনি, কেন আমাকে ফেলে রেখেছিলে বাবা!

শ। অমর বাবুর ছেলের সঙ্গে তুই আমার ভাঙ্গা কুঁড়েতে যখন তখন আসতিস্। নানা ভয়ে তোর কাছে সাহস ক'রে পরিচয় দিইনি। অমর বাবুর ছেলে পড়তে যাওয়ার পর আর তোকে দেখতে পেতাম্ না।

ল। সে সব দিনের কথা এখন স্বপ্নের মত মনে হয়। আমার খেলার সঙ্গী চলে গেলে আমার বড় কষ্ট হয়েছিল কিছুই ভাল লাগতনা; তার পর অমর বাবুও যখন মারা গেলেন তখন চারিদিক্ থেকে যেন ঘোর অন্ধকার ঘিরে এল। আমি নিতান্তই বালিকা ছিলাম, কিছুই বুঝতাম্ না, তবু আমার মাতৃসম কমলাবতীর দুঃখ আমাকে কাতর করেছিল। যাঁর স্নেহ পেয়ে মার অভাব কখনো বুঝিনি, যিনি আমাকে আপন সন্তানের মতনই ভালবাসতেন্, তাঁর শরীরও যখন ভেঙ্গে পড়ল, তখন আমার মনটা কেঁদেকেঁদে উঠ্‌ত; কিছুদিন পরে তাঁর ভাইদের জন্য ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌লেন, ডাক্তার এলেই যেন বেশী চঞ্চল হ'তেন্, বলতেন্ "লছুমী ডাক্তারকে আমার বিশ্বাস হয়না, আমি আর বুঝি বাঁচবনা।"

শ। তিনি ঠিক্ বুঝেছিলেন, সেই ডাক্তারই ছদ্ম বেশধারী বালাজি। আমার দৃষ্টি শক্তি ছিলনা তাই বালাজি নিশ্চিন্ত

মনে আমার পরম বান্ধবদের সর্ব্বনাশ করতে পেরেছিল। যোশীর কাছে সব খবরই পেতাম, ডাক্তার সাহেবের বর্ণনা, তার কথাবার্ত্তা, কাজ কর্ম্ম করবার ধরণ, শুনে আমার সন্দেহ হয়েছিল, শেষে দেখ্‌লাম আমার সন্দেহই ঠিক। লছমন বাবুর উইল ও নগদ টাকা হস্তগত করবার জন্যই বালাজি আবার ডাক্তারখানা খুলে ডাক্তার সাহেব সেজেছিল। আমার সন্দেহ কমলাবতীকে জানিয়েছিলাম তিনি কিছুই করতে পারলেন্ না। ভাইদের কাছে চিঠি লিখতেন্ সে চিঠি তাঁদের কাছে পৌছত না। তাঁরা যখন খবর পেলেন তখন কমলাবতীর শেষ হ'য়ে এসেছে, তুই সে সব কথা জানিস্ মা।

ল। আমি আগেকার কথা কিছুই জান্‌তাম্ না, তাই কোনো দিন সন্দেহ করিনি, কিন্তু ডাক্তারকে আমার ভাল লাগ্‌ত না। আমার দিকে কি কঠিন তীব্র ভাবে চাইত, আমি ভয়ে স'রে যেতাম। বাবা কি দুর্ভাগ্য! কেউ তাকে চিন্‌তে পারলাম না। আমি দিবানিশি কাছে থেকেও দয়াময়ী মা কমলাবতীকে রক্ষা কর্‌তে পারলাম্ না এ দুঃখ কেমন ক'রে সামলাই? হায় ধর্ম্ম! এমন দিন কি দেবে না যে দিন এ সব হত্যার প্রতিশোধ নিতে পারব।

শ। ধৈর্য্য ধর্ মা! প্রতিশোধ তোরই নিতে হবে, আমার তো দিন ফুরিয়ে এল।

ল। মা কমলাবতীকে হত্যা ক'রে কি লাভ হোলো। তার অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি আমি জানি। তিনি মৃত্যুর পূর্ব্বে এক খানা দলীল আমাকে দিয়েছিলেন সেখানা আমার কাছেই আছে।

শ। কেন অজয়কে দাওনি? লছ্‌মী! কাজটা ভাল হয়নি।

ল। তিনি তোমাকে শত্রু ভাবেন, কি মিত্র ভাবে দেখেন জানি না, ঈশ্বর না করুন, যদি কোনো দিন কারু কথায় তোমার বিরুদ্ধে দাঁড়ান, যদি ভগ্নীপতির হত্যাপরাধে তোমাকে দোষী করেন?

শ। ও কথা বলিস্‌নি, বলিস্‌নি, মা! তাঁর ঋণ এজীবনে শোধ ক'র্‌তে পারব না।

ল। (স্বগত) মন শান্ত হও, আর ভয় নেই।

শ। বালাজির শেষটা তোর উপরও আক্রোশ জন্মেছিল, অজয় না থাকলে কি হ'ত কে জানে। (লছ্‌মীর মস্তক বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক) তাঁরই অনুগ্রহে অন্ধ তার নয়ন তারা ফিরে পেয়েছে।

ল। তিনি জানেন তুমি নির্দ্দোষী?

শ। হ্যাঁ মা! জানেন, অজয় প্রতিজ্ঞা করেছেন বালাজির সন্ধান পেলে তার উপযুক্ত শাস্তি বিধান ক'রবেন। ভগবান তাঁর মঙ্গল করুন। শোন্‌ মা লছ্‌মী! অজয়ের নিকট চিরকাল কৃতজ্ঞ থাকিস, তাঁর মঙ্গল কামনা কায়মনোবাক্যে করিস্‌।

ল। (স্বগত) বড় ভয় ছিল পাছে বাবা অজয়কে অবিশ্বাস করেন, আজ মনের দ্বন্দ ঘুচে গেল। অজয়! অজয়! আর কোনো ভয় নেই।

শ। চল্‌ মা! যোশী তার ভিক্ষার চাল ভক্তি ভরে রেঁধে বসে আছে; আজ তৃপ্তির সঙ্গে খেয়ে আমার জীর্ণ শয্যায় তোকে বুকে ক'রে শান্তিতে ঘুমব। (প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য।

(গণপৎ বাবুর বাগান প্রতিবেশিনী বালিকাগণ

গান।

দেখলো সই ! কানন ভরা
একি হাসি।
ফুটেছে কুসুম কত রাশি:রাশি ;
একি হাসি।

একি এ প্রমোদ মেলা,
ফুলে ফুলে কত খেলা,
ফুটেছে হাসির মত,
জাতি যূথী, বেলা কত ;
দেখলো আসি !
রাশি রাশি !
একি হাসি।

নিখিল উঠেছে সাজি,
পাগল ভ্রমরা আজি,
গুণ গুণ রবে যেন
বাজায় বাঁশী।

আয়লো আঁচল ভরি
কুসুম চয়ন করি,

সব সখি ফুল্ল মনে,
আনন্দ লহরী সনে,
সুখে ভাসি।
দেখলো আসি!
রাশি রাশি!
একি হাসি॥

১,২। আজ গৌরী এখনো এলনা কেন ভাই? সে না এলে কোনো খেলাই ভাল লাগে না।

৩,৪। কি জানি ভাই! সে বড়লোকের মেয়ে, সব সময় কি আর আমাদের সঙ্গে খেলতে ভাল লাগে?

৫,৬। ও কথা বলিস্‌নি বলিস্‌নি, হোলোই বা বড়লোকের মেয়ে, সে আমাদের যেমন ভালবাসে এমন কে বল দিখিনি?

৭,৮। তা ভাই সত্যি কথা ব'লতে গেলে তার ভালবাসার ভেতরও পার্থক্য আছে, দেখে শুনে ভালবাসে।

৮,১০। ওমা কি হবে! কেনলো,তোদের কি আমাদ্যের চেয়ে কম ভাল-বাসে? ভাল খাবার টুকু হ'লে আমাদের সকলকে না দিয়ে খায়না, তার যেমন চেহারা, তেমনি স্বভাব, তেমনি মিষ্টি কথা, না ভাই?

৩,৪। তোমরা তো খোসামুদি করবেই, করবেই; ওই ক'রে ভাল খাবার টুকু কাপড় খানা আদায় কর।

৭,৮। আমাদের তাতে কাজ ও নেই খোসামুদিও করিনে।

৫,৬,৯,১০। শুন্‌লি ভাই, শুন্‌লি ভাই? দেমাক্ ওদের নেই দেমাক আছে গৌরীর?

১,২। চুপ কর্‌না, ওদের কথা শুনিস্ কেন? গৌরী এলে আজ ব'লে দেব ওদের সঙ্গে আর খেল্‌বেনা।

সকলে। দেখবি তখন কেমন মজা
আড়ি, আড়ি, আড়ি।

৩,৪,৭,৮। ব'য়েই গেল ব'য়েই গেল, কাল যাব বাড়ি
পরশু যাব ঘর
কি ক'র্‌বি তো কর।

৫,৬। আচ্ছা থাক, চল্ ভাই আম্‌রা ফুল তুলে
ততক্ষণ মালা গেঁথে রাখি;
গৌরী এলে তাকে পরিয়ে দেব।

৩,৪। ও ভাই চল আম্‌রাও ফুল তুলে
পূজো পূজো খেল্‌ব। (প্রস্থান ৩,৪,৭,৮)

গান।

১। আয়, আয়, আয়, আয়লো হেথায়
তুলিবি মালতি ফুল।

২। দেখ্‌লো সজনি বকুল ফুলে
ছেয়েছে গাছের মূল॥

৫। ওই দেখ সই চাঁপার ফুলে
কানন করেছে আলো;

৬। ঢল ঢল রূপে টগর সখি!
সবার চেয়ে এ ভালো॥

৯। দেখ্‌লো হেথায় ফুলের মেলা
যাতি যুথী, আর কেতকী বেলা।

১০। ফুটেছে কেমন চামেলী ওই
আয়, আয়, মোরা তুলিগে সই।
সকলে। সারাটী কানন ফুলে ফুলে সাজি
হরষে হ'ল আকুল।
দেখ্ দেখ্ দেখ্ দেখ্লো সজনি।
হরষে হ'ল আকুল॥

(৩, ৪, ৭, ৮ প্রবেশ)

৩,৪। দেখ দিকিনি কতফুল এনেছি, এ ফুল আর তোদের পেতে হয় না।

৭,৮। দেখাস্‌নি, দেখাস্‌নি ভাই, দেখিয়ে দিলে ওরাও নিয়ে আস্‌বে

১,২। নেইবা পেলাম্, আমরা যা পেয়েছি এই ভাল, বেল ফুলে মালা গেঁথেছি গলায় পরিয়ে দেব, দেখ্‌বি কেমন শোভা হবে।

৫,৬। এই কর্ণিকা কাণে পরিয়ে দিলে কেমন দুলের মত দুলবে, না ভাই?

৯,১০। আর এই চাঁপায় খোঁপার ফুল হবে, আর বকুল গেঁথে হাতের বালা, আর মাথার সিঁথি হবে।

(গৌরীর প্রবেশ)

১,২। গৌরী! গৌরী! তোর এত দেরী হোলো কেন ভাই?

৫,৬। আমরা সেই কোন্ কাল থেকে এসে ব'সে আছি, তুই কি ভাই খেলার কথা আজ ভুলে ছিলি?

৯,১০। তুই না এলে ভাই আমাদের কোনো খেলায় মন লাগেনা।

গৌ। জানি, জানি ভাই, তোমরা সবাই আমাকে কত ভালবাস, এই ঠাকুরজীর প্রসাদ এনেছি সবাই একটু ক'রে নাও (৩,৪,৭,৮ প্রতি) তোমরা কেন এক পাশে স'রে আছ? আমার উপর রাগ ক'রেছ ভাই?

১,২। ওদের সঙ্গে কথা কস্‌নি গৌরী।

৫,৬। ওদের প্রসাদ দিস্‌নি ভাই।

৯,১০। ওরা তোর কত নিন্দে ক'র্‌ছিল গৌরী! বলে "বড়লোকের মেয়ে, তার দেমাক কত, সে বেছে বেছে ভালবাসে, সকলের সঙ্গে খেল্‌বে কেন"?

১,২। ওদের আজ একঘরে ক'র্‌ব ভাই।

সকলে। দেখ্‌বে তখন কেমন মজা, আড়ি, আড়ি, আড়ি।

গৌ। ছি ভাই ও কথা কি ব'ল্‌তে আছে? ওরা ঠাট্টা ক'রছিল, আয় ভাই, তোরাও প্রসাদ নে, তা নইলে যে আমার মনে দুঃখ হবে।

৩,৪,৭,৮। গৌরী, গৌরী, আমাদের ক্ষমা কর্‌ ভাই ক্ষমা কর্‌, আমরা ভুল বুঝেছিলাম, না জেনে তোর নিন্দে ক'রেছি।

গৌ। তা হোক, একসঙ্গে থাক্‌তে গেলে সবাই ভুল করে, তার জন্যে কি ভাই রাগ্‌ করা চলে? (১,২,৫,৬,৯,১০ প্রতি) সবাই বল্‌ ভাই! ভাব, ভাব, ভাব।

সকলে। ভাব, ভাব, ভাব।

১,৫। গৌরী! আমরা সবাই মিলে ফুল তুলে মালা গেঁথেছি, আয় ভাই তোকে ফুলের রাণী সাজিয়ে দি।

সকলে। বেশ বেশ বেশ।

গান।

আয় বালা! আয়, ফুটবি হেথায়
ফুলের মতন মধুর সাঁঝে;
সজনিলো তোরে সাজাব আদরে,
মনের মতন ফুলের সাজে॥
ফুলের সিঁথী, ফুলের বালায়,
কবরী সাজিবে ফুলের মালায়,
ফুলের কাঁকন্ ফুলের দুলে;
মরি কি শোভা উছলিবে তায়।
ফুলের আলোয়, ফুলের হাওয়ায়,
লুট্‌বি সুধা ফুলের মাঝে॥

এইবারে খেলবি চল্।

গৌ। আজ আর খেল্‌তে মন যাচ্ছেনা ভাই! বেলাও শেষ হ'য়ে এল, কালকে আবার খেলা হবে।

সকলে। কাল তবে খেল্‌বি?

গৌ। খেল্‌ব।

সকলে। সত্যি, সত্যি, তিন সত্যি?

গৌ। (হাসিয়া) তিন সত্যি।

(প্রতিবেশিনী বালিকাগণের প্রস্থান)

গৌ। এখনো কেন ফিরছেন না? আমার মন, থেকে থেকে কেমন ক'রছে। দাসীর কথা শুনে বনের পথে পাঠিয়ে দিলাম, কি জানি যদি কোনো বিপদ ঘটে? আর একবার রঙ্গিয়াকে জিজ্ঞেস ক'রে দেখি, সে পথে ভয়ের কোনো কারণ

আছে কিনা। রঙ্গিয়া! রঙ্গিয়া—

(নেপথ্যে "কি দিদিয়া") (প্রবেশ)

গৌ। রঙ্গিয়া, তুই সে ভিখিরীর ঘর দেখেছিস্?

রঙ্গিয়া। না দিদি, তার মেয়েটাকে দৈবাৎ কখনো দেখ্‌তে পাই, তবে যারা সে পাড়ায় থাকে তাদের কাছে শুনি।

গৌ। তুই বলছিলি না বনের ভেতর দিয়ে যেতে হয়?

র। হ্যাঁ, তাইতো শুনি।

গৌ। বনের ভেতর পথ আছে?

র। আছে বইকি! তা নইলে এত লোক যাওয়া আসা করে?

গৌ। এদের ঘর কি গাঁয়ের ভেতর?

র। না দিদি, গাঁয়ে থেকে সহরে আসতে, বনের ভেতর, ছুটো একটা ভাঙ্গা কুঁড়ে আছে, সেখানে কেউ বাস করে না, ছুদিন একদিনের জন্য কোনো গরীব ছুঃখী এসে থেকে যায়।

গৌ। বনের ভেতর ভাঙ্গা কুঁড়ে; সেখানে কোনো ভয়ের কারণ নেই তো?

র। ভয় কিসের?

গৌ। এই মনে কর্ বাঘ ভালুকের—

র। কই বাঘ ভালুকে মানুষ খেয়েছে তাতো শুনিনি।

গৌ। মর মাগি, মানুষ না খেলে কি বাঘ ভালুক থাকৃতে পারেনা?

র। আরে দিদিয়া! নাই যদি খায়, তো থাক্‌লেই বা হানি কি?

গৌ। যা, যা, তোর সঙ্গে বকে মিছে সময় নষ্ট করা—

(রঙ্গিয়ার প্রস্থান)

কেনইবা ভেবে মরি, তিনি আমার কে? বাইরে সকলে যতদূর জানে, অজয় আমার খেলার সঙ্গী, অজয় আমার বন্ধু কিন্তু—থাক্ ওকথা আর মনে আন্‌ব না; অজয় বলেছে "গৌরী! মানুষে কত কি বলে সবই কি সত্য হয়, তাদের কথায় কাণ দিওনা।" সে দিন থেকে অজয় আর আমার কাছে আসে না, তেমন ক'রে আর কথা কয় না, কিন্তু তাতে আমার খেলা ফুরিয়ে গেল কেন? হাসি গল্প আর ভাল লাগে না কেন? মনে হয় আমার কি একটা অভাব হ'য়েছে, বুঝতে পারছিনে সেটা কি! বাবা তো সেই ভালবাসেন, পাড়ার মেয়েরা সেই এখনো খেল্‌তে আসে, আমাকে তারাও তেমনি ভালবাসে; সবই তো তেমনি আছে, তবে এ অভাব কিসের? জানিনে, অন্তর্য্যামী তুমি জান।

(প্রস্থান)

(অপরদিক হইতে অজয়ের প্রবেশ)

অ। ওকে গেল, গৌরী না? আমারি জন্য অপেক্ষা ক'রছিল বোধ হয়। অপাততঃ লছুমীর সঙ্গে গৌরীর দেখা না হওয়াই শ্রেয়। একবার বিবাহটা হ'য়ে গেলে আর কোনো ভয় থাকে না। কিন্তু গণপৎ বাবুকে জানাই কি ক'রে। যিনি অসময়ে এমন আশ্রয় দিয়ে বুকে ক'রে রেখেছেন তাঁকে প্রতারণা করা অসম্ভব। গৌরীকেই সব ব'ল্‌ব, সে নিশ্চয় সাহায্য ক'র্‌বে।

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌ। তোমার এত দেরী হোলো কেন? আমি সেই থেকে ঘরবার কর্‌ছি, আমার বড় ভয় হ'য়েছিল।

অ। ভয় কিসের, অনেকটা দূরের পথ, যেতে আস্‌তেই দেরী হ'য়ে গেল।

গৌ। তাদের দেখা পেয়েছিলে?

অ। পেয়েছি, তোমার কথা ঠিক্ গৌরী! তারা বড় দুঃখী, তুমি করুণাময়ী, তাই তোমার প্রাণ তাদের জন্য কেঁদে উঠেছে।

গৌ। আমাকে কবে নিয়ে যাবে?

অ। তোমার যাওয়া সম্ভব নয়!

গৌ। কেন? আমি খুব হাঁট্‌তে পারি, আর তা নইলে বাবাকে ব'লে পালকী নেব?

অ। তুমি ছেলে মানুষ, সে পথের ধারণা তোমার নেই; সে গভীর বনে তোমাকে নিয়ে যেতে সাহস হয় না, আমাকে বিশ্বাস কর।

গৌ। তোমাকে অবিশ্বাস ক'র্‌ব কেন। তবে তাদের কি আমি দেখ্‌তে পাবনা?

অ। অপেক্ষা কর একদিন দেখ্‌তে পাবে।

গৌ। তুমি আবার কবে যাবে?

অ। তুমি যে দিন যেতে বলবে সে দিনই যাব।

গৌ। তবে কালই আবার যেও, আমি অনেক কাপড় আর খাবার সংগ্রহ ক'রে রেখেছি সেগুলি নিয়ে যেও। চুপ ক'রে রইলে যে? বল ঠিক যাবে তো?

অ। ঠিক যাব।

গৌ। ব'লো যে আমি তাদের দেখ্‌তে চাই।

অ। ব'ল্‌ব।

গৌ। আর বোলো তাদের যদি আপত্তি না থাকে তো এখানে এলে আমরা খুব আদর ক'রে রাখ্‌ব। তাদের কোনো কষ্ট হবে না।

অ। সব ব'ল্‌ব। সন্ধ্যে হ'য়ে এল তোমার আর বাইরে থাকা উচিত নয়, ঘরে যাও কাল সকালে অন্য কথা হবে। (গৌরীর প্রস্থান)

অ। ভগবান্ তোমার একি লীলা! এ দুটী রমণীকে আমার জীবনে একই ভাবে এনে ফেলেছ কেন? একের দৈন্যে আমাকে কাতর ক'রেছে, আবার এ করুণার প্রতিমূর্ত্তি দেখিয়ে মুগ্ধ ক'র্‌ছ। গৌরী! করুণারূপিণী! তোমার মনে কি আছে জানিনে, আমার দ্বারা তোমার কোমল প্রাণে যেন একটী আঁচড়ও না লাগে। আর লছুমী! ভিখারিণী লছুমী! তাকে ত্যাগ ক'র্‌ব? ধর্ম্ম সহায় হও। রাজপুত যেন তার প্রতিজ্ঞাপালন ক'র্‌তে সমর্থ হয়। (প্রস্থান)

(মাধবের প্রবেশ)

মা। লছুমী! ভিখারিণী লছুমী! এতো বাবা সেই নাম! কিন্তু আরা সহরে, এই স্বয়ং মাধব শর্ম্মা বর্ত্তমানে, সে ভিখিরী বেটী এখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে? আর অজয় বাবুই বা সন্ধান পেলেন কি ক'রে? না—কি—কল্পনায় প্রেমের প্রকাশ হচ্ছে! উ'হু, নিশ্চয় সন্ধান পেয়েছেন। সেই দাসীটার মত একদিন যেন কাকে দেখ্‌লাম্ বনের পথে সাঁ ক'রে ঢুকে প'ড়ল। যাক্ সেদিক্‌টায় একবার সন্ধান নিতে হচ্ছে। এ মিলন কিছুতে হ'তে দেওয়া হবে না; (হাত চাপড়াইয়া) কিছুতেই না! (প্রস্থান)

—:*:—

পঞ্চম দৃশ্য ।

(তানাজির কুটীর প্রাঙ্গণ। লছুমীর কুটীর অভ্যন্তর হইতে বাহিরে আগমন)

ল। সারারাত্রি কি দুঃস্বপ্নে কেটে গেল। উঃ! সে কথা ভাব্‌তে বুকের ভেতর কেমন ক'র্‌ছে, এত ক'রে মনকে বোঝাই, মন কিছুতেই যে মানে না। অজয় ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা ক'রেছে, আমার ধর্ম্ম সহায়, তবে আমি কেন চঞ্চল হই।

গান।

সে বিনে আর নাইকো কিছু,
ভয়ে ভয়ে তাই
পরাণ কাঁদিয়া কহে বুঝিবা হারাই ॥
নিশার স্বপন সম
ক্ষণিক এ সুখ মম,
নিমেষে মিলায়ে যাবে,
এভয় সদাই
বুঝি বা হারাই ॥
ভিখারী হৃদয় হায়!
এ সংসারে অসহায়।
ক্ষুধিত তৃষিত সদা
বলে চাই, চাই,
ভয়ে থাকি তাই।

সতত চকিত থাকি,
মুদিতে পারিনা আঁখি,
যদি কভু জেগে দেখি
নাই, নাই, নাই ;
এ ভয় সদাই ॥

যাই কাজ সেরেনি, অজয়কে না দেখ্‌লে এ দুরন্ত মন শান্ত হবেনা।

(দ্বারে করাঘাত)

কেও, দোর খুল্‌ব ? ভয় হয়, চারিদিকে যে বিপদ—দেখি ;

(পুনরাঘাত)

না খুলি, ভগবান্‌ ! তুমি সহায় আছ।

(দ্বার উন্মোচন ও অজয়ের প্রবেশ)

(ছুটিয়া অজয়ের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক)

ল। অজয় ! অজয় ! তুমি সত্যি এসেছ, তবে আমার স্বপ্ন মিথ্যা ?

অ। স্বপ্ন কখনো সত্যি হয়! তুমি যে কাঁপছ, কি হ'য়েছে বল দেখি ?

ল। সে বড় নিষ্ঠুর স্বপ্ন, ব'ল্‌তে আমার বুক কেঁপে উঠে। অনেক কষ্টে তোমাকে পেয়েছি আর হারাতে পার্‌ব না।

অ। কেন হারাবে ? স্থির হ'য়ে সব বল শুনি।

ল। কাল রাত্তিরে অনেক চেষ্টার পর ঘুম এল, স্বপ্নে দেখ্‌লাম বনের ভেতর সেই শিলাখণ্ডে ব'সে আছি, তুমি আর আমি ; থাকৃতে থাকৃতে জলপ্লাবনে বন ডুবে গেল। হঠাৎ শিলাখানা দুই খণ্ড হ'য়ে দুই দিকে ভেসে গেল, তুমি অদৃশ্য হ'য়ে গেলে,

আর আমি সেই অকূল পাথারে পড়ে রইলাম। ভয়ে চেঁচিয়ে উঠ্‌লাম,জেগে দেখি বুকের ভেতর ধড়াস্ ধড়াস্ ক'র্‌ছে। কোনটা সত্যি, কোনটা মিথ্যে, বুঝে উঠতে পারলাম না। ঘুম আর হোলোনা, বাকী রাতটা ব'সে ব'সে শুধু সেই কথাই মনে প'ড়তে লাগ্‌ল। অজয়! অজয়! সে যে কি অসহ্য ব্যাথা তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাব?

অ। (লছুমীকে বক্ষে লইয়া) তুমি যে আমার অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে অতি গোপনে আছ লছুমী? কে আমাদের বিছিন্ন ক'র্‌তে পারে?

ল। তোমার কথা কেমন ক'রে অবিশ্বাস করি, তা হ'লে যে আর কিছুই থাকেনা। তবে আবার বল অজয়! তুমি আমার?

অ। তোমার! তোমার! একান্তই তোমার।

ল। তোমার ওই কথায় নির্ভর ক'রে স্বপ্নকে মন থেকে দূর ক'রে দেব। তুমি জাননা এসংসারে আমাদের কত বিপদ, পদে পদে কত ভয়; তাই মনে হয় কবে কোন অঘটন্ ঘ'টে আমার সুখের ঘর ভেঙ্গে যাবে।

অ। লছুমী! রাজপুত মিথ্যা ব'ল্‌তে জানে না, তোমার কোনো ভয় নেই, তোমাকে আজও স্পর্শ ক'রে বলছি, তুমি আপন ইচ্ছায় আমাকে ত্যাগ না ক'র্‌লে, আমি প্রাণ থাক্‌তে তোমাকে ত্যাগ ক'র্‌ব না।

(কুটীর দ্বারে শম্ভুজীর প্রবেশ)

শ। লছুমী! লছুমী! কার সঙ্গে এতক্ষণ ধ'রে কথা কইছিস্? আমার ভাল লাগ্‌ছেনা।

অ। (অগ্রসর হইয়া) আজ্ঞে আমি অজয়।

শ। অজয়? এস, বাবা এস, তোমাকে দেখে বড় অসময়ে শান্তি পেলাম। এতদিনে বুঝি বিধাতা মুখ তুলে চাইলেন। তোমার মঙ্গল তো?

অ। আজ্ঞে শারীরিক ভালই আছি। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও আপনাদের সন্ধান এতদিন পাইনি; সম্প্রতি সংবাদ পেয়ে এই আস্‌ছি।

শ। কি বল্লে? সন্ধান পেয়ে! তবে কি কেউ আমার সন্ধান পেয়েছে?

অ। আপনি ভয় পাবেন না, যার কাছে থেকে আপনাদের সন্ধান পেয়েছি সে শত্রু নয় আপনার পরম মিত্র।

শ। কে সে?

অ। আমি যাঁর আশ্রয়ে আছি তাঁরই কন্যা।

শ। তাঁর কন্যা! সে আমার সন্ধান কি ক'রে জান্‌লে? নিশ্চয় কারু কাছে শুনেছে?

অ। তার দাসীর কাছে থেকে শুনেছে যে, এক ভিখারিণী মাঝে মাঝে ভিক্ষা ক'র্‌তে যায়, অন্ধ পিতা ছাড়া তার আর কেউ নেই; তারা এ দেশের লোক নয় তাদের বড় দুঃখ। এ কথা শুনে তার কোমল প্রাণ কেঁদে উঠেছে। সে কিছু খাদ্য, বস্ত্র, আর টাকা দিয়ে আমাকে অনুরোধ করে, যেমন ক'রে হোক্ তাদের সন্ধান ক'রে এই জিনিষগুলি দিতে হবে। তার কথা শুনে আমার সন্দেহ হয়, সেই দিন থেকে অনুসন্ধান ক'র্‌তে ক'র্‌তে এই এসেছি।

শ। আমাদের কথা শুনে দুঃখ হয় এমন লোক তবে আছে? আহা! ভগবান্ তার মঙ্গল করুণ, তার সর্ব্ব অভীষ্ট পূর্ণ হোক্, আমি অসহায় অন্ধ তাকে আশীর্ব্বাদ ক'র্ছি।

অ। আপনার আশীর্ব্বাদ তাকে জানাব। সে বলেছিল আপনার আপত্তি না থাক্‌লে তাঁদের কাছে গিয়ে থাক্‌লে খুব যত্ন ক'রে রাখ্‌বে।

শ। না, না, অজয়! সে হবেনা—বালাজি থাকৃতে আমার শান্তিতে বাস করা হবেনা।

অ। আমি অনেক চেষ্টা ক'রেও তার কোনো খোঁজই পেলাম না।

শ। আমি নিতান্তই হতভাগা, জীবন থাক্‌তে প্রতিশোধ নিতে পারলাম না। কিন্তু লছুমী মা আমার! শপথ ভুলিস্‌নে যেন? আর বৎস অজয়! তোমার প্রিয়তমা ভগ্নী ও ভগ্নীপতির হত্যার প্রতিকারের ভার তোমারই উপর রইল; একাজ না ক'র্‌লে হত্যার পাপ তোমাকে স্পর্শ ক'র্‌বে।

অ। আপনি অত বিচলিত হবেন না। আমরা যদি বা পাপীর উচিত শাস্তি দিতে না পারি, ধর্ম্ম আছে। সে দুরাত্মা বেঁচে থাক্‌লে একদিন তার দণ্ড অবশ্যই পাবে। কিন্তু আমার বিশ্বাস সে বেঁচে নেই।

শ। বল কি? বেঁচে নেই? আছে—আছে; আমি জানি সে আছে; আমি অহরহ অনুভব ক'রছি সে আমার কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে, আমার আরও সর্ব্বনাশ ক'র্‌বে। হায়! হায় বৎস! ধর্ম্ম কি আছে?

(কপালে করাঘাত)

অ। আপনি নিরাশ হবেন্ না। সে বেঁচে থাক্‌লে আপনার ইচ্ছা অবশ্য পূর্ণ হবে। ধর্ম্ম নেই ব'ল্‌বেন্ না, ধর্ম্ম স্মরণ ক'রেই মনে বল সংগ্রহ করুন। আমি চেষ্টায় রইলাম্, আপনার সমস্ত দুর্দ্দশার প্রতিশোধ নেবার অবসর পেলে কখনই ভুলবনা।

শ। আমার নিরাশা সাগরে তুমি একমাত্র ভেলা, অন্ধকারে তুমিই আলো। বৎস! আজ ষোল বৎসর ধ'রে এই দুর্ব্বহ জীবন বহন ক'রছি, ধৈর্য্য কি আর আছে? আমি বুঝতে পারছি আমার পথ ফুরিয়ে এসেছে আর দেরী নেই, কিন্তু তার আগে আমার একমাত্র আকাঙ্ক্ষা যেন পূর্ণ হয়; তুমি তার সহায়তা কোরো।

অ। যে আজ্ঞে, আজ তবে বিদায় হই আবার শীগ্‌গিরই আস্‌ব।

শ। এস বাবা! ভগবান তোমার মঙ্গল করুন্। লছ্‌মী যা মা! অজয়কে পৌছে দিয়ে আয়, দোর বন্ধ করিস, বুঝলি—ভুল না হয়।

(কুটীরে পুনঃ প্রবেশ)

ল। আবার কবে তোমার দেখা পাব?

অ। এবার যেখানে তোমাকে প্রথম পেয়েছি, সেই যায়গাটী আমার বড় প্রিয়। কাল সন্ধ্যার পূর্ব্বে তুমি যেও, আমিও যথাসময়ে আস্‌ব; তারপর একদিন বনরাণীকে হৃদয়ের রাণী ক'রে নিয়ে যাব।



দ্বিতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

(বন পথ—মাধবের প্রবেশ।)

মা। এ যে ক্রমেই গভীর বন দেখ্‌তে পাই। সকালে দেখ্‌লাম্ অজয় বাবু এই পথেই এলেন, আর কোন্ দিকেই বা যাবেন্, পথতো এই এক। যা থাকে কপালে ঢুকে পড়ি, ও বেটীর সন্ধান নিতেই হবে। (গমনোগুত) ও বাবা! যতদূর দৃষ্টি যায় কেবলি আঁধার, শেষটা কি প্রাণ দেব? মড় মড় করে কি রে! বাঘ ভাল্লুক বেরুবে না তো? একটু আড়াল দেয়া যাক্।

(কাষ্ঠভার মস্তকে জনৈক স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

যাক্ বাবা! বুকের ভেতর ধড় ধড়ানি উঠেছিল, এর কাছে পথের সন্ধান নেয়া যাক্। ওরে শোন্ শোন্—(স্ত্রীলোকের নিরুত্তরে গমন) আরে মোলো যা বলি বাত্ শোন্ না।

স্ত্রীলোক। কা বাবু?

মা। ইদার রাস্তা টাস্তা হায়?

স্ত্রী। হাঁ হাঁ হায়।

মা। কোন্ দিকে হায়?

স্ত্রী। এই এনে।

মা। কেনে ?

স্ত্রী। এই সিধা বা—

মা। কোন্ দিক্ গিয়া ব'ল্‌তে পার?

স্ত্রী। এই এনে সিধা রাস্তা বা।

স্বা। আমাকে জরা এগিয়ে দেগা ?

স্ত্রী। নেহি বাবু, আব্ আঁধিয়ারা আয়ল্‌বা, সহর পৌছায়ব কেইসা। (প্রস্থান)

স্বা। আহা কি রাস্তাই বাতালে—এনে বা—এনে বা, কেনে যে বা, তার ঠিক্ নেই, বল্লে সিধা রাস্তা বা। রাস্তা তো অনেক, কেবল আকাঠ জঙ্গল। বাবা এই যদি রাস্তা হয় তো এইবার সিধে চম্পট দি। এই যে আরও কে আস্‌ছে।

(তরকারির বোঝা মাথায় জনৈক পুরুষ ও স্ত্রীলোকের প্রবেশ)

এইবার যোড়ে, দেখা যাক্, চেষ্টার কসুর ক'র্‌বনা। রাম্ রাম্ ভাই।

পুরুষ। (চলিতে চলিতে) রাম্ রাম্।

স্বা। আরে ভাই একটু ঠাহার যাও, একটা বাত্ তো শোনো।

পু। কা বাত্ বাবুজি।

স্বা। কিদার থেকে আস্‌তা হায় ?

পু। উদার সে।

স্বা। কাঁহা সে ?

পু। মেরা ঘর সে।

স্বা। তোমার ঘর কিদার বাপু ?

পু। ইদার, ইদার।

স্বা। আরে বাপু ইদার কিদার ?

পু। আঁখি নেই বা ?

স্ত্রী। আরে যানে দে ভাই, ঘর বাতাকে কা হোয়ি ?

(গমনোদ্যত)

মা। আরে শোনো শোনো, ইদার গাঁও আছে?
পু। হাঁ হাঁ।
মা। তোমার ঘরের নাগিজ?
পু। হাঁ, হাঁ।
মা। গাঁওতে আদ্‌মি হায়?
পু। হাঁ, হাঁ।
মা। ভিক্ষু টিক্ষু হায়?
পু। হাঁ, হাঁ।
মা। কেউ লেড়কী হায়?
পু। বহুত্ বহুত্।
মা। তোমার ঘর বাতায়ে দেগা?
স্ত্রী। কা ঘর ব্‌তাও, ঘর বাতাও, হামরা ঘরসে তোমারি কা মত্‌লব? বড়া বাত্ বাতিয়াওতা—ঘর বাতাও—ঘর বাতাও, আপনা ঘর নেহি বা? এ বাবু চল্ চল্ আব আঁধিয়ারা আওয়ত্‌বা, কা জান্ দেওয়ব। (প্রস্থান)
মা। ও বাবা, এর চোট্ দেখ একবার। পুরুষটাতো হাঁ, হাঁ ক'রে সেরে দিলে, উনি একেবারে উগ্রমূর্ত্তি। সবই সহরের-দিকে চলেছে, এই দিকে কেউ আসে না? তা হ'লে একবার সঙ্গ ধরা যায়। সন্ধ্যেও যে হ'য়ে এল, আর একটু দেখা যাক্। আবার কে আস্‌ছে বুঝি, একে একটু ভদ্র গোছের মনে হচ্ছে; এর কাছে দুটো ভদ্র কথা পাওয়া যেতে পারে। বা: বেড়ে চেহারা যে, দুটো রসের কথাও চল্‌তে পারে, ব'কে ব'কে গলা কাঠ হ'য়ে গেছে। আগে একটু আড়ালে থাকি।
(অন্তরালে প্রস্থান)

(লছুমীর প্রবেশ, অন্যমনস্ক ভাবে শিলাখণ্ডের অভিমুখে অগ্রসর)

মা। (পশ্চাৎ হইতে) ওগো বাছা! বাস্‌রে!

(দ্রুত পলায়ন)

ল। এই তো সেই শিলাখণ্ড, কই অজয় তো নেই? চোখের আড়াল হ'লেই মনে হয় এই হারাই, এই হারাই, একি ভালো? মন আমার, কেন এ অধৈর্য্য; সব সমর্পণ ক'রেছ যদি, তো আশা পথ চেয়ে থাক। চারিদিকে নিস্তব্ধ, সন্ধ্যে আঁধার হ'য়ে এল, তবু ভয় নেই, প্রেম যার অন্তরে জেগে আছে তার ভয় কি?

(অজয়ের দ্রুত প্রবেশ)

অজয়! অজয়!

অ। (লছুমীকে বাহু বেষ্টনে লইয়া) রাণী—আমার রাণী।

ল। তোমাকে না দেখে বড় ভয় হয়েছিল।

অ। কিসের ভয় লছুমী?

ল। তুমি যদি না এস।

অ। লছুমী! যদি জান্‌তে তোমাকে দেখ্‌বার জন্য আমার প্রাণ কি আকুল হ'য়ে থাকে, তা হ'লে এমন্ কথা ব'ল্‌তে না।

ল। অজয়! তোমাকে একেবারে না পেলে মন যে কিছুতেই মানে না, এ বিচ্ছেদ যে অসহ্য!

অ। এ বিচ্ছেদের শেষ হ'য়ে এল, সে দিনের আর দেরী নেই, আজই আমার অভিভাবক্‌কে জানিয়ে দিন স্থির ক'র্‌ব; তারপর বনরাণীকে হৃদয়ের রাণী ক'রে নিয়ে যাব।

ল। শুধু হৃদয়ের ?

অ। না লছুমী ! আমার সমস্ত সংসারের। শয়নে স্বপনে, সকল কর্ম্মে, আমার কর্ম্মের অবসানে, আমার চিন্তায় ধেয়ানে জ্ঞানে, সমস্ত জীবনের অধীশ্বরী তুমি হবে লছুমী ! সে দিনের আর দেরী নেই।

ল। তুমি বাহিরে কাজে ঘুরে বেড়াবে, আমি ব'সে থাক্‌ব তোমার আশায়, শ্রান্ত দেহে ঘরে ফিরে আস্‌বে, আমি তোমার সব শ্রান্তি দূর ক'র্‌ব, তোমার সব ক্ষুধা তৃষ্ণা মিটে যাবে আমার ভালবাসায় ; এওকি সম্ভব ? অজয় ! এত সুখ আমার জন্য সঞ্চিত আছে ?

অ। অসম্ভব কিছু নয়। প্রেমময়ি ! তোমার প্রেমে বিশ্ব জয় ক'র্‌তে পারে আমি কোন্ ছার। এস এই শিলাখণ্ডে ব'সে সুখের ঘর গড়ি।

ল। ওই দেখ, দেখ আকাশে কি ঘন মেঘ জড় হয়েছে। মাঝে মাঝে আমার মনেও অমনি মেঘ জড় হয়, মনে হয় বুঝি প্রলয় ঝড় উঠে সব ভেঙ্গে দিয়ে যাবে।

অ। ওই দেখ লছুমী ! বাতাসে কেমন মেঘগুলিকে ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। দেখ, দেখ, মেঘ কেটে ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হ'য়ে যাচ্ছে। আমাদের মেঘও এমনি কেটে যাবে, বিশ্বাস হচ্ছে লছুমী ?

ল। বিশ্বাস ! অজয়, তুমি ভিখারিণীর আশা, ভরসা, বল, বুদ্ধি, সব ; তুমি বল্লে সবই বিশ্বাস ক'র্‌তে হবে।

অ। আমার সমস্ত জীবনের অধীশ্বরী হ'য়েও ভিখারিণী তুমি !

ল। যে দিন সে সাম্রাজ্য পাব সেদিন আর ও কথা ব'লব না; তার আগে পর্য্যন্ত আমি ভিখারিণী বইকি অজয়? একবার আমার মনের ভেতর খুঁজে দেখ, সেখানে কেবলি দৈন্য, কেবলি হাহাকার, যতদিনে এ হাহাকার না ঘুচ্‌বে, ততদিন আমি ভিখারিণী।

অ। তোমার সব দৈন্য, সব হাহাকার নিমেষে দূর ক'রে দেব, এত প্রেম আমার আছে। লছুমী! সেদিনের আর দেরী নেই, তখন্ বুঝবে রাজপুত কখনো ছলনা করে না।

ল। সেই তো আমার ভরসা, তা নইলে কি সাহসে এ দুস্তর বাসনা-সাগরে ঝাঁপ দিয়েছি!

অ। ভালই করেছ। এই বাহু বল্ তোমার নির্ভর, আমার প্রেমই তোমার চিরদিনের আশ্রয়; ভয় নেই, ভয় নেই লছুমী! শ্রান্ত দেহ তোমার বিশ্রামে ডুবিয়ে দেব, অশান্ত মন চির শান্তিতে মগ্ন হবে; সে দিনের আর দেরী নেই রাণী!

ল। তোমার কথা যখন্ শুনি তখন্ মন সবল হ'য়ে উঠে, মনে হয় সত্যি সেদিন আস্‌বে।

অ। আস্‌বে, আস্‌বে, অধীর হোয়োনা, আর এক সপ্তাহ অপেক্ষা কর, তারপরে, লছুমী! তারপরে?

ল। তারপরে কি অজয়?

অ। তারপর আমাদের প্রেমের সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হ'বে; আমরা দুটীতে একমনে এক প্রাণে দিবানিশি প্রেমের দীপ জ্বেলে পূজো কর'ব। (দুই হাতে লছুমীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক।)

চেয়ে দেখ রাণী! আমার চোখের ভিতর দিয়ে হৃদয়ের অন্তস্তল অবধি দেখ, সন্দেহ হচ্ছে?

ল। না অজয়! সন্দেহ আর নেই, আজ আমার সব দৈন্যের অবসান হ'ল।

অ। তবে চল তোমাকে ঘরে রেখে ফিরে যাই, আবার কাল আস্‌ব, দুজনে কাল তোমার পিতার আশীর্ব্বাদ নেব।

ল। (উভয়ে চলিতে চলিতে) এতদিন মাঝে মাঝে মনে হ'ত সবই যেন ভুল। একদিন সহসা প্রভাতে উঠে দেখ্‌ব, স্বপ্নের মত সব ভেঙ্গে গেছে; কিন্তু আজ বুঝেছি মিথ্যা নয় সবই সত্যি, জীবনটা সুধুই আনন্দময়। অজয়! প্রিয়তম! তাই বল্‌ছি আমার জন্য এত সুখ কোথায় সঞ্চিত ছিল?

অ। চিরদিন এমনি আনন্দময়ীরূপে আমার অন্তরে বিরাজ ক'র্‌বে।

(উভয়ের প্রস্থান)

(মাধবের প্রবেশ)

মা। বাস্‌রে! প্রেমের কি দৌড়, একেবারে সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত তৈরী হ'য়ে গেল! দুটীতে মুখোমুখী হ'য়ে, প্রেমের দীপ জ্বেলে, বসে থাকাও হোলো; তারপর আশীর্ব্বাদ, বিয়ের দিন পর্য্যন্ত ঠিক! ওরে বাপু! একটু র'য়ে স'য়ে, র'য়ে স'য়ে, এই মাধব শর্ম্মা থাক্‌তে সেটী আর হচ্ছেনা। এখন্ সর্ব্বাগ্রে এই বিয়েটা ভাঙ্গ্‌তে হবে। অজয় বাবু বল্‌বার আগেই গণপৎ বাবুর কাছে খুব লম্বা চওড়া বক্তৃতা ঝাড়তে হবে; তারপর কৌশলে মেয়েটাকে সরিয়ে দেওয়া। দ্বিতীয়তঃ একটা জাল দলীল

চাই; সেই দলীলে অজয় বাবু রাজী হন্ ভাল, তা নইলে তাঁকেও পার ক'র্‌তে হবে; তাতে আর্ ভয় কি? যাঁহাতক বাহান্ন, তাঁহাতক তিরিশী; উপায় তো হাতের পাঁচ। বাঃ বাঃ (ইতস্ততঃ অবলোকন পূর্ব্বক) বালাজি ভাই! সাবাস্ তোকে—সাবাস্। তারপর দেশে ফিরে যাওয়া, তখন্ আর বালাজকে পায় কে? ইয়া বাড়ি, ইয়া গাড়ি জুড়ি, কত বেটা বড় লোক মেয়ে নিয়ে পায় গড়াগড়ি ক'র্‌বে। যাক্ রাত হ'য়ে এল, আগে প্রাণটাতো বাঁচাই। (প্রস্থান)

-০ঃ*ঃ০-

২য় দৃশ্য।

(গণপৎ বাবুর বাহিরের ঘর, গণপৎ বাবু কাজে প্রবৃত্ত, মাধবের প্রবেশ)

মা। আপনার সঙ্গে একটা বিশেষ আবশ্যকীয় কথা আছে, একটু সময় ক'র্‌তে হবে।

গ। আমার সময় বড় নেই, তবে তুমি কি ব'ল্‌তে চাও শুন্‌লে ব'ল্‌তে পারি, এখন্ সময় হবে কি না।

মা। এই আপনার কন্যা গৌরী দেবীর সম্বন্ধে দু একটা কথা ব'ল্‌বার আছে।

গ। (উৎসুক ভাবে) গৌরী সম্বন্ধে? কি বল দেখি?

মা আপনি গৌরীদেবীর বিবাহ সম্বন্ধে কিছু চিন্তা করেছেন কি?

গ। চিন্তা আর কি ক'র্‌ব? সেতো এক প্রকার স্থিরই আছে।

স্মা। বটে, বটে, তা বেশ; বেশ, আমি আপনার অন্নেই প্রতিপালিত, আপনার পরিবারের ভাল মন্দে আমিও আছি, কি স্থির ক'র্লেন্ একবার শুন্তে পাইকি?

গা। আমি স্থির করেছি অজয়ের হাতেই গৌরীকে দেব, যোগ্যতর পাত্র আমার সন্ধানে তো নেই।

স্মা। একেবারে মনস্থির করেছেন?

গা। ভগবানের ইচ্ছা থাক্‌লে এ সম্বন্ধই স্থির থাক্‌বে, তোমার এ বিষয় কিছু বক্তব্য আছে না কি?

স্মা। আমি আর কি বল্‌ব বলুন্। আপনি পরম জ্ঞানী লোক, আপনার মত বুদ্ধিমান্ কই আমিতো আর দেখিনি। আপনি যদি বিবেচনা ক'রে দেখে থাকেন্ যে, এ বিবাহের ফল ভাল হবে, তাহ'লে আমার আর কোনো কথাই নেই।

গা। ফল ভাল না হবার সম্ভাবনা খুবই কম্। অজয়কে ছেলেবেলা থেকে আমি জানি, তার বাপ আমার বিশেষ বন্ধু ছিলেন; অজয়ের বিরুদ্ধে বল্‌বার কিছুই নেই।

স্মা। স্নেহঅন্ধ, আপনি স্নেহবশতঃ ভ্রান্ত হ'তেও পারেন, আপনার যে বিশ্বাস আছে সকলের সে বিশ্বাস না থাক্‌তেও পারে। তাই বল্‌ছি, যে কাজ করবেন্ ভাল ক'রে ভেবে চিন্তে করাই ভাল। তবে আপনি অতি বিজ্ঞ বিচক্ষণ লোক, আপনাকে আমি আর কি বল্‌ব।

গা। ভেবে চিন্তেই কর্‌ছি। একদিন নয়, দুদিন নয়, অনেক দিন ভেবেছি। গৌরীর জন্মের পরই আমার স্ত্রীর অভিমতে দুই জনে এই সম্বন্ধ স্থির করেছিলাম, অমর বাবুকেও বলেছিলাম,

তিনি কোনো আপত্তি করেন্ নাই, বরং উৎসাহ প্রকাশই করেছিলেন। আজ তাঁরা নেই কিন্তু তাঁদের ইচ্ছা পূর্ণ কর্‌ব সঙ্কল্প করেছি, কেউ বাধা দিতে পার্‌বেনা।

মা। কেউ না ?

গ। কেউ না। শোনো মাধব, তুমি অনেক দিন অজয়ের বিরুদ্ধে অনেক কথা ব'লেছ। আমি এতদিন নীরবে শুনেছি কিছু বলিনি ; কিন্তু আজ তোমাকে স্পষ্ট ব'ল্‌ছি আর আমি সহ্য ক'র্‌ব না।

মা। ক্ষমা ক'র্‌বেন্, ক্ষমা কর্‌বেন্ মহাশয়, আমি নিতান্তই আপনার অনুগ্রহ প্রার্থী, তার থেকে যেন বঞ্চিত না হই। আপনাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখা আমার কর্ত্তব্য, তাই মাঝে মাঝে দুটো একটা কথা বলি। আমার কথায় কি এসে যায় বলুন্, তবে আজ যা বল্‌ছি নিতান্তই আপনার কন্যার কল্যাণের জন্য।

গ। ভাল, তবে আমিও তোমার কল্যাণের জন্য বল্‌ছি, আমার কন্যার মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি আমার যথেষ্ট দৃষ্টি আছে। তোমার এবিষয়ে কোনো মন্তব্য প্রকাশ ক'র্‌বার কিছু আবশ্যক নেই।

মা। আজ্ঞে—তার আর সন্দেহ কি ? আপনার কন্যার কল্যাণের প্রতি আপনার যেমন দৃষ্টি এমন আর কার আছে বলুন্। আপনি মহৎ লোক ; তবে ভুল ভ্রান্তি সকলেরই আছে তো ? আর একটা কথা, গৌরী দেবী যথেষ্ট বয়োপ্রাপ্ত হয়েছেন, বিবাহ দিতে হ'লে উভয় পক্ষের মতামত জানা আবশ্যক নয় কি ? আমার উপর অসন্তুষ্ট হবেন্ না, আমাকে নিতান্তই কৃপাপাত্র ব'লে জানবেন্।

গ। গৌরীর মত্ আমি বেশ জানি, সে কখনই আমার সঙ্গে অন্যমত্ হবে না, আমার বিশ্বাস অজয়েরও আপত্তি হবে না।

মা। আজ্ঞে—ওইখান্‌টায়—আমার একটু সন্দেহ আছে। আমি যতদুর জানি, অজয় বাবু অন্য স্ত্রীলোককে বিবাহ ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত আছেন, সুতরাং এ বিবাহে তাঁর মত্ না থাকাই সম্ভব।

গ। তুমি কি ক'রে জান্‌লে?

মা। আমি অযথা আপনাকে বিরক্ত ক'র্‌তে আসিনি, যা বল্‌ছি এক অক্ষরও মিথ্যা নয়।

গ। প্রমাণ কিছু দিতে পা'র্‌বে?

মা। হাঁ, প্রমাণ স্বয়ং অজয় বাবুর মুখের কথা। তিনি যে জঘন্য কাজ ক'র্‌তে বসেছেন্, আমার সাক্ষাতে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে অস্বীকার ক'র্‌তে সাহস পাবেন্ না। কারণ আমি স্বচক্ষে তাঁর গতিবিধি লক্ষ্য ক'রেছি, সে স্ত্রীলোকটার সঙ্গে যা কথাবার্ত্তা হয়েছে এই স্বকর্ণে শুনেছি।

গ। মাধব, তোমার ভাষা অতি কটু, অজয় যদি কাউকে বিবাহ ক'র্‌তে চেয়ে থাকে তাতে হানি কি? সে কাজকে জঘন্য কিছুতেই মনে ক'র্‌তে পারিনে। অজয় ইচ্ছে ক'র্‌লে আমি স্বয়ং উৎযোগী হ'য়ে বিবাহ যাতে হয় তাই ক'র্‌ব।

মা। এতদিন অজয় বাবু আপনাকে আর আপনার কন্যাকে যে ছলনা করেছেন, সে কথা কি ভুলে গেলেন?

গ। এ সম্বন্ধেও তোমার সঙ্গে একমত্ হ'তে পার্‌লাম না। আমার কন্যাকে বিবাহ ক'র্‌তে এ পর্য্যন্ত তাকে অনুরোধ করা হয়নি। আমার ইচ্ছা মনেই আছে, কেউ জানে

না। প্রথম থেকেই সে গৌরীকে ছোটো বোনের মত স্নেহ করে, এখনো তার সেই ভাবই আছে, তবে কেন ছলনা বল্‌ছ? অজয় কোনো হেয় কাজ ক'র্‌তে পারে আমার সে বিশ্বাস নেই।

মা। সব কথা শুন্‌লে সে বিশ্বাস থাক্‌বেনা।

গা। ভাল, তুমি যা জান ব'লে ফেল।

মা। অজয় বাবু যে স্ত্রীলোকটাকে বিবাহ ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়েছেন, সে একটা অজ্ঞাতকুলশীল মারাট্টার মেয়ে।

গা। ক্ষতি কি? ভেবে দেখ্‌লে মারহাট্টাতে রাজপুতেতে প্রভেদ কিছুই নেই; ভদ্র হ'লে কুলশীল জান্‌বারও আবশ্যক মনে করিনে। ভালবেসে থাক্‌লে বিবাহ অবশ্য হবে।

মা। আগে সব কথা শুনে নিন্? সেই স্ত্রীলোকটার বাপ্ খুনের দায়ে বনে বনে পালিয়ে বেড়াচ্ছে।

গা। সে কে?

মা। লছমন্ বাবুর হত্যাকারী শম্ভুজী—

গা। তারই কন্যাকে অজয় বিবাহ ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়েছে, এ কথা তোমাকে কে বল্লে?

মা। অজয় বাবু নিজে বলেছেন।

গা। এত লোক থাক্‌তে সে তোমাকেই এ কথা আগে ব'ল্‌তে গেল? বিশ্বাস হচ্ছে না।

মা। আমাকে ঠিক্ বলেন্‌নি, অন্য কাউকে বল্‌ছিলেন্ আমি স্বকর্ণে শুনেছি।

গা। তুমি পাগল হয়েছ, কি ক'রে শুন্‌লে?

স্মা। আমি শম্ভুজীকে বহু পূর্ব্বে জান্‌তাম্। মামাকে হত্যা ক'রে পালাবার পর অনেক দিন তার কোনো সন্ধান পাইনি। সম্প্রতি কিছু দিন হোলো তার দাসীকে সহরে ভিক্ষা ক'র্‌তে দেখে আমার সন্দেহ হয় যে, নিশ্চয় সে কাছাকাছি কোথাও আছে। সেই থেকে অনুসন্ধান ক'র্‌তে লাগ্‌লাম্, দেখ্‌লাম অজয় বাবু ঘন ঘন পুরাতন পল্লীর দিকে যাতায়াত করেন; একদিন গোপনে তাঁর অনুসরণ ক'রে দেখি একটা স্ত্রীলোকের সঙ্গে প্রেমালাপ ক'র্‌ছেন। আলাপ্ শেষ হ'লে দুজনে সেই পল্লীর দিকে চল্লেন্, আমিও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম্; পরে জান্‌তে পেরেছি সেই শম্ভুজীর কন্যা। একদিনের কথায় আপনাকে সংবাদ দিতে আসিনি, আমি রোজই দেখ্‌তে পাই অজয়বাবু গোপনে তার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করেন। কথাগুলি শুনে আপনার কষ্ট হবে সন্দেহ নেই, কারণ আপনি অজয় বাবুকে অত্যন্ত বিশ্বাস করেন আর ভালও বাসেন, কিন্তু না ব'লে উপায় নেই, আমাকে নিতান্তই হিতাকাঙ্ক্ষী ব'লে জান্‌বেন।

প। আমার বিশ্বাস অজয় এ রকম কোনো সংকল্প ক'রে থাক্‌লে অবশ্যই জানা'বে। তার মুখে সব কথা না শুন্‌লে তোমাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারছিনা, তুমি এখন যেতে পার।

স্মা। চোখে দেখ্‌লে বিশ্বাস ক'র্‌বেন তো? আমার সঙ্গে আসুন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দেব।

প। আমি বল্‌ছি প্রমাণের কোনো আবশ্যক নেই, তুমি যাও।

স্মা। যে আজ্ঞে, তবে আমার উপর অসন্তুষ্ট হ'বেন না। নিতান্ত কর্ত্তব্য বোধেই কথাগুলি বলেছি; আমার স্বার্থ এতে কিছু

নেই—বুঝলেন মশায়—স্বার্থ কিছুই নেই। (পরোক্ষে হাসিতে হাসিতে প্রস্থান)

গ। একি সত্য! কিন্তু—অজয় আমার কাছে গোপন ক'র্‌বে কেন? সে তো জানে তার কোনো সদিচ্ছায় কখনো বাধা দিই না। আমার এত দিনের আশালতা ছিন্ন হবে তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু—গৌরী? আহা! অভাগিণী গৌরী যদি মনে মনে কোনো আশা পোষণ ক'রে থাকে? গিরিজাপতি! তুমি বালিকার সহায় হো'য়ো।

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌ। বাবা, বাবা—

গ। (চমকিয়া) কেন মা?

গৌ। তুমি অমন ক'রে ব'সে আছ কেন? তোমার মুখ বিষণ্ণ দেখ্‌লে আমার মন যে কেমন্ করে।

গ। (মুখ ফিরাইয়া) হায়! সরলা বালিকা দুঃখের বার্ত্তা এখনো জানে না।

গৌ। আমার সঙ্গে কথা কইবে না? আমি যদি কোনো দোষ ক'রে থাকি তো ক্ষমা ক'র্‌বে না বাবা?

গ। (কম্পিত কণ্ঠে) না মা, তুমি কোনো দোষ করনি। আমার কাজ আছে একটু বাইরে যেতে হবে, এসে তোমার সঙ্গে অনেকক্ষণ ধ'রে কথা কইব। (প্রস্থান)

গৌ। আজ কি একটা হয়েছে, বাবা আমার সদানন্দ, কথনো মুখ ভার করেন্ না তো? (অজয়ের প্রবেশ)

অ। গৌরী! তুমি এসময় বাইরের ঘরে কেন?

গৌ। তুমি এতক্ষণ কোথায় ছিলে? বাবা একা একা বসেছিলেন।

অ। আমার শরীরটা বড় ভাল লাগ্‌ছিলনা, তাই একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম, তুমি এখানে কি ক'র্‌ছ বল দেখি?

গৌ। তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব, সত্যি ব'ল্‌বে?

অ। আমারও কিছু ব'ল্‌বার আছে, অনেকদিন থেকে ব'ল্‌ব ব'ল্‌ব ভাবছি। কিন্তু তুমি কি ব'ল্‌বে আগে শোনা যাক।

গৌ। আজ বাবার কি হয়েছে ব'ল্‌তে পার? মুখ বড় বিষণ্ণ দেখলাম, আমার সঙ্গে ভাল ক'রে কথা কইলেন না, আমার মন বড় খারাপ হয়েছে। বাবা আমার উপর রাগ করেন নি তো?

অ। এই কথা? কি হয়েছে জানিনে; তবে তোমার উপর রাগ করা অসম্ভব; তোমার সে ভয় নেই!

গৌ।. তার জন্যে আমার ভয় কিছু নেই। আমার মনে হোলো কোনো কারণে বাবা মনে বড় কষ্ট পেয়েছেন। আমার সঙ্গে কথা কইতে গলা যেন কেঁপে উঠলো, মুখ ফিরিয়ে রইলেন।

অ। কত কি হ'তে পারে। তুমি ছেলে মানুষ জাননা তো, সংসারে কত. দুঃখ অশান্তি আছে। কারু কাছে কোনো অশুভ সংবাদ শুনে থাক্‌বেন।

গৌ। এখন্ আমার মনে হচ্ছে মাধব বাবুই এর গোড়া। তিনি অনেকক্ষণ ধ'রে বাবার সঙ্গে কথা কইছিলেন, তার পরই তাঁর এরকম ভাব দেখ্‌লাম।

অ। (স্বগতঃ) মাধব বাবু সকাল বেলা আমার দিকে চেয়ে যেন বিদ্রূপ ক'রে বল্লে, "কি কুমারজী আজ কোন্ দিকে হাওয়া

খেতে যাওয়া হবে" ? সেই আমার কথা কিছু ব'লে থাক্‌বে। গণপৎ বাবু আমাকে এত ভালবাসেন্ আমার বিরুদ্ধে কিছু শুন্‌লে কষ্ট পাবেন বিচিত্র কি ?

গৌ। তুমি কি ভাব্‌ছ ? আমাকে ব'ল্‌বে না ?

অ। আমি ভাব্‌ছি মাধব বাবু রাত্ ক'রে কি কাজে এসেছিল ?

গৌ। আমি তার আসা যাওয়া একটুও ভাল বাসিনে, যখনই আসেন তোমার নিন্দে করেন্, বাবাও কিন্তু অসন্তুষ্ট হন্ আমি জানি। আজ আমি বাবার কাছে আস্‌ছিলাম, হঠাৎ মাধব বাবুর মুখে তোমার নাম শুনে বাইরে দাঁড়ালাম, অন্যের কথা লুকিয়ে শুন্‌তে নেই জানত ? তাই চ'লে গেলাম, সেই থেকে আমার মন্‌টা বড় খারাপ হয়েছে।

অ। আচ্ছা, আমি খোঁজ ক'রে দেখ্‌ব কি হয়েছে, তোমাকে জানাব, অনেক রাত্তির হয়েছে তুমি এখন্ বাড়ির ভেতর যাও।

(গৌরীর প্রস্থান)

অ। মাধব বাবু নিশ্চয় আমার বিবাহ সম্বন্ধে কিছু বলেছে। কিন্তু সে কি ক'রে জান্‌লে ? ও লোকটার ভেতর কি একটা রহস্য আছে, বুঝে উঠ্‌তে পারিনে। ওর ওই বক্র কুটীল দৃষ্টিটা আমার আদবে ভাল লাগে না। আমি তো জ্ঞাতসারে ওর কোনো অনিষ্ট করিনি ; ও কেন সর্ব্বদাই আমার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ? এর কি কারণ থাক্‌তে পারে ? ঠিক, ঠিক, লছমন বাবুর আত্মীয় ব'লে পরিচয় দিয়েছিল আমি বিশ্বাস করিনি, এইতো এক অপরাধ ; কিন্তু—গণপৎ বাবুর মন আমার উপর বিরূপ ক'রে ওর কি লাভ হবে তাতো বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।

যাক্, গণপৎ বাবুকে আজই সব ব'ল্‌ব, আমি জ্ঞাতসারে তাঁর কাছে কোনো অপরাধই করিনি; এক অপরাধ লছ্‌মীকে ভালবাসা, তাঁর যে রকম উদার প্রকৃতি, সব কথা শুন্‌লে নিশ্চয় ক্ষমা ক'রবেন। তবে এতদিন একথা তাঁর কাছে গোপন করাটা ভাল হয়নি।

(গণপৎ বাবুর প্রবেশ)

গ। এই যে অজয়! আজ সারাদিন তোমাকে দেখিনি, কোথা ছিলে বল দেখি?

অ। আজ্ঞে, একটু বেড়াতে গিয়েছিলাম, কোনো কাজ ছিল কি?

গ। কাজ বিশেষ কিছু নয়, তবে গোটা কতক কথা তোমাকে ব'ল্‌বার আছে। অজয়! তোমার পিতার সঙ্গে আমার কি সম্বন্ধ ছিল তুমি জান?

অ। আজ্ঞে জানি বইকি। আমার জননীর মৃত্যুর পর আমাদের জন্য আপনারা যা করেছিলেন, পিতার মুখে সে সব কথা অনেক শুনেছি।

গ। সেই সময় থেকে তোমাদের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা বেশী হয়। তারপর নানা ঘটনা সূত্রে তোম্‌রা দূরে গিয়ে পড়; পুরাতন সম্বন্ধ দৃঢ়তর ক'রবার জন্যই ভগবানের কৃপায় তোমাকে ফিরে পেয়েছি। তোমাকে পেয়ে আমার কি অভাব পূর্ণ হয়েছে একমাত্র গিরিজাপতি জানেন।

অ। আমি নিতান্তই হতভাগা, তাই শিশুকাল থেকে একে একে সব হারিয়েছি, কিন্তু নিতান্ত অসময়ে আপনার স্নেহে

যে আশ্রয় পেয়েছি সেও আমার সৌভাগ্য। পিতার স্নেহ কি রকম জান্‌তাম্ না, যতদিন বেঁচেছিলেন্ তীর্থ ভ্রমনেই কাট্‌ত, তা আপনার কাছে সে স্নেহ পরিপূর্ণ ভাবে পেয়েছি, আপনাকেই পিতা ব'লে জানি।

প। তুমি সত্যি আমার পুত্রের স্থান অধিকার করেছ, তোমার কাছে অনেক আশা করি, তোমার উপর অনেক নির্ভর করি।

অ। সে আপনার অনুগ্রহ, আমি জ্ঞানহীন অবোধ, আমার উপর কতটা নির্ভর ক'র্‌তে পারেন্ জানিনে, তবে ইচ্ছা আছে যতটা সম্ভব আপনার ইচ্ছানুসারে চল্‌ব।

প। তোমার কথায় বড় সুখী হ'লাম্। আজ একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌ব; জিজ্ঞাসা ক'র্‌বার আবশ্যক হবে পূর্ব্বে কখনো ভাবিনি, বিশেষ কারণ বশতঃ আজই না ব'লে পারলাম্ না। কিন্তু আগে বল আমার কাছে কিছু গোপন কর্‌বেনা?

অ। আপনি প্রতিপালক, পিতা, আপনার কাছে গোপন কর্‌বার আবশ্যক হবে এমন কিছু আছে ব'লে তো আমার মনে হয় না!

প। আমারও সে বিশ্বাস আছে। শোনো বৎস! গৌরীকে তুমি প্রথম থেকে যেরূপ স্নেহ কর, তা দেখে আমার আশা ছিল তোমাদের সে ভালবাসা ক্রমে গভীরতর হবে, কিন্তু আজ মনে হচ্ছে আমার ভুল হ'য়ে থাক্‌বে।

অ। গৌরীকে আর ভাল বাসিনে এ কথা মনে ক'র্‌বার মত কোনো কাজ করেছি কি? অজ্ঞাতসারে কিছু ক'রে থাক্‌লে সে দোষ গ্রহণ ক'রবেন না।

পা। না, না, তানয়, তবে কছুদিন ধ'রে তোমাকে একটু বিমর্ষ আর চিন্তিত দেখ্‌ছি, গৌরীর কোনো কথায় বা কাজে অসন্তুষ্ট হওনি তো ?

অ। আজ্ঞে—সেও কি সম্ভব ?

পা। তোমার কথায় অনেক নিশ্চিন্ত হ'লাম্। এখন্ তবে সাহস ক'রে একটা কথা বলি, আমার অনেক দিনের সাধ গৌরীকে তোমার হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত হই ; বল বৎস ! তোমার কোনো আপত্তি নেই তো ?

অ। (অধোবদনে নিরুত্তর)

পা। অজয় ! নীরব কেন ? মুখ তুলে চাও ; তোমার মনের কথা বল। আমি অসন্তুষ্ট হব ব'লে দ্বিধা কোরোনা। আমি তোমাকে আপন সন্তানের মতন ভাল বাসি, তুমি যাতে সুখী হবে সেটা আমারও সুখের কারণ। যদি গৌরীকে যথেষ্ট ভাল না বাস তাতে হানি কি ?

অ। গৌরীকে ভাল বাসিনে এ কথা বল্লে মিথ্যা বলা হয়। আমি সব হারিয়ে যখন নিঃসঙ্গ অবস্থায় আপনার আশ্রয়ে আসি, গৌরী নিতান্ত বালিকা হ'লেও, একাধারে আমার জননী ভগ্নী সকলের অভাব পূর্ণ করেছিল। তার ঋণ এ জীবনে শোধ ক'র্‌তে পার্‌বনা, কিন্তু—

পা। কিন্তু কি অজয় ! যা ব'লতে চাও অসঙ্কোচে ব'লে ফেল। যদি কোনো যোগ্যতর রমণীকে মনে স্থান দিয়ে থাক, তাতে আমার কিছু মাত্র আপত্তি নেই। আমার কাছে কিছু গোপন ক'র্‌বার দরকার নেই।

অ। অনেক দিন থেকে আপনাকে কয়েকটী কথা ব'ল্‌ব মনে ক'র্‌ছি, অসন্তুষ্ট হবেন্ বলে সাহস পাইনি।

প। কিছু ভয় নেই, কি ব'ল্‌তে চাও বল।

অ। আমি একজনকে বিবাহ ক'র্‌তে প্রতিশ্রুত আছি। আমার ভগ্নী জীবীত থাক্‌তেই মন স্থির করেছিলাম্, তার পর এত বৎসর ধ'রে নানা স্থানে ভ্রমণ ক'রেও সে সঙ্কল্প ত্যাগ ক'র্‌তে পারিনি। আপনি পিতৃতুল্য গুরু, আপনার মনে আঘাত দিতে হোলো, আমার সে অপরাধ গ্রহণ ক'র্‌বেন্ না।

প। বিবাহ কি একেবারে স্থির হয়েছে?

অ। আপনার অনুমতি সাপেক্ষ।

প। সে কার মেয়ে, কোথায় আছে, একবার তাকে দেখ্‌তে পাইনে?

অ। তার পরিচয় দেবার বিশেষ কিছু নেই।

প। তোমার কথা বুঝ্‌তে পারছিনে, তার কি কেউ নেই?

অ। এক মাত্র পিতা আছেন, তাঁর পরিচয় আপাততঃ না দেওয়াই ভাল।

প। পরিচয় না দেওয়া ভাল? সে কি অজয়? যার কন্যাকে বিবাহ ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়েছ, তার পিতার পরিচয় দিতে সঙ্কোচ্ বোধ ক'র্‌ছ?

অ। আজ্ঞে, সঙ্কোচের কারণ কিছুই নেই। জাতিতে ক্ষত্রিয় বটে, কিন্তু এদেশের লোক্ নন্; তবে অনেক দিন এ দেশে বাস ক'রে আমাদের আচার ব্যবহার গ্রহণ্ করেছেন।

প। নিজের দেশ ত্যাগ ক'রে এ দেশে বাস ক'র্‌ছেন কেন?

অ। সে অনেক কথা, ক্রমে সবই জান্‌তে পারবেন্‌, আজ এই পর্য্যন্ত আপনাকে জানিয়ে রাখ্‌ছি যে, দৈব নিগ্রহে পীড়িত হ'য়ে তিনি দেশত্যাগ ক'র্‌তে বাধ্য হয়েছেন।

গ। (সচকিত ভাবে) সর্ব্বনাশ! তবে কি মাধবের কথাই ঠিক।

অ। (আগ্রহ সহকারে) মাধব বাবু আপনাকে কি বলেছেন?

গ। সে বলেছে, তুমি যাকে বিবাহ ক'রতে প্রস্তুত্‌ হয়েছ, তার পিতা নরহত্যা ক'রে, দেশত্যাগী হ'য়ে ঘৃণিত জীবন যাপন ক'র্‌ছে। যে সে হত্যা নয়, তোমারই ভগ্নীপতিকে হত্যা ক'রেছে। অজয়! সত্যবল, তুমি যাকে জীবনের সঙ্গিনী ক'র্‌বে, তার পিতাই তোমার অভাগিনী ভগ্নীর সর্ব্বনাশের কারণ, এ কথা যখন মনে প'ড়বে তখন তোমার জীবন দুর্ব্বহ হবেনা?

অ। লছমন বাবুকে হত্যা তিনি করেছেন এ কথা কে বলেছে?

গ। মাধব বলেছে।

অ। (সক্রোধে) মিথ্যা কথা— (মাধবের প্রবেশ)

মা। মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়।

গ। এত রাত্তিরে বিনা অনুমতিতে এখানে প্রবেশ ক'র্‌বার তোমার কি অধিকার আছে মাধব? তোমার স্পর্দ্ধা ধৈর্য্যের সীমা অতিক্রম ক'রে উঠ্‌ছে।

মা। (যোড় হস্তে)। ক্ষমা ক'র্‌বেন মশায়! আপনি আমাকে অবিশ্বাস ক'র্‌লেন, মনে বড় ব্যাথা পেলাম, তাই আমার সঙ্গী যে সব ঘটনা জানে তাকে নিয়ে এলাম; সেও জানে অজয়

বাবু সেই স্ত্রীলোকটাকে সপ্তাহ কালের মধ্যে বিবাহ ক'র্‌বেন্ কথা দিয়েছেন্।

অ। মাধব বাবু! তোমার অনেক ব্যবসায়ের মধ্যে গুপ্তচরের ব্যবসাও একটী তাতো জান্‌তাম্ না, কিন্তু বৃথা কষ্ট করেছ, আমাকে জিজ্ঞাসা ক'র্‌লেই সব গোল মিটে যেত, প্রমাণ সংগ্রহ ক'র্‌তে অতটা কষ্ট ক'র্‌বার আবশ্যক ছিলনা।

মা। শুন্‌লেন্ মশায়! আমি আগেই বলেছিলাম্, আমার সম্মুখে কোনো কথা গোপন ক'র্‌তে অজয় বাবু সাহস পাবেন্ না।

প। মুখ সাম্‌লে কথা কও, কার কথা কি ভাবে ব'ল্‌ছ? জাননা তুমি আস্‌বার আগেই অজয় আমাকে সব বলেছে।

মা। কি বলেছেন?

প। বলেছে বিবাহ একেবারে স্থির হ'য়ে গেছে, শুধু আমার অনুমতি সাপেক্ষ।

মা। আপনি মত্ দেবার আগে অবিশ্যি ভেবে দেখ্‌বেন্, নরঘাতীর কন্যাকে জ্ঞাতসারে যে বিবাহ ক'র্‌তে পারে, তার অসাধ্য কি আছে?

অ। মিথ্যাবাদী! আবার ওই কথা ব'ল্‌ছ?

মা। সত্য কথা না ব'লে উপায় কি? একটা ঘর নষ্ট হ'য়ে যায়, সেটা রক্ষা করা আমাদের কর্ত্তব্য।

অ। যে কথা ব'ল্‌ছ তার প্রমাণ কিছু দিতে পার্‌বে?

মা। (হাসিয়া) আমি প্রমাণ দিতে পার্‌বনা; বলেন্ কি অজয় বাবু; আমি শম্ভুজীর না জানি কি? একস্থানে জন্ম, একত্র বসবাস ক'রে জান্‌তে বাকি কি?

অ। একস্থানে জন্ম? তুমিই না লছমন্ বাবুর আত্মীয় ব'লে তাঁর বিষয় চেয়েছিলে?

মা। হাঁ—হাঁ—এ দেশেরই লোক বটে, তবে জানেন্ কি—আমার পিতা মাতা আমার জন্মের পূর্ব্বে থেকেই বোম্বাই সহরে বাস ক'র্‌তেন্।

গা। সেটা অসম্ভব নয়, অনেকে ওরকম অন্যত্র বাস করে।

মা। মশায় আমাকে বিশ্বাস করুণ, আমি শম্ভুজীকে বিলক্ষণ জান্‌তাম। স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে লোকটা লক্ষীছাড়া হ'য়ে নানা কুবুদ্ধির আশ্রয় লয়। অনেক চেষ্টা ক'রেও তাকে নিরস্ত ক'র্‌তে পারলাম্ না। লছমন বাবু—আমার মামা—তিনি যখন হাওয়া পরিবর্ত্তন ক'র্‌তে বম্বে যান্, কৌশলে মেয়েটাকে ঘাড়ে চাপিয়া দিয়ে ক্রমে তাঁর সর্ব্বনাশ ক'রে ছেড়ে দেয়।

অ। লছমন বাবু যখন লক্ষী বাইকে নিয়ে আসেন্, তখন তুমি সেখানে ছিলে?

মা। ছিলাম বই কি? সে সব ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছি, তা নইলে এত জোর ক'রে বল্‌ছি?

অ। আচ্ছা বম্বের বালাজিকে জান?

মা। কি বল্লেন? বালাজি? বালাজি—নাম শুনে থাক্‌ব, কিন্তু দেখেছি ব'লে—কই মনে পড়েনাতো।

অ। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, এত জান অথচ বালাজিকে কখনো দেখনি? সেইতো শম্ভুজীর বিশেষ বন্ধু ছিল, তাঁকে সর্ব্বস্বান্ত ক'রে, তাঁরই নাম নিয়ে লছমন বাবু ও আমার ভগ্নীকে হত্যা ক'রে, অবশেষে হত্যার পাপ তাঁরই উপর চাপিয়ে পালিয়ে যায়।

মা। বলেন কি মশায়! এমন কথাতো শুনিনি; সকলে বলে শম্ভুজী হত্যা ক'রে পালিয়েছে, আমি তাই জানি।

অ। তার কারণ, বালাজি প্রথম থেকেই নিজেকে শম্ভুজী ব'লে লছমন বাবুর কাছে পরিচয় দিয়েছিল, কিন্তু আমি জানি তা নয়; লছুমী শম্ভুজীরই কন্যা, যে শম্ভুজী ব'লে পরিচয় দিয়েছিল সে বালাজি। আমার ভগ্নী মৃত্যুর পূর্ব্বে নিজ মুখে আমার কাছে ব'লে গিয়েছেন্ যে শম্ভুজী নির্দ্দোষী।

গ। তা হ'লে এ বিষয়ে আর কোনো সন্দেহই থাক্‌তে পারে না।

মা। মেনে নিলাম শম্ভুজী হত্যা করে নাই, কিন্তু বিখ্যাত কুমার সিংহের বংশোদ্ভব যে অমর সিংহ, তাঁর পুত্রের যোগ্য কি অজ্ঞাত-কুলশীল একটা ভিখারীর মেয়ে? কি বলেন গণপৎ বাবু! এমন কর্য্যের সহায়তা আপনি ক'র্‌বেন?

গ। সে কথাও মিথ্যে নয়, অজয়! তোমার এত বড় বংশের মাথা হেঁট হবে। সমাজ ব'লে একটা জিনিষ আছে যখন, তখন তার মর্য্যাদা রক্ষা করা তোমার ধর্ম্ম।

অ। ধর্ম্ম ব'লে যদি কিছু থাকে তো আমি তাতেই বাধ্য, ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছি, আমি তাদের রক্ষা ক'রব; রাজপুতের কথা ব্যর্থ হ'তে পারেনা, এ কাজে ধর্ম্ম আমাকে ত্যাগ ক'র্‌বেন্ না।

মা। তাদের রক্ষা ক'র্‌বেন এইতো কথা? রক্ষা ক'র্‌বার উপায় তো অনেক আছে, অর্থদ্বারা সাহায্য ক'র্‌তে আপত্তি কি?

গ। তোমার তো অর্থের অভাব নেই? যেমন অভিপ্রায় কর সেই ভাবেই সাহায্য করা যেতে পারে, কি বল মাধব?

অ। অর্থই কি সংসারে একমাত্র অভাব? নিরাশ্রয় সরলা বালিকা, আজীবন অশেষ দুঃখ ভোগ্ ক'রে.আমাকে আশ্রয় ক'রেছে, আমি তাকে ত্যাগ্ ক'র্‌তে পারবনা।

মা। সে যদি আপনাকে ত্যাগ্ করে?

অ। আমাকে ত্যাগ্ ক'র্‌বে? কিসের জন্য?

মা। অর্থ লোভে?

অ। ধিক্ পাপাত্মা! তুমি কি বুঝ্‌বে? যে রমণী শয়নে, স্বপনে, এক চিন্তা, এক ধ্যান নিয়ে আছে, তার কাছে অর্থ অতি তুচ্ছ, আমাকে ভিন্ন সে কিছু জানেনা।

মা। আপনাকে কি আর ব'ল্‌ব, আপনি সংসারে নিতান্তই অনভিজ্ঞ। দৈন্য মানুষকে কি নীচ করে, আপনি কি ক'রে জান্‌বেন্? আমি নিশ্চয় ব'ল্‌তে পারি যথেষ্ট অর্থ পেলে সে আজই আপনাকে ত্যাগ্ ক'র্‌বে।

অ। আমি এ কথা বিশ্বাস করিনে, আমি তার মন জানি, সে কোমল প্রাণ এখনো নীচ স্বার্থে জড়িত হয়নি; অর্থের মোহ, সুখ সম্পদের লালসা তাকে স্পর্শ করেনি; মাধব বাবু! তাকে জান্‌লে তুমিও তাকে অর্থের লোভ দেখাতে চাইতে না।

প। মাধব! অজয় এখনো নিতান্ত বালক, আপনার মন দিয়ে সকলকে বিচার করে, কাউকে অবিশ্বাস ক'র্‌তে জানেনা। আচ্ছা অজয়! তুমি মাধবের কথা বিশ্বাস না কর ভাল, কিন্তু একবার পরীক্ষা করা যাক।

অ। আপনি কি পরীক্ষা ক'র্‌বেন? যে ভালবেসেছে সেই

ভালবাসার মর্ম্ম জানে। আমি জানি লছুমী আমাকে ছাড়া আর কিছু জানে না, এ সংসারে আমার বাড়া তার কিছু নেই।

গা। এ কথা সত্য হ'লে পরম মঙ্গল, কিন্তু মানব মাত্রেরই ভুল ভ্রান্তি আছে, তুমি অজ্ঞাতকুলশীল এক জনকে বিবাহ ক'র্‌বে তাতেও যেন ক্ষতি নেই, কিন্তু তার আগে ভেবে দেখ বিবাহ বন্ধন একদিনের দুদিনের নয়তো, এ চিরজীবনের বন্ধন; একবার ভাল ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখ, যে, তার কাছে তুমি বড়, না অর্থ বড়। যদি নিশ্চিতই জান যে, সে তোমাকে ছাড়া আর কিছু জানেনা, তা হ'লে পরীক্ষা ক'র্‌তে হানি কি? আমি তোমার মঙ্গলাকাঙ্খী, তোমার মঙ্গলের জন্যই ব'ল্‌ছি।

অ। (চিন্তার পর) আপনি যখন কিছুতেই নিশ্চিন্ত হ'তে পারছেন্‌না তখন আমার আপত্তি নেই; কিন্তু কি পরীক্ষা ক'র্‌বেন্ আমার জানা আবশ্যক।

মা। আমি পাঁচশ মোহর নিয়ে গিয়ে তাকে ব'ল্‌ব যে, অজয় বাবুর সঙ্গে তোমার বিবাহ সম্ভব নয়, এই অর্থ লও, আর আজই এস্থান ত্যাগ ক'রে অন্যত্র যাও।

গা। এ কথায় যদি তারা এ দেশ ত্যাগ ক'র্‌তে প্রস্তুত হয়, তাহ'লে জান্‌ব, এ বিবাহ না হওয়াই শ্রেয়; কি বল অজয়?

অ। মাধব বাবু, সাবধানে যেয়ো! এ প্রস্তাব যে ক'র্‌বে লছুমী তাকে পদাঘাত ক'র্‌বে আমি জানি।

মা। (হাসিয়া) পদাঘাত্ সহ্য ক'রলেও যদি আপনি অব্যাহতি পান্ তো সেটা সৌভাগ্য মনে ক'র্‌ব। (প্রস্থান)

অ। একি ক'র্‌লাম্! কি ক'র্‌লাম্! যে সরল প্রাণে ভালবেসেছে তাকে পরীক্ষা! না জানি ফল কি হবে।

(অধবদনে উপবিষ্ট)

প। অজয়! আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছ? যা ক'র্‌লাম নিতান্তই তোমার মঙ্গল ইচ্ছায়। তোমার লছ্মী যদি অর্থ প্রত্যাখ্যান করে, আমি সর্ব্বাগ্রে সুখী হব, কারণ বুঝব সে তোমাকে প্রকৃতই ভালবাসে, তোমাকে সুখী ক'র্‌তে পার্‌বে; আর যদি সে অর্থের লোভে তোমাকে ত্যাগ করে, তাহ'লে এই খানেই শেষ হওয়া ভাল।

অ। আপনি পিতা, আপনি বন্ধু, আপনি আশ্রয় দাতা, যা ক'র্‌লেন আমার মঙ্গলের জন্য বিশ্বাস করি; আমার মন চঞ্চল হয়েছে, আজকার মত বিদায় প্রার্থনা করি।

প। যাও বৎস! আশীর্ব্বাদ করি ভগবান্ তোমার মনের ইচ্ছা পূর্ণ করুণ।

——:*:——

৩য় দৃশ্য।

(শম্ভুজীর কুটীর সন্মুখ। যোশীর হস্ত ধরিয়া শম্ভুজীর প্রবেশ। নেপথ্যে লছ্মীর গান।)

গান।

মন্‌রে! তুই পাগল হ'য়ে যাস্ কোথা ছুটে,
এই ভুবন ভরা সকল সুধা
আন্‌বি কি লুটে।

শ। ওই শোন্ যোগী! আমার লছুমীর কণ্ঠ, সে না থাক্‌লে আমার ভাঙ্গা কুঁড়ে আঁধার, তাই মা আমার আনন্দময়ী রূপে আস্‌ছে। (লছুমীর গান গাহিতে গাহিতে প্রবেশ)

দেখ্‌রে ওই গগণ ভরা কি মধুর হাসি,
শোন্‌রে এই হৃদয় মাঝে কে বাজায় বাঁশি,
(আজ) তারি সাথে হৃদয় কুসুম
উঠ্‌লো কি ফুটে॥
দেখ্‌রে আজ মলয় পবন কোন্ দিকে যে বয়,
(এই) গাছের ফুল আর লতা পাতা কি কথা যে কয়॥
আজ বুঝি তোর সকল বাঁধন
যায়রে যায় টুটে॥
দুঃখের রাত হয়েছেরে ভোর, কিছু নয় ফাঁকি,
আনন্দময় ভুবন যে তোর, চেয়ে দেখ দেখি,
(এই) হৃদয় বীণায় তুলেছে তান্
সকল সুর যুটে॥

শ। লছুমী।

ল। (পিতাকে জড়াইয়া) কেন বাবা!

শ। তোর সমস্ত শরীর কাঁপছে যে, কি হয়েছে বল্ দেখি মা, দুঃখ যার চিরসঙ্গী, কিসুখে তার আনন্দ ধরে না?

ল। বাবা, বাবা, আমার দুঃখ আর নেই, এই ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘরে ব'সেও আমার মত সুখ কার আছে?

শ। এত সুখ কিসের মা! কে স্নেহভরে ডেকেছে, কে আমায় ভিখারিণীকে আদর ক'রেছে?

ল। আমি আর ভিখারিণী নই, আমার আকাঙ্ক্ষার ধন আজ যে পেয়েছি।

শ। (লছুমীকে ত্যাগ করিয়া নিরুত্তরে উপবিষ্ট)

ল। কি ভাব্‌ছ, কথা নেই কেন বাবা!

শ। কি আর ভাব্‌ব, চিরদুঃখিনীর মুখে সুখের কথা শুনে ভয় হয়, নাজানি কি অঘটন ঘ'টে উঠ্‌বে। লছুমী! এসংসার বড় কঠিন স্থান, কারু ছলনায় ভুলিস্‌নি যেন!

ল। ছলনা নয়! ছলনা নয়! তুমি যাঁকে বিশ্বাস ক'র্‌তে বলেছ, যাঁকে দেবতার মত ভক্তি ক'র্‌তে আদেশ করেছ তিনি কি ছলনা ক'র্‌তে পারেন?

শ। কে, অজয়?

ল। হাঁ বাবা! তিনিই।

শ। সে এমন কি দিয়েছে যাতে তোর সব দুঃখ দূর হ'ল?

ল। তিনি আমাকে তাঁর সর্ব্বস্ব দিয়েছেন? আজ পাঁচ বৎসর যাবৎ শয়নে, স্বপনে, যা ধ্যান্‌ ক'র্‌ছি, তাই পেয়েছি, আজ আমি রাজরাণী!

শ। (নিরুত্তর) (হস্তে মস্তক স্থাপন)

ল। শৈশবে একত্র কত ধূলোখেলা করেছি, সেই খেলায় পরস্পরকে কাছে টেনেছিল, কিন্তু তখনো জান্‌তাম না তাঁকে কত ভালবাসি। যখন ধূলোখেলা ফুরিয়ে গেল, তিনি যখন দূরে চ'লে গেলেন, আমার প্রাণ যখন এক অভাবে একেবারে শূন্য হ'য়ে গেল, সেই সময় বুঝ্‌লাম তাঁকে কত ভালবাসি। তার পর বহুকাল পরে সেই ঘোর বিপদের দিনে, জ্ঞান হওয়ার

পর প্রথম চোখ খুলে দেখি সেই আমার চির-বাঞ্ছিত সম্মুখে ; সমস্ত প্রাণ মন ছুটে তাঁকেই জড়িয়ে ধ'রল, মন শান্ত হ'ল, সেই দিন থেকে তাঁরই চরণে আপনাকে সমর্পণ করেছিলাম।

শ। এদুর্ব্বুদ্ধি কেন হ'ল লছুমি! কোথায় অজয়! কুমার সিংহের বংশধর, আর কোথায় ভিখারির কন্যা তুই, তার সঙ্গে তোর বিবাহ যে অসম্ভব ?

ল। এতদিন আমারও সে বিশ্বাস ছিল, কিন্তু অসম্ভব সম্ভব হয়েছে, আর সন্দেহ নেই, তিনি নিজের মুখে বলেছেন্!

শ। কি বলেছে ?

ল। প্রতিজ্ঞা করেছেন্ আমাকেই বিবাহ কর্‌বেন। সে দিনের আর বিলম্ব নেই, এক সপ্তাহ অন্তে আমাদের নিয়ে যাবেন্ ; বিষণ্ণ কেন বাবা! তোমার লছুমীকে আজ আশীর্ব্বাদ কর।

শ। আজ নয়, মাগো! আজ নয়! আমার মন স্থির হচ্ছে না। লছুমি! আমার কাছে বড় দুঃখ পেয়েছিস্? তাই কি সুখের সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিস্? ভগবান জানেন্ তোর অদৃষ্টে কি সুখ আছে।

ল। মিথ্যা সন্দেহে মন্‌কে ক্লেশ দিওনা বাবা! ভেবে দেখ তাঁর কি অভাব আছে যে আমাদের সুখী করতে পা'রবেন না ?

শ। অভাব নেই, সেইতো দুঃখের গোড়া। দুঃখের বার্ত্তা যে জানেনা সে দুঃখিনীর ব্যথা বুঝ্‌বে কি ক'রে মা ?

ল। ওকথা বোলোনা, বোলোনা। তিনি আমাদের জন্য কি না করেছেন ?

শ। অনেক, অনেক করেছে। তাইতো আজ ভাব্‌ছি এত করেছে কেন? কোনো উদ্দেশ্য ছিল না তো? হয়ত তোকে ভোলাবার জন্যই এত করেছে।

ল। না, না, এওকি সম্ভব?

শ। সবই সম্ভব। তুই অবোধ বালিকা, সংসারের কিছুই জানিস্‌নে। মানুষ বড় স্বার্থপর, আপনার মন আপনি জানে না, ক্ষণিক উত্তেজনায় অবলা স্ত্রীলোককে ভুলিয়ে নেয়, অবশেষে ধূলোয় ফেলে চ'লে যায় আর ফিরে চায় না। যতক্ষণ মোহ ততক্ষণ ভালবাসা, মাগো! কাঙ্গালের সর্ব্বস্ব! তোকে এ মোহের গ্রাস থেকে কি ক'রে রক্ষা ক'র্‌ব বল্‌?

ল। কেন কঠিন কথা ব'লছ। তোমার লছুমীর বুকে কত ব্যথা লাগ্‌ছে বুঝ্‌তে পারছনা বাবা! সংসারে সকলেই কি সমান? বল বাবা কি ক'র্‌লে তোমার বিশ্বাস হবে।

শ। যাকে সংসার ছলনা করেছে তার বিশ্বাস কোথায়? পৃথিবী যাকে ত্যাগ করেছে, তার ভাল মন্দ বিচারের অধিকার নেই; কিন্তু আমি জানি দুর্ব্বলের উপর সবলের অত্যাচার চিরন্তন কাল থেকে চ'লে এসেছে। রমণীকে পীড়ন ক'র্‌তে কেউ দ্বিধা করে না। যে পথে অগ্রসর হয়েছিস্‌, সাবধানে পদক্ষেপ করিস্‌ মা! সুধাভ্রমে বিষ পান করিস্‌নে, ক্ষণিক সুখের আশায় চির-দুঃখ ডেকে আনিস্‌নে। অনাথের নাথ তোকে রক্ষা করুন।

ল। ভয় নেই বাবা, অজয় ধর্ম্মসাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছেন্‌, রাজপুত কখনো ধর্ম্ম ত্যাগ করে না।

শ। এক দেশ এক সমাজ হ'লে আমি চঞ্চল হ'তাম না। কিন্তু তার সমাজ তোকে গ্রহণ ক'রবে কেন? তার বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন তোকে অজ্ঞাত-কুলশীল ব'লে ঘৃণা ক'রবে যে; তার বংশ মর্য্যাদা যে পথে দাঁড়াবে, তার পর?

ল। আমরা বন্ধু বান্ধব চাইনে, সমাজ চাইনে, পরস্পরকে পেলেই যথেষ্ট মনে ক'রব। আমাদের সুখ আমাদের কাছে, শুধু তুমি আমাদের জীবনে মহা-আশ্রয়, মহা-শক্তি রূপে বিরাজ ক'রবে।

শ। আমি আর কত দিন? তারপর কি নিয়ে থাক্‌বি? দুঃখে কে অভয় দিবে, বিপদে কে রক্ষা ক'রবে?

ল। তুমি ভুল ক'রছ বাবা—

শ। তাই হোক্—তোর কথা সত্য হোক্, সেই আমার একমাত্র প্রার্থনা। আমি জীবনে বড় দাগা পেয়েছি, তাই কিছুতেই আর বিশ্বাস নেই। যত দিন যাচ্ছে ততই অবিশ্বাস অন্ধকারে জীবন আচ্ছন্ন ক'রে ফেল্‌ছে। সত্য নেই—ধর্ম্ম নেই—মাগো! কিছু নেই।

ল। অধীর হোয়োনা, আমি বিশ্বাসে বল পেয়েছি তুমিও বিশ্বাস কর, ক্রমে বল পাবে, শান্তিও পাবে।

শ। আর ধৈর্য্য নেই; যা কিছু ছিল ক্রমে নিঃশেষ হ'য়ে আস্‌ছে।

ল। যতদিন নিরাশ্রয় ছিলাম্ ততদিন কিছুতেই শান্তি ছিল না, এখন তো আশ্রয় পেয়েছি, এখনো কেন সেই অশান্তি টেনে আন্‌ছ?

শ। ভাল—ভাল—আমি আপনি নিরাশ্রয়, আমার কাছে তোর আশ্রয় কোথায়? আমার শেষ হওয়ার আগে তুই আশ্রয় পাস্ সেই ভাল; আমি আর কত দিন?

ল। আর ব্যাথা দিওনা বাবা! আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে?

শ। তোকে ছাড়া কঠিন হবে, তবু ছাড়্‌তে হবে। ডাক্ যখন্ পড়বে তখন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ছাড়্‌তে হবে। কিন্তু মাগো! আমি ছাড়বার আগে তুই আমাকে ছাড়িস্‌নে যেন?

ল। আমাকেও অবিশ্বাস? শান্ত হও—শান্ত হও বাবা—আজ আর কথায় কাজ নেই, চল কুটীরে গিয়ে বিশ্রাম ক'রবে; অজয় এসে সব বল্লে তোমার মন শান্ত হবে। তাঁকে অবিশ্বাস ক'রতে পারবেনা আমি জানি।

শ। চল্ তবে—কিন্তু বিশ্রাম কোথায়? তাকে যে বহুদিন আগে বিদায় দিয়েছি। (উঠিয়া কন্যার মস্তক আঘ্রাণ করিয়া) চির-দুঃখিনীকে তুমি রক্ষা কোরো প্রভু! আমার দিন ফুরিয়েছে।

ল। বাবা——

শ। মাগো! কেমন ক'রে মন খুলে দেখাব আমার মনে কত কথা উঠ্‌ছে। তবু ভাব্‌ছি আমার অভাবে তুই আশ্রয় পাবি সেও সুখ। তোর সুখ হোক্, দুঃখ হোক্, আমি দেখ্‌তে আস্‌ব না—সেও সুখ।

ল। মৃত্যুর কথা বোলোনা—বোলোনা বাবা—আমাকে ছেড়ে যাবে, এত শিগ্‌গির? তোমাকে ছাড়া যে লছমীর কোনো সুখই সুখ ব'লে মনে হবে না।

শ। না মা! ইচ্ছায় তোকে ছাড়্‌ব না। কিন্তু শোন্ লছুমি! আমার ডাক্ পড়েছে, তুই রাত্রি ঘুমুতে পারিনি। বালাজির মূর্ত্তি আশে পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে, তার সেই নিষ্ঠুর মুখ আর বিদ্রূপের হাসি মনে প'ড়ে এখনো সর্ব্বাঙ্গ কেঁপে উঠ্‌ছে, কত বার যেন স্পষ্ট শুন্‌তে পাচ্ছি, সে ব'ল্‌ছে, "এবার তোর পালা, প্রস্তুত হ।"

ল। ভয় কি বাবা! স্বপ্ন দেখে থাক্‌বে।

শ। না, ভয় আর নেই, আজীবন এতই সহ্য কর্‌লাম, তুচ্ছ প্রাণটার জন্য এত কি ভয়; এতদিন তোকে অনাথ ক'রব ব'লে মৃত্যুকে ভয় করতাম্, এখন সে ভাবনাও নেই। তুই সুখে থাক্‌লেই ভাল।

ল। আমি কি ক'রে তোমাকে সান্ত্বনা দেব। ঘরে বস্‌বে চল, আমি একবার অজয়কে ডেকে আনি; তিনি তোমাকে অভয় দেবেন।

শ। না, না, কাজ নেই—তাকে কোথায় পাবি?

ল। তিনি রোজই আমাদের সংবাদ নিতে আসেন। বনের যেখানটায় আমার সঙ্গে দেখা করেন সেখানে জনপ্রাণী থাকে না, আজও আমার জন্য তিনি অপেক্ষা করবেন্, কথা আছে আমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে আস্‌ব।

শ। তবে যা মা! শিগ্‌গির আসিস্—দেরী করিস্‌নে যেন।

(লছুমীর মস্তক চুম্বন করতঃ বিদায় দান, লছুমীর প্রস্থান)

কেন মনে হচ্ছে আর দেখা হবে না; প্রভু দীনবন্ধু! (হস্তে মস্তক রাখিয়া ক্রন্দন করিতে করিতে কুটীর অভ্যন্তরে গমন)

(যোশীর প্রবেশ)

যো। এতদিন এত দেখলাম কিন্তু প্রভুকে এমন্ কাতর কখনো দেখিনি। লছুমী কি বল্‌ছিল কে জানে! তারপর সে কোথায় গেল? আহা! বাছা রাজার ঝি হ'য়ে ভিখারিণী। মধুসূদন! দিন কি ফেরাবেনা? অন্ধের নয়ন তারা, কাছে থেকে এক মূহূর্ত্ত সর্‌লে সময় আর কাটে না; প্রভুর মুখের দিকে চেয়ে বলি, হরি! তুমি বিপদে রেখ।

(কুটীর দ্বারে করাঘাত)

কেও? লছুমী তো এই গেল সেতো নয়। আর সে অমন্ ক'রে টোকাই বা দেবে কেন?

(পুনরাঘাত)

দোর কি খুলব? না, সাহস হচ্ছে না। আমার মনটাও আজ যেন হাহাকার ক'রছে, কি জানি কি হবে; হরি! বিপদ ভঞ্জন!

(নেপথ্যে) কে আছ; দোর খোলো আমি একটু কাজে এসেছি।

(শম্ভুজীর কুটীর দ্বারে আগমন)

শ। যোশী, দেখ্ দেখি কে কি বলে? সাব্‌ধান্, আগে দোর খুলিস্‌নে।

যো। (গবাক্ষ দ্বারে মুখ বাড়াইয়া) আপনি কে? কি চান?

(নেপথ্যে) অজয় বাবুর কাছ থেকে আস্‌ছি, একটু কাজ আছে।

যো। কি কাজ অনুগ্রহ ক'রে আমাকে বলবেন্ কি?

(নেপথ্যে) অজয় বাবু পাঁচ্‌শ মোহর পাঠিয়েছেন, বলেছেন "শম্ভুজীকে বোলো এই টাকা নিয়ে তার কন্যাসহ শীঘ্র এস্থান ত্যাগ করুক্ নইলে ভাল হবে না।"

শ। (বাহিরে আগমন পূর্ব্বক) যোশী, ও কি ব'ল্‌ছে?

যো। (শম্ভুজীর হস্তে মুদ্রার থলিয়া প্রদান) উনি ব'লছেন্‌ এই পাঁচ্‌শ মোহর কে আপনাকে দিয়েছে।

শ। দোর খুলেদে, ওকে ভিতরে আস্‌তে বল্‌, যা বলবার থাকে আমাকে ব'লে যাক্‌। কিসের টাকা, কে দিয়েছে, ভাল ক'রে শুনতে চাই; (স্বগত) কণ্ঠস্বর যেন পরিচিত, টাকা? টাকা কে দিলে?

(মাধবের প্রবেশ ও শম্ভুজীর নিকট আগমন)

মা। অজয় বাবু আমাকে পাঠিয়েছেন।

শ। কেন? আজ যে তার আস্‌বার কথা ছিল?

মা। তিনি আর আস্‌বেন্‌ না, আমাকে বল্লেন্‌ আপনার কন্যাকে বিবাহ ক'রতে প্রতিশ্রুত ছিলেন্‌, কিন্তু তাঁর মতের পরিবর্ত্তন হয়েছে। ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এই পাঁচশ মোহর পাঠিয়ে অনুরোধ করেছেন, এই টাকা নিয়ে সন্তুষ্টচিত্তে এস্থান ত্যাগ করুন, নতুবা আপনাদের বিপদগ্রস্ত হ'তে হবে।

শ। (মুদ্রার থলিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করতঃ) ধিক্‌—ধিক্‌ তোমার স্বর্ণ মুদ্রায়। কিন্তু তুমি কে?

মা আমি অজয় বাবুর বন্ধু।

শ। (স্বগত) সেই স্বর! সেই স্বর! আমার ভুল হ'তে পারে না। (প্রকাশ্যে) তোমার নাম কি?

মা। আমার নাম মাধব।

শ। আমি অন্ধ, দৃষ্টি শক্তি নেই, আমাকে স্পর্শ ক'রে বল, সত্যই কি অজয় তোমাকে পাঠিয়েছে—না তুমি আপনি এসেছ?

মা। আপনাকে স্পর্শ ক’রে ব’ল্‌ছি তিনিই আমাকে পাঠিয়েছেন, তা ছাড়া আমার স্বার্থ কি আছে ?

শ। স্বার্থ আত্মরক্ষা। (হস্তধারণ পূর্ব্বক) তোমার স্পর্শে আমার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দের সঞ্চার ক’রছে, মনে হচ্ছে তুমি চিরপরিচিত, সত্য বল তুমি কে ?

মা। আমি বাঙ্গালি—বাঙ্গালি—এই দেশে কাজ করি, গণপৎ বাবুর আশ্রয়ে আছি। অজয় বাবুও সেইখানে থাকেন কি না, একত্র বাসে তাঁর সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়েছে, আমার নাম মাধব।

(শম্ভুজীর হস্ত হইতে নিষ্কৃতির চেষ্টা)

শ। (দুই হস্তে দৃঢ়বলে মাধবের হস্ত ধরিয়া) তুমি গণপৎ বাবুর আশ্রয়ে থাক, তুমি অজয়ের বন্ধু! শম্ভুজীর কন্যার সংশ্রবে বিপদ গ’ন্‌ছ না? তোমার নাম মাধব না বালাজি! বালাজি না হ’লেও তার প্রেতাত্মা সন্দেহ নেই, আবার আমার সর্ব্বনাশ ক’র্‌তে এসেছ।

মা। চুপ—চুপ—

শ। রোসো, রোসো, এখন কথা বোলোনা, আগে আমার কথা শুনে নাও; অনেক দিন সে সব কথা এই বুকের ভেতর পাষাণের মত চেপে আছে। আজ তোমার কণ্ঠস্বর শুনে অবধি আমার মন আনন্দে উৎফুল্ল হ’য়ে উঠেছে, মন তোমার দিকে ছুটে যাচ্ছে। বহুদিন পরে সাক্ষাৎ—সত্য বল তুমি সেই কিনা।

মা। আমি মাধব—গণপৎ বাবুর—

শ। (বাধা দিয়া) তুমি কে আমার অন্তরাত্মা ব'লে দিচ্ছে; প্রতারণা ছাড়। আজ তোমাকে শুভক্ষণে পেয়েছি, বন্ধু—বন্ধু! আজ বড় আনন্দের দিন।

মা। আপনার সর্ব্বনাশ আপনি টেনে এননা। ভাল চাওতো হাত ছাড় বল্‌ছি।

শ। ভাল! ভালতো অনেক আগে বিসর্জ্জন দিয়েছি। যে দিন দুধ দিয়ে কালসাপ পুষেছিলাম, সেই দিন থেকে। আর ভয় নেই—ভয় নেই, বন্ধু! তোমাকে কি আর ছাড়তে পারি? যে প্রতিহিংসা আজ ষোলো বৎসর ধ'রে অগ্নিসম অন্তর দগ্ধ ক'রছে, পাষণ্ড! বেইমান! আজ সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ হবে। লছমন বাবু! মা কমলাবতী! তোমরা সাক্ষী আছ, তোমাদের মৃত্যুর প্রতিশোধ আজই নিচ্ছি (সবলে মাধবের কণ্ঠ নিষ্পেষণ)

মা। ছাড়, ছাড় বলছি, প্রাণ বাঁচাতে চাও যদি—ছাড়বেনা—আচ্ছা। (লুকায়িত অস্ত্র নিষ্ক্রমণ)

শ। প্রাণের মায়া—আর না; আজ তোমার এক দিন কি আমার।

মা। তবে দেখ কার দিন— (অস্ত্রাঘাত ও শম্ভুজীর মৃত দেহ ভূতলে পতন)

(দ্রুত যোশীর প্রবেশ)

যো। (উচ্চৈঃস্বরে) রক্ষা কর! রক্ষা কর!

মা। (মুদ্রার থলিয়া লইয়া পলায়ন করিতে করিতে) যাক্ বাবা এটাও আমারি লাভ। (প্রস্থান)

যো। (দ্বারদেশে গমনপূর্ব্বক) কে আছ—ওগো এস এস,

হত্যা—ভীষণ হত্যা। নেই—কেউ নেই, কেউ সাহায্য করবার নেই।

(শম্ভুজীর মৃত শরীরের নিকট জানু পাতিয়া)

হায়! হায় প্রভু! তোমাকে এত দিন এত ক'রে রক্ষা করলাম্ সেকি এই শোচনীয় মৃত্যুর জন্য। যোশী যে তোমার সেবা ছাড়া কিছু জান্ত না; তাকে অকুল সাগরে ভাসিয়ে গেলে? (ক্রন্দন) অভাগিনী লছুমী! তোর সব গেল, আর কে তোকে বুকে ক'রে রাখবে? তাইতো, আমি শোকে মগ্ন হ'য়ে ভুলে গেছি, সে কোথায় রইল? তার কোনো বিপদ হয়নি তো? যাই একবার তার সন্ধান করি। প্রভু—প্রভু একা ফেলে চল্লাম—অপরাধ নিওনা। (চলিতে চলিতে) মধুসূদন! কাঙ্গালের নাথ! তুমি অভাগিনীকে রক্ষা কোরো।

(প্রস্থান)

৪র্থ দৃশ্য।

(গণপৎ বাবুর বাটীর সম্মুখ। গণপৎ বাবুর এবং অজয় সিংহের চঞ্চল পদে ইতঃস্তত ভ্রমণ।)

অ। এখনো আস্‌ছেনা কেন? দিন তো কেটে গেল, আর সংশয়ে থাকৃতে পারিনে। থেকে থেকে মনে হচ্ছে কি ক'রলাম, না জানি কি সর্ব্বনাশ হবে। একবার ভাবি ছুটে

চ'লে যাই, তার পায়ে প'ড়ে বলি লছ্মী! ক্ষমা কর, ক্ষমা কর, আমি নিজের ইচ্ছায় তোমাকে পরীক্ষা ক'রতে চাইনি। সে কি আর আমাকে বিশ্বাস ক'রবে?

(বেগে মাধব বাবুর প্রবেশ)

গ। কি হে মাধব কি সংবাদ?

মা। (অজয়ের প্রতি কটাক্ষ) সংবাদ আর কি? আমি আগেই বলেছি; যেমন প্রস্তাব করা—অমনি স্বীকার—বুড়োর আনন্দ আর ধরে না, দু হাত পেতে টাকার থ'লে নিয়ে বল্লে "আপনি অজয়কে ব'ল্‌বেন্‌ তার এ করুণা জীবনে কখনো ভুল্‌ব না। আজই এ দেশ ত্যাগ ক'রে যাব।"

অ। লছ্মী সেখানে ছিল?

মা। লছ্মী? লছ্মী কে? ওঃ শম্ভুজীর সেই মেয়েটা; সে—হ্যাঁ—সে ছিল বইকি?

গ। সে কি বল্লে? সেও এ প্রস্তাবে স্বীকৃত হ'ল?

মা। বিলক্ষণ—বলেন কি মশায়! পাঁচ্‌শ মোহর! এ লোভ সম্বরণ করা কি সহজ?

অ। মাধব বাবু শোনো। আমি জ্ঞাতসারে তোমার অনিষ্ট চিন্তা কখনো করিনি, তুমি জান যে আমার সমস্ত জীবনের সুখ তোমার সত্য কথার উপর নির্ভর ক'রছে; তুমি ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে বল যা বল্‌ছ সব সত্য?

মা। সব সত্য?

অ। মিথ্যা বল্লে ধর্ম্মে সইবে না জেনে শুনে ব'ল্‌ছ?

মা। মিথ্যা ব'লে আমার কি স্বার্থ সিদ্ধি হবে বলুন।

অ। জানিনে, এ বিবাহে বাধা দিয়ে তোমার কি স্বার্থ সিদ্ধি হ'ল তুমিই জান।

মা। বলেন কি মশায়, এত বড় ঘর মাটী হ'য়ে যায়—একেবারে মাটী—একটা সামান্য ভিখারীর মেয়ে আপনাকে কি ব'লে ভুলিয়েছে জানিনে—সে কি কুমার সিংহের বংশধরের যোগ্য। সমাজটা একেবারে যাহান্নমে যায় যে—জেনে শুনে চুপ্ ক'রে দেখা যায় কি? এই স্বার্থ, তা ছাড়া আর কি বলুন।

অ। সে যাই হোক্ তোমাকে ভদ্রলোকের সন্তান ব'লে জানি, তুমি হিন্দু ব'লে পরিচয় দিয়ে থাক; গিরিজাপতির দোহাই, তুমি সত্য বল।

মা। সত্যই বল্‌ছি, বিশ্বাস না হয় প্রমাণ দেব।

অ। আর প্রমাণে দরকার নেই, তুমি যেতে পার।

(অধোবদনে দণ্ডায়মান)

মা। (যাইতে যাইতে হাসিয়া) বাবা! এই মাধব শর্ম্মার ফাঁদ এড়ায় সাধ্য কার। (প্রস্থান)

গা। (অজয়ের নিকট আগমনপূর্ব্বক মস্তকে হস্ত স্থাপন করিয়া) বৎস! মুখ তোলো, কথা কও, মনকে বৃথা ক্লেশ দিওনা। মিথ্যা যা তা মন্ থেকে দূর ক'রে দেওয়াই ভাল; সত্য যা তা আপনি কাছে আস্‌বে। গত কথা ভুলে যাও।

অ। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। (প্রস্থান)

গা। ওযে পাগলের মত ছুটে বেরিয়ে গেল, কি ক'রে ওকে বোঝাই? গিরিজাপতি! তুমি জান ভাল ক'রলাম কিনা। (কুঠীতে প্রবেশ)

(লছুমীর প্রবেশ)

ল। আশায় আশায় সারাদিন কেটে গেল, কই দেখাতো পেলাম্‌না, কোনো বিপদ হয়নি তো ? কত কথাই মনে হচ্ছে, প্রাণের ভেতর তরঙ্গ ছুটেছে। ব’সে থাকৃতে থাকৃতে একবার মনে হ’ল মাথার উপর দিয়ে বাতাস হাহাকার ক’রে কেঁদে ব’য়ে গেল; গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠ্‌ল। তবু আশায় মন বেঁধে ব’সেছিলাম, তারপর দিনও কেটে গেল; ওদিকে বাবাকে একা ফেলে এসেছি তাঁর জন্যও প্রাণটা কেমন ক’রছে; মাগো! আর যে অপেক্ষা ক’রতে পারিনে। এইতো সেই বাড়ী—দেখি একবার সংবাদ পাই কিনা।

(জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ)

ল। তুমি কি এই বাড়ীর লোক ?

ভৃ। হাঁ, তুম্ কা মাংতা ?

ল। এই বাড়ীতে অজয় বাবু আছেন ব’ল্‌তে পার ?

ভৃ। হাঁ, হায়, উন্‌সে কা মতলব্ ?

ল। একবার দয়া ক’রে যদি খবর দাও তো বড় উপকার হয়।

ভৃ। হামারা কাম্ বা, তোমারা কাম্‌সে যানেকা ফুরসুথ নেই। বড়া হুকুম দেনেওয়ালি, এ ভাই জোয়ালা সিং এ রাণ্ডি কা মাংতা দেখ্‌তো ভাই।

(অন্যের প্রবেশ)

জো। কা হুয়া ভাই, এ কোই ভিখ্ মাংনেওয়ালি হোগা, এতানি বেলা ভিখ্ কোউন্ দেই, আব যাও কাল সুবে কো আনা।

ল। আমি ভিক্ষে চাইনে বাছা, এখানে অজয় বাবু থাকেন, তাঁরই কাছে কাজে এসেছি, তুমি যদি দয়া ক'রে একবার খবর দাও।

জো। আরে কুমারজী আবি কাঁহা বা, কোউন জানে; তো ঠাহর যা, কুমারজী আপ্‌সে আনেসে কাম্ কি বাত্ বোল্‌না।

ল। আর যে দাঁড়াতে পার্‌ছিনে, আমি সারাদিন কিছু খাইনি; সন্ধ্যে হ'য়ে এল, অনেক দূর যেতে হবে, ভিখারিণী ব'লেই দয়া কর বাছা।

সু। আরে ভাই বড়া মিঠা বাত্ বোল্‌নে লাগা, চেহারাভি খপসুরত্।

জো। এ বেটী, কাল সুবে কো আনা তো কুমারজী কো মিল যায়ি।

ল। আমার বড় জরুরী কাজ, তোমার পায়ে পড়ি একবার খবর দাও।

জো। এ ভাই সুজন, তনি দেখ্‌তো ভাইয়া, কুমারজী সাএত কুঠীমে হোগা।

সু। কাম্ বনে তু আপসে যা ভাইয়া, যবসে হাম দুয়ারী দেখে, আর ইস্‌কোভি। (মাধবের প্রবেশ)

মা। সর্ব্বনাশ ক'রলে, এ বেটী সব ঘুলিয়ে দেবে দেখ্‌ছি। দেখা যাক্; এই সুজন সিং, এ কে হায়?

সু। কেয়া জানে বাবু।

মা। ইস্‌কা সঙ্গে কা কথা বোল্‌তা?

জো। এ বাবু, কোই ভিখ্‌মাংনেওয়ালী হোগা, কুমারজীকা সাত্‌ কুছ কাম্‌ বা।

মা। কাম বা—কুমারজীকা সাত? ভিখ্‌মাংনেওআলি কুমারজীকা পাস কি কাম্‌ বা? বেটা আহাম্মক! দেখ্‌তা নেই সয়তানী সন্ধ্যা বখত্‌ আতা হায়? (লছুমীর সভয়ে জোয়ালা সিংএর নিকট সরিয়া দণ্ডায়মান)

জো। নেই—নেই বাবু, সয়তানী থোরাই হায়, গরীব আদ্‌মী এইসা বোল্‌না নেই চাহিয়ে।

মা। আরে মোলো যা, বাত্‌ শুন্‌বি কি নেই। এই সুজন, ইস্কো নিকাল দে, মুনিবকা নিম্‌ক খাস্‌ তো ভালা কাম্‌ কর।

সু। হাম্‌ তো এহি বোল্‌তা বাবু, নেই তো পাকড় কে লে যায়ি? আরে চল্‌, চল্‌, ইদার কুছ নেই মিলি।

ল। (করুণনেত্রে জোয়ালার প্রতি দৃষ্টি)

জো। এ বাবু ইস্‌মে কুছু ধরম নেহি।

মা। থাম্‌, থাম্‌, তোর মুখে ধরমের কথা নাই শুন্‌লাম্‌। সুজন সিং নিকালো আবি—মার ইস্‌কো।

ল। (জোয়ালার প্রতি) ওগো রক্ষা কর—রক্ষা কর, আমি কোনো অপরাধ করিনি।

মা। অপরাধ? অপরাধ আর কি চাই? সয়তানী সন্ধ্যেবেলা ভদ্রলোকের বাড়ী উপদ্রব? বেরো, বেরো ব’লছি—

(প্রহার করিতে উদ্যত)

(গণপৎ বাবুর কুঠীর অভ্যন্তর হইতে বাহিরে আগমন এবং পশ্চাৎ হইতে মাধব বাবুর হস্তধারণপূর্ব্বক)

প। মাধব! তোমার-একি আচরণ? স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুল্‌ছ? ছি! ছি! আমি তোমাকে ভদ্র-সন্তান ব'লে জান্‌তাম।

(জোয়ালা ও সুজন সিংএর প্রস্থান)

(লছুমীর প্রতি)

তুমি কি চাও বাছা?

ল। আমি বড় বিপদে প'ড়ে এসেছি, আমার পিতা পীড়িত তাই আপনার এখানে যে ভদ্রলোকটী থাকেন তাঁকে ডাকৃতে এসেছি।

প। তার নাম কি?

ল। অজয় বাবু।

প। অজয় বাবু? তাকে তুমি জান্‌লে কি ক'রে? তুমি ভিখারিণী দেখ্‌ছি।

ল। আমি ভিখারিণী বটে, অজয় বাবুর অশেষ দয়া, তিনি আমাদের বড় অনুগ্রহ করেন।

প। তোমার নাম কি?

মা। (স্বগতঃ) এই সারলে রে, কি বলে শোনা যাক্।

ল। সকলে লছুমী ব'লে জানে, নাম লক্ষ্মীবাই—

প। তুমিই শম্ভুজীর কন্যা? (স্বগতঃ) এ রূপে অজয় ভুল্‌বে বিচিত্র কি?

ল। সেই বটে।

প। এতক্ষণে বুঝলাম্ তুমি অজয়ের কাছে কি চাও? কিন্তু তোমরা তো তাঁকে ত্যাগ করেছ?

ল। ত্যাগ? কাকে ত্যাগ করেছি?

মা। (স্বগতঃ) আর চুপ ক'রে থাকা চলেনা। (প্রকাশ্যে) মশায়, এ স্ত্রীলোক সাক্ষাৎ মায়াবিনী, অজয় বাবুর মন ভুলাতে এসেছে, একে দূরে ক'রে দেওয়াই ভাল।

ল। (গণপৎ বাবুর প্রতি) আপনি নিষ্ঠুর হবেন না, আপনার অন্তরে দয়া আছে জানি, একবার অজয় বাবুর সঙ্গে দেখা ক'রতে দিন।

মা। আপনি কি ভাব্‌ছেন? বুঝ্‌তে পারছেন্ না, দেখা হ'লেই অজয় বাবুর মন আবার ফিরে যাবে।

গ। চুপ কর মাধব! আমার বিচার আমার কাছে, তোমার কোনো কথা ব'ল্‌বার আবশ্যক নেই। (লছুমীর প্রতি) তুমি অজয়ের কাছে কি চাও?

ল। আমার পিতা তাঁকে নিয়ে যেতে আদেশ করেছেন।

গ। পাঁচ্‌শ মোহর নিয়ে যাকে ত্যাগ ক'রতে স্বীকৃত হয়েছেন, তাকে আবার স্মরণ কেন?

মা। বুঝতে পারছেন না? পাঁচ্‌শ মোহর লাভ, আবার অজয় বাবুকেও বাগাবার চেষ্টা!

ল। কিসের মোহর! কাকে ত্যাগ? দয়া ক'রে স্পষ্ট বলুন্, আমি যে কিছুই বুঝতে পারছিনে, কে মোহর নিয়েছে?

মা। ওরে মিথ্যাবাদিনি, সয়তানি, আমার সম্মুখেই অস্বীকার, এই মাত্র তোর পিতার হাতে পাঁচ্‌শ মোহর গুণে দিয়ে এলাম্, এখন ন্যাকামী হচ্ছে?

ল। ধিক্ মিথ্যাবাদী! তুমি ভদ্রলোক আর আমি সয়তানী!

ম্মা। ওরে বাস্‌রে! এতো বড় সহজ মেয়ে নয়? মশায়, এ সাক্ষাৎ ডাইনী, আর বিলম্ব নয় এই দণ্ডে দূর ক'রে দিন।

ল। (গণপৎ বাবুর প্রতি) আমি এখনই চ'লে যাচ্ছি, তার আগে এক বার দেখা ক'রে যাই, শুধু একটা কথা ব'লে যাই, দোহাই আপনার ভিখারিণীকে ভিক্ষা দিন। (পদতলে পতিত)

গ। বাছা! তোমাকে দেখে দয়া হয়, কিন্তু সত্য ব'ল্‌ছ কি মিথ্যা বুঝতে পারছিনে, তোমরা মোহর নাওনি?

ল। আপনার পা ছুঁয়ে ব'ল্‌ছি, কিসের মোহর, কে নিয়েছে, কিছুই জানিনে। সারা রাত্রি পিতা অনিদ্রায় কাটিয়েছেন, আজ দ্বিপ্রহরে অজয় বাবুর যাবার কথা ছিল, তাঁর পথ চেয়ে সারা দীর্ঘ দিন বন পথে কাটিয়ে, নানা দুশ্চিন্তায় কাতর হ'য়ে আপনার দোরে এসেছি; অনাহারে শরীর অবসন্ন, ভিক্ষা চাই, একবার তাঁকে দুটো কথা ব'লে যাব।

গ। আমি এখন কার কথা বিশ্বাস করি।

ম্মা। আপনাকেও মায়াবিনী ভোলালে দেখ্‌তে পাচ্ছি। আমার কথা মিথ্যা হ'তে পারে, কিন্তু সঙ্গে যারা ছিল তারাও কি মিথ্যা ব'ল্‌বে?

গ। তাইতো এর মীমাংসা কে করে। যাও মাধব অজয়কে একবার সংবাদ দাও, দেখি সে এসে কি বলে। (মাধবের প্রস্থান)

ল। সেই ভাল—সেই ভাল। ভগবান আপনার মঙ্গল করুন। আপনি ভিখারিণীর প্রাণ দিলেন, সকলে দূর ক'রে দিচ্ছিল, আপনার চোখে করুণা দেখেছি। আমাকে রক্ষা ক'রলে ধর্ম্ম আপনাকে রক্ষা ক'রবেন্। (মাধবের প্রবেশ)

মা। অজয় বাবু এলেন না, তিনি বল্লেন্ ওর মুখ আর দেখ্‌বেন না।

ল। (কাঁদিয়া গণপৎ বাবুর প্রতি) দোহাই ধর্ম্ম, আমার কোনো অপরাধ নেই, একবার বুঝিয়ে ব'ল্‌তে চাই যে আমি নির্দ্দোষী।

মা। তাইতো, সেই ফন্দি এঁটেই এসেছ। বাপ টাকাগুলি হাত পেতে নিলেন, আর উনি নির্দ্দোষী বোঝাতে এসেছেন; বড় সুবিধে। বাবু, বলেন তো মেরে পাট্ পাট্ করি।

ল। ধিক্, ধিক্ মানবরূপী পশু! তোমার কি জননী, ভগ্নী নেই, আমার এ লাঞ্ছনা কি তাদের স্পর্শ ক'রবে না। ধর্ম্মরাজ! ধর্ম্মরাজ! এই কি তোমার বিচার?

মা। থাম্ থাম্, ধর্ম্মের ভণিতায় আর কাজ নেই।

গ। মাধব, কেন কটু কথা ব'লে আপনাকে হীন ক'রছ? যাও অজয়কে বল গিয়ে আমি ডাক্‌ছি। (মাধবের প্রস্থান)

ল। মাগো! আর যে সহ্য হচ্ছে না, এ অপমানও সইতে হ'ল? মনে হচ্চে মা ধরণী পায়ের নীচে থেকে স'রে যাচ্ছে, আমাকে একেবারে গ্রাস ক'রে ফেল্লে হানি কি? না, না, বাবা আছেন যে।

গ। (স্বগতঃ) কি সমস্যায় পড়া গেল। একে দেখে মায়া হচ্ছে, ও মুখে কি ছলনা আছে? আহা! ওর সমস্ত দেহ বায়ু স্পর্শে ক্ষীণ লতার মত কাঁপ্‌ছে, ত্রস্ত হরিণীর মত আকুল নয়নে চারিদিকে চেয়ে দেখ্‌ছে। কি ক'রতে কি ক'রব জানিনে, ভয় হচ্ছে অবলাকে ভাসিয়ে চির-অভিশাপ আন্‌ব নাতো? গিরিজা-পতি! তোমার মনে যা থাকে তাই হবে। (মাধবের প্রবেশ) অজয় কোথায়? সে এলনা?

মা। না মশায়, আমি এত ক'রে বল্লাম কিছুতেই রাজী হ'লেন না, বল্লেন " মায়াবিনীকে দূর ক'রে দাও।"

ল। (গণপৎ বাবুর পদতলে পড়িয়া) মিথ্যা কথা—মিথ্যা কথা ; আমি জানি তিনি নিষ্ঠুর নন্,এ কথা কিছুতেই ব'ল্তে পারেন না।

গ। কি ক'রব বল, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাকে টেনে আন্বার অধিকার আমার নেই। তোমাকে ফিরিয়ে দিতে দুঃখ হচ্ছে, কিন্তু গিরিজাপতি জানেন আমার দোষ নেই ! রাত হ'য়ে এল আজ তুমি যাও।

ল। ওগো—আমি যে বড় দুঃখিনী—আমাকে ফিরিয়ে দেবেন না, একবার শুধু চোখের দেখা দেখে যাব।

মা। মশায়, দেখ্ছেন না এটা মায়াবিনী। (গণপৎ বাবুর প্রস্থান)

ল। আমি তোমার কাছে কি দোষ করেছি, আমার সর্ব্বনাশ ক'রে তোমার কোন্ অভীষ্ট সিদ্ধ হ'ল।

মা। দূর হ—দূর হ রাক্ষসী—মায়াবিনী—আমাকে ভুলাতে পারবিনে। (প্রস্থান ও দ্বাররোধ)

ল। (দ্বারে আঘাত করিয়া) অজয়—অজয় ! তুমি ত্যাগ ক'রলে ? তবে দয়াময় ! মৃত্যু দাও ! (মূর্চ্ছা) (যোশীর প্রবেশ)।

যো। সে কি আর আছে, পথে পথে তার কত সন্ধান ক'রলাম কেউ ব'ল্তে পারলে না। এক জন বল্লে ভিখারীর মেয়ে একটী হাকীম বাবুর বাড়ীর দিকে এসেছে ; এইতো হাকীম বাবুর বাড়ী। একি ! এই না লছুমী ! হরি—দীনবন্ধু ! তোমার মনে এই ছিল ; এর প্রাণটুকুও রাখ্লে না ?

ল। (অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায়) উঃ মাগো।

যো। এখনো আছে—এখনো আছে। বাছারে! কে তোর এমন দশা করেছে? ধূলোয় লুটিয়ে কেন মা? (লছ্মীর মস্তক তুলিয়া বক্ষে ধারণ)

ল। (চারিদিকে চাহিয়া বক্ষ চাপিয়া ক্রন্দন)।

যো। ওঠ মা—অনেক রাত্রি হয়েছে যাই চল।

ল। যোশী, যোশী; কোথায় যাব?

যো। ঘরে চল মা।

ল। ঘরে—আর ঘর কেন যোশী? না, না, ভুলে গিয়েছি, বাবা আছেন যে, তবে নিয়ে চল্। (যোশীর স্কন্ধে ভর করিয়া গমন)

যো। (চলিতে চলিতে স্বগতঃ) আহা! হতভাগিনী জানে না, একমাত্র যে বৃক্ষ আশ্রয় ছিল তাও ভূমিসাৎ হয়েছে। (প্রস্থান)

(মাধবের প্রবেশ)

মা। যাক্ মন্‌টা হাল্কা হ'য়ে গেল বাবা—আর বাছাধন এদিকে আস্‌তে পাচ্ছেন্ না, এ পথে কাঁটা। ঘর তো আগেই সাফ্ ক'রে আসা গেছে, তা দেখে আর বাঁচ্‌তে হবে না। বাকী ওই দাসী মাগী, সে দিন ব্যাপার খানা দেখেছিল বোধ হয়; তা ওর কথা বিশ্বাস করেই বা কে, ওর থাকা না থাকা সমান। তবে কিছুদিন চোখ্ দুটো খুলে রাখ্‌তে হবে, বলা তো যায় না, গোখ্‌রো সাপের বাচ্ছা—বিশ্বাস নেই বাবা—ঘরে গিয়ে কাণ্ডখানা দেখে যদি এদিকেই আবার ফোঁস্ ক'রে আসে? আচ্ছা তারও ব্যবস্থা করা যাবে, ওই সুজন সিং বেটাকে পালের গোদা ক'রে কয়েকটাকে তয়ের ক'রে তুল্‌তে হবে; যেখানে ওই চেহারাখানা দেখ্‌বে, আর অমনি মার্,

মার্, কাট্, কাট্, ক'রে উঠ্‌বে, স্ত্রীলোকের প্রাণ তো—অমনি দে চম্পট। তার পর কিছুদিন অজয় বাবুর কাছে থেকে গাঢাকা দিয়ে থাকা যাক্; কাজ চ'ল্‌তে থাক্, তবে আড়াল থেকে, তাই বলি মাধব শর্ম্মা, সাবাস্ তোকে—সাবাস্।

(প্রস্থান)

৫ম দৃশ্য।

(শম্ভুজীর কুটীর প্রাঙ্গণ, শম্ভুজীর মৃত দেহ।
যোশীর স্কন্ধে ভর করিয়া লছুমীর প্রবেশ)।

ল। এ কি হ'ল! সুখ কি দুঃখ কিছুই বুঝতে পারছিনে। শুধু নিরাশার তীব্র ব্যাথা মাঝে মাঝে তরঙ্গের মত আঘাত ক'রছে। সবই যেন দীর্ঘ নিদ্রার দুঃস্বপ্ন। শরীর মন অবসন্ন, থেকে থেকে মনে প'ড়ছে অজয় বলেছে "দূর ক'রে দাও"—উঃ এ কি সত্য? কখনো না, কখনো না—মিথা, মিথ্যা কথা—যোশী, চল্ বাবার কাছে যাই।

যো। (স্বগত?) কি ক'রে বলি, এ যে অমনি পাগল হ'য়ে আছে।

ল। কি ভাব্‌ছিস যোশী! নিয়ে চল্, আমার পা ভেঙ্গে গেছে, নইলে কি তোর ভর্‌সায় থাকি? যোশী—যোশী, কে ভেঙ্গে দিলে? শরীর মন সব—উঃ বাবা, বাবা—আমি এসেছি।

যো। থাম, থাম—একটা কথা আছে মা—মন প্রস্তুত কর।

ল। মন প্রস্তুত? কেন যোশী, আর কি সংবাদ আছে?

যো। আছে মা! সংবাদ শুভ নয়।

ল। শুভ নয়? সে আর নূতন কি? কিন্তু বাবা, বাবা কেন এখনো ডাক্‌ছেন না?

যো। তাঁরই কথা মাগো—

ল। (চক্ষু মুদিয়া) বলে যা—দ্বিধা করিস্‌নে, লছুমীর আর ভয় নেই, মন প্রস্তুত আছে—বাবাকে দেখ্‌তে পাব তো?

যো। দেখ্‌তে পাবে—কিন্তু—

ল। কিন্তু কি? জীবিত কি মৃত? শিগ্‌গির বল যোশী (যোশীর হস্ত বক্ষে রাখিয়া) দেখ্—দেখ্ এযে ফেটে বেরুতে চাচ্ছে।

যো। প্রভু! প্রভু! বাছাকে নিরাশ্রয় ক'রে কোথায় গেলে! কি দিয়ে এর বুক ঠাণ্ডা করি। লছুমি! অভাগিনি! তোমার বাবা—আর নেই।

ল। গেছেন! গেছেন! যাক্—আমার সব গেল—একদিনে। হায় ভগবান! আমার কিছু রাখ্‌লে না? যোশী, আমি যে পিতাকে সুস্থ রেখে গেলাম—এত শিগ্‌গির আমায় ত্যাগ কর্‌বেন স্বপ্নেও ভাবিনি।

যো। সে অনেক কথা ক্রমে ব'ল্‌ছি, আগে চল পিতার শেষ কাজ ক'র্‌বে।

ল। তবে চল্ যোশী। পিতা—পিতা সত্যই আমার দাঁড়াবার স্থান রইলনা। তবু ভাল তুমি চ'লে গেছ, আমার এ লাঞ্ছনা তোমার বজ্র সম বাজ্‌ত, সে দুঃখ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছ সেও ভাল।

যো। বিলাপ ক'রে কি হবে বল মা! মৃত্যু সকলেরই আছে, ধৈর্য্য ধর, পিতাকে একবার শেষ দেখ্‌বে চল।

ল। ধৈর্য্য ধ'রব— কিন্তু যোশী আর কতদিন ?

যো। অধীর হয়োনা, তোমার অনেক কাজ আছে। পিতার মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে হবে।

ল। কি বল্লি ? প্রতিশোধ ? তবে কি পিতাকে—

যো। হত্যা ! হত্যা করেছে। বালাজীর তীক্ষ্ণ ছুরীকার (লছুমীর দুই হস্তে মুখ আচ্ছাদন) আঘাত—স্থির হও আরও শোনো।

ল। বল্—বালাজী কোথায় ?

যো। ছদ্ম বেশে এ দেশেই আছে, তার অপর নাম তারই মুখে শুন্‌লাম—মাধব।

ল। মাধব ? বালাজী মাধব ! যোশী ঠিক বল্ তার নাম মাধব ?

যো। মাধব, সে প্রথম ওই নামে পরিচয় দিয়েছিল, তোমার পিতা তাকে চিন্‌তে পেরেই সর্ব্বনাশ হ'ল ; সে আত্মরক্ষার জন্যই তাঁকে হত্যা ক'রে পালালো।

ল। এখানে এসেছিল কি ক'র্‌তে ?

যো। একটা থলেতে ক'রে পাঁচ্‌শ মোহর নিয়ে এসেছিল, প্রভুর হাতে দিয়ে বল্লে "অজয় বাবু পাঠিয়েছেন, তোমার মেয়েকে বিয়ে ক'র্‌তে পারবেন না, এই টাকা নিয়ে আজই এ দেশ ত্যাগ ক'রে যাও, তা নইলে তোমার বিপদ হবে।"

ল। তারপর ?

যো। তারপর তোমার পিতা তার হাত ধ'রে বল্লেন, "তুমি মাধব না, বালাজী ?" খুব খানিক টানাটানি হ'ল, পালাবার অনেক চেষ্টা করেছিল কিন্তু কিছুতেই যখন নিষ্কৃতি পেলেনা তখন—

ল। থাক্—থাক্—আর বলিস্‌নি, আর বলিস্‌নি। যোশী আমার শোক ক'র্‌বার সময় নেই। পিতার ভস্মাবশেষ স্পর্শ ক'রে শপথ ক'র্‌তে হবে, প্রতিহিংসা—প্রতিহিংসা—লছুমীর দুর্ব্বলতা গেছে যোশী। আর ভয় নেই—আর কাতর হব না।

যো। তবে ওই দেখ লছুমী! তোমার একমাত্র আশ্রয়—স্নেহের আধার—ওই ভূমিতলে। (মুখ আচ্ছাদন করিয়া ক্রন্দন)

ল। (ধীর পদক্ষেপে পিতার নিকট গমন—কিয়ৎকাল নীরবে দণ্ডায়মান—পরে করযোড়ে) প্রভু অনাথের নাথ!—দুর্ব্বলের বল! এ হৃদয় পাষাণ ক'রে দাও। চির লাঞ্ছিত পিতার হত্যার প্রতিশোধ যেন নিতে পারি। (পিতার বক্ষে পতিত)

যো। লছুমী! মা আমার! ওঠ, পিতার শেষ কাজ ক'র্‌তে হবে যে।

ল। (উঠিয়া) তারপর যোশী!

যো। তারপর আমার এই বক্ষে কি তোমার আশ্রয় হবে না মা? আমি তোমাকে বুকে ক'রে অকূল সাগরে ঝাঁপিয়ে প'ড়ব। উপরে আছেন বিপদহারী হরি।

(যোশীর বক্ষে পতন ও মূর্চ্ছা)।



তৃতীয় অঙ্ক।

১ম দৃশ্য।

(গিরিজাপতির মন্দির—পুরোহিত মন্দির দ্বারে বসিয়া ভজন গাহিতে প্রবৃত্ত।)

গান।

আজু ভুবন মোহন রূপে মনমোহে,
যোরূপ দরশ আশে যোগীজন ধাওয়ে॥
অমল ধবল অঙ্গে বিভূতি ভূষণ,
শিরে জটাজুট, মনোহর শোহে॥
হরি নাম গানে প্রেমে মাতোয়ারা,
আঁখ ঢল ঢল ভাঙ্গে বিভোরা।
চিন্তত মানস মম অভয় চরণ,
চিত ভরি আজ হরগুণ গাওয়ে॥

(দলে দলে রমণীগণ পূজার সামগ্রী লইয়া প্রবেশ—মন্দির অভ্যন্তরে গমন ও মাঝে মাঝে সমস্বরে—"হর হর ব্যোম্।")

(গৌরী ও সখিগণের গাহিতে-গাহিতে প্রবেশ—হস্তে ফুলের সাজি)

গান।

অগতির গতি গিরিজা পতি!
জয় জয় শিব শঙ্কর!
কলুষ হরণ, বিপদ বারণ;
জয় জয় হে মহেশ্বর!

যোগীজন গণ, সাধনার ধন ;
নয়ন রঞ্জন, চিত বিমোহন ;
ভকত বৎসল, পতিত পাবন ;
জয় জয় হে শুভঙ্কর !
দ্বারে সমাগত, হের হের নাথ !
তোমারি ভকত, কর আঁখি পাত ;
কৃপার ভিখারি নর নারী যত,
গাহে জয় হে বিশ্বেশ্বর !!

১,২। চল্ ভাই গৌরি ! মন্দিরের ভেতর যাই।

৩,৪। আজ ভাই, বিশেষ ভাবে পূজো ক'রবার দিন।

৫,৬। মনের মতন বর চেয়ে নিস ভাই ?

গৌ। মনের মত বর ? সে কে ?

৭,৮। সে কে জানিস্নি, তবে ব'ল্ব ?

১,২। সে তো ভাই, হাতের কাছেই আছে।

৩,৪। ওলো চুপ কর, চুপ কর, গৌরী রাগ ক'র্বে।

৫,৬। রাগ ক'র্বে কেন লো, সত্যি কথা যা তা সকলেই জানে।

৭।৮। আমরা শুনেছি ভাই, কুমারজীর সঙ্গে তোর বিয়ে হবে।

গৌ। ছি ভাই, ও কথা বলিস্নি।

১।২। দেখিস্, দেখিস্, তার যোগ্য আর কে আছে ?

সকলে। গিরিজাপতির বরে তাই হোক্।

গৌ। গান—

মনেরি বাসনা আমার, জানিছ সকলি,
হে অন্তরযামী !
(মোরা) অতি দীন্, জ্ঞান হীন্
তোমারে কি কব আমি।
বসায়ে হৃদয়াসনে নিভৃতে অতি গোপনে ;
পূজি যাঁরে মনে মনে, চিরদিন যামী।
সকল ধেয়ানে জ্ঞানে, শয়নে কিবা স্বপনে ;
বাসনা চির জীবনে, তারি অনুগামী।
শুন হে গিরিজাপতি ! সে চরণে রাখ মতি ;
অবলার সেই গতি ; সেই হে হৃদয় স্বামী॥

সকলে। চল্ ভাই এবার পূজোর সময় হ'ল।

(সকলের মন্দির অভ্যন্তরে গমন)

(গণপৎ বাবু ও মাধব বাবুর প্রবেশ)

গ। মাধব, এতদিন হ'য়ে গেল, অজয়ের মুখের দিকে আর চাইতে পারি না, তাকে দেখলেই অসহ্য যাতনা হয় ; অজয় আর সে অজয় নেই, ঘুরে বেড়ায় যেন জ্ঞান হারা দিশে হারা। গিরিজাপতি কি তার মনে সান্ত্বনা দিবেন না।

মা। সব হবে, সব হবে, কিছু ভাবনা নেই, ওটা জানেন কি, একটা নেশার মত, এখনো ঝোঁকটা লেগে আছে। সময়ে ঝোঁকটা কেটে গেলেই আপনার অভীষ্ট সিদ্ধ হবে।

গ। আমার অভীষ্ট? সে কি কথা মাধব?

মা। এই আপনার কন্যার সঙ্গে বিবাহটা! তা নইলে আর আপনার এত আগ্রহ?

গ। তোমার কথা শুন্‌লে নিজের উপর ঘৃণা হয়, মনে হয় আমি অতি নীচ স্বার্থপর পশু, আমার স্বার্থসিদ্ধির জন্যই সেই ভিখারিণী বালিকার সর্ব্বনাশ করেছি।

মা। (মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে) আজ্ঞে—সেটা কি একেবারেই মিথ্যা?

গ। ধিক্ পাপ! তুমি কি মনে করেছ আমার স্বার্থসিদ্ধির উপায় খুঁজতে তুমি সহায়তা ক'র্‌ছ?

মা। এক হিসেবে করেছি বইকি। তবে কি জানেন আমার কর্ত্তব্যও তাই, আপনার অনুগ্রহ যাতে সমভাবে থাকে সে চেষ্টা আমার ক'রতেই হবে।

গ। অনুগ্রহ! অনুগ্রহ! বার বার কে সে কথা শুন্‌তে চায়। তুমি ব'ল্‌তে চাও আমাকে সন্তুষ্ট ক'রবার জন্যই এ কাজ করেছ? এই গিরিজাপতির মন্দির সম্মুখে কিছু গোপন কোরোনা, সত্য বল আমার অভীষ্ট সিদ্ধিই তোমার উদ্দেশ্য ছিল?

মা। উদ্দেশ্য? উদ্দেশ্য আমার অনেক ছিল। আপনার অভীষ্ট সিদ্ধি তার মধ্যে প্রধান; অজয় বাবুর ঘরটা মাটী না হয় সেটাও একটা, আর—

গ। আর কি মাধব! তোমার কথা মাঝে মাঝে অবিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছা হয়। মনে হয় কি যেন একটা মতলব আছে।

মা। দোহাই আপনার! এতটা প্রমাণ পেলেন তাও অবিশ্বাস! কোনো মতলবে কিছু করিনি; যা সত্য তাই বলেছি, সমাজস্থ দশ জনার কল্যাণের জন্য যা কর্ত্তব্য তাই করেছি।

প। তবে আমার অভীষ্টসিদ্ধির কথা আর মুখে এনোনা।

মা। না, মুখে আর আন্‌ব না—

প। গিরিজাপতি জানেন, আমার অভীষ্ট সিদ্ধ না হ'য়ে অজয় যদি সুখী হ'ত সেই আমার ভাল ছিল।

মা। তা বইকি, তা বইকি! এ ভাবটা কি সকলের মনে আসে? আপনি মহৎ লোক; তবে কি জানেন অজয় বাবুকেও সাম্‌লাতে হবে তো! ওই বুঝি এইদিকে আস্‌ছেন—আমি স'রে পড়ি।

প। কেন, তোমার ভয় কি?

মা। হাজার হ'লেও আমার উপর মনটা বিগ্‌ড়ে আছে, ভালোয় ভালোয় সব মিটে গেলে তখন আমাকেই বন্ধু ব'লে জান্‌বেন—বুঝলেন কিনা।

প। তবে যাও।

মা। যে আজ্ঞে, (পশ্চাৎ হইতে) একটা কথা, আজ এই উৎসবের দিনে এই গিরিজাপতির মন্দিরেই কথাটা পাড়বেন, বুঝ্‌লেন? গৌরীদেবীর কথাটা ভুলবেন্ না। (প্রস্থান)

প। গৌরীর কথা ভুলব না, এ কথা ভাব্‌লে মনে ক্লেশ উপস্থিত হয়। সত্যি কি আমি আমার অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য এ কাজ করেছি; না, না, অন্তর্য্যামী জানেন তা নয়। গৌরী আজ পূজো দিতে এসেছে, না জানি দেবতাকে কি বাসনা জানিয়েছে,

তার অভীষ্টই পূর্ণ হোক্, আমার কোনো হাত যেন না থাকে। অজয় এদিকেই আস্‌ছে যে, তবে আমিও একটু অন্তরালে থাকি।

(প্রস্থান)

(অজয় সিংহের প্রবেশ, করযোড়ে স্তব পাঠ ও প্রণাম)

ন তাতো ন মাতা ন বন্ধু ন ভ্রাতা,
ন পুত্রো ন পুত্রী ন ভৃত্যো ন ভর্ত্তা ;
ন জায়া ন বিত্তং ন বৃত্তি র্মমৈব,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥
ন জানামি দানং ন চ ধ্যানযোগং,
ন জানামি শাস্ত্রং ন চ স্তোত্রমন্ত্রম্ ;
ন জানামি পূজাং ন চ ন্যাসজালং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥
ভবাব্ধাবপারে মহাদুঃখভীরুঃ,
প্রপঞ্চ, প্রকামী, প্রলোভী, প্রমত্তঃ।
কুমার্গী, কুনিদ্রো হ্যপবুদ্ধঃ সদাহং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥
ন জানামি তীর্থং ন জানামি পুণ্যং,
ন জানামি ভক্তিং লয়ং বা কিমন্যৎ ;
ন জানামি মুক্তিং ন জানামি ভূক্তিং,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥
প্রজেশং মহেশং রমেশং সুরেশং,
গণেশং দিনেশং নিশেশং পরংবা ;

ন জানামি চাণ্যং শরণ্যং ভজামি,
গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং গতিস্ত্বং নমস্তে ॥

(গণপৎ বাবুর নিঃশব্দে প্রবেশ)

গ। অজয় ! আজ বিশেষ দিনে আশীর্ব্বাদ করি তুমি তোমার অভীষ্ট লাভ কর।

অ। অভীষ্ট যা ছিল তা তো স'রে গেছে, এখন চাই শুধু শান্তি, শুধু আনন্দ।

গ। গিরিজাপতির কৃপায় তাই পাবে। দুর্ব্বল মনে কিছুই পাওয়া যায় না, একান্ত মনে বল্ প্রার্থনা কর।

অ। রাজপুতের মনে বলের অভাব নেই, তবে বাসনার শিখা বড় প্রবল, তাতেই মনকে দিবানিশি দগ্ধ ক'রে জীর্ণ ক'রে ফেল্‌ছে। কিন্তু সে যে মিথ্যা ! মিথ্যা ! তাই কায়মনোবাক্যে গিরিজাপতির চরণে সত্য খুঁজতে এসেছি।

(মন্দির অভ্যন্তর হইতে গৌরীর বাহিরে আগমন, পশ্চাতে সখিগণ।)

এঃকি ! এ কে সত্যরূপে আপনি বেরিয়ে এল ! এ যে গৌরী ! গিরিজাপতি ! প্রভু ! একি তোমারই লীলা।

গ। গৌরী ! গৌরী ! পূজো হ'ল মা ?

(গৌরীর সোপান বহিয়া অবতরণ ও পিতার নিকট আগমন।)

গৌ। হাঁ বাবা, আজ নির্জ্জনে মনের সাধে পূজো করেছি, মনের বাসনা সব দেবতার চরণে সমর্পণ করেছি।

গ। (গৌরীর হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বাহু বেষ্টনে লইয়া।)

কি বাসনা মা ?

গৌ। (উর্দ্ধ নেত্রে) গিরিজাপতি জানেন।

গা। গিরিজাপতি! গিরিজাপতি! সরলা বালিকার বাসনা পূর্ণ কোরো। (উভয়ের প্রস্থান)।

অ। একি দেখ্‌লাম! সরলতার প্রতিমূর্ত্তি, প্রেম ও ভক্তির একত্র সমাবেশ ওই মুখে, বিশ্বাসই শক্তিরূপে সমস্ত দেহে বিরাজ ক'র্‌ছে। দেবতার চরণে বাসনা সমর্পণ করেছে! শুনেছি দেবাদিদেব ভক্তিতে বাঁধা, ভক্তের বাসনা বিফল করেন্ না। সরলা বালিকা একমাত্র বিশ্বাসে নির্ভর ক'রে, ভক্তিভরে কি বাসনা দেবতাকে সমর্পণ ক'রে গেল? ওই দৃঢ় অটল দৃষ্টিতে আমার মন কেন বিচলিত হ'ল; যখন প্রাণপণে সত্য খুঁজ্‌ছিলাম, গিরিজাপতি! অন্তর্যামী! কি দেখালে? একেই কি অখণ্ড সত্য, তোমার দান ব'লে নিতে হবে? কিন্তু ও কে? দীনহীন ভিখারিণী, কাতর নয়নে আমার দিকে চেয়ে আছে? মিথ্যা যদি, কেন বার বার ফিরে আসে? (জানু পাতিয়া) প্রভু! দীননাথ! অজ্ঞান মানবের মন অন্ধকারে মগ্ন, তোমারই উপর নির্ভর ক'র্‌ছে। তোমার ইচ্ছা যা তাই পূর্ণ হোক্, তাই পূর্ণ হোক্। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(গণপৎ বাবুর কুঠীর অন্তঃপুর।)

(গৌরী ও রঙ্গিয়ার প্রবেশ।)

গৌ। রঙ্গিয়া, তোর পায়ে পড়ি ছেড়ে দে।

র। এই হ'ল, আর একটু দাঁড়াও লক্ষ্মী দিদি আমার! এই টিপ্‌টী হ'লেই হয়।

গৌ। এত কি কারদানী ক'রছিস্ বল দিকিনি।

র। কারদানী ক'র্‌বনা? জান দিদিজী! আজ কুমারীরা সব ভারি সাজ গোজ ক'রে দলে দলে মহাদেবজীর মন্দিরে আলো দিতে যাবে। আজ কুমারীদেরই পূজোর দিন।

গৌ। কেন রঙ্গিয়া, আজকের দিনে বিশেষ ভাবে কি জন্য পূজো করে?

র। আজকের দিনে গৌরী তার মনের মতন বর পায়।

গৌ। যা বকিস্‌নি, তুই ভারি দুষ্টু, আমি আর তোর সঙ্গে কথা কইব না।

র। এইরে, সব মাটি ক'র্‌লে। শোনো, শোনো দিদিয়া! তোমার কথা বলিনি। পার্ব্বতীর একনাম গৌরী জানতো? সেই তাঁরই কথা ব'ল্‌ছি; আজকের দিনেই তিনি তপস্যায় সন্তুষ্ট ক'রে মহাদেবজীর কাছে বর পেয়েছিলেন।

গৌ। তাই বল্।

র। তা তুমিও যে পাবে না—তা কে ব'ল্‌তে পারে?

গৌ। ফের সেই কথা।

র। যে সাজ হয়েছে, আর যে রূপ খুলেছে, বুঝ্‌লে দিদিয়া, আজ আর চোখ ফেরাতে হবে না।

র। গান—

জিয়া বিকায়ি আজ ওরূপ নেহারি,
(আঁরে) চমকি ঠাহর যায়ি নাগর তুহারি (রে পিয়ারি।)

গৌ। এত কি রূপ দেখ্‌লি রঙ্গিয়া?

র। গান—

সোণেলি তনুয়া পর শুনরে পিয়ারি !
(এহি) নীল বসন তোরি ক্যায়সা মনোহারী
রে পিয়ারি ! ॥

গৌ। বসন ভূষণে কি করে, সেতো বাইরের জিনিষ বাইরে প'ড়ে থাকে।

র। গান—

আঁখিয়ামে কাজল সোহল ভারি
(আরে) চেতন না রহি যব চল আঁখি ঠারি
রে পিয়ারী ॥

গৌ। চোখের চাউনিতে কি সকলের মন পাওয়া যায় ?

র। গান—

এহি গোড়পে পড়ি আকে, সোপ্রেম ভিখারী,
(আরে) বাঁদী রঙ্গিয়া কহে এতনা বিচারি
রে পিয়ারি ॥

গৌ। সে প্রেম ভিখারী কে রঙ্গিয়া ?

র। আছে, আছে, তবে বল্‌ব ?

গৌ। না।

র। আচ্ছা দিদিয়া—যদি আমার কথা সত্যি হয় ?

গৌ। কখনো হ'তে পারে না।

র। বাজী !

গৌ। আচ্ছা বাজী !

র। কি দেবে বল ?

গৌ। কি হ'লে কি দেব রঙ্গিয়া ?

র। এই কুমারজীর সঙ্গে তোমার বিয়ে ঠিক হ'লে কি দেবে ?

(অন্তরালে গণপৎ বাবুর প্রবেশ)

গৌ। এই মোতির মালা।

র। (উচ্চ হাস্য) কেমন, কেমন, মনের কথা টেনে বার করেছি কি না—

(করতালি ও গান)

(আরেঃমেরা) সইয়া ক্যায়সা ছিপাই,
ক্যায়সা ছিপাই আরে ক্যায়সা ছিপাই ॥
ধরম করম সোহি নিশা কি স্বপন,
(আরে) আঁখিয়াকি আলো জিয়াকি বাছাই ॥
হৃদয় কি রতন, দেহ কি ভূষণ,
(আরে) সো চিতমোহন বিনা দুনিয়া হারাই ॥

গৌ। তুই ভারি দুষ্টু, (ক্রন্দন) যা বেরো ব'ল্‌ছি—তোর মুখ দেখ্‌ব না—

গ। কেন মা ! কান্না কেন ?

গৌ। (সচকিত) বাবা যদি শুনে থাকেন—ছি ! ছি !

গ। (নিকটে আগমন পূর্ব্বক) লজ্জা কি ! যদি মনের কথা ব'লেই থাক তাতে দোষ কি ?

গৌ। না বাবা ! রঙ্গিয়ার সঙ্গে দুষ্টুমী ক'র্‌ছিলাম।

প। তাই যেন হ'ল, কিন্তু গৌরী! মনের কথা ব'ল্‌বার সময় কি হয়নি?

গৌ। (লজ্জায় অধোবদন)

প। তোমাকে অন্যের হাতে সমর্পণ ক'র্‌তে বড় দুঃখ পাব, তবু না ক'র্‌লে নয়, সে সময় হ'য়ে এসেছে।

গৌ। কেন বাবা, আমাকে বিদেয় ক'র্‌তে এত ব্যস্ত কেন?

প। বিদায়! বিদায় না মা! তোমাকে স্নেহে প্রেমে বেষ্টিত একটী ঘরের গৃহলক্ষ্মী ক'রে দিতে মন চঞ্চল হয়েছে; তোমাকে যে আদর ক'রে নেবে, সে তোমার যত্ন ক'র্‌বে জানি, কাজেই ভয় কিছু নেই।

গৌ। কে আমাকে আদর ক'রে নেবে? তুমি ছাড়া কে আর আমাকে ভালবাস্‌বে বাবা।

প। আছে, আছে মা! তেমন লোক আছে। তুমি তাকে স্নেহ করুণায় মুগ্ধ করেছ। তোমার মর্ম্ম আমি যেমন জানি, সেও তেমনি জানে। অজয় তোমার অযত্ন ক'র্‌বে না। গৌরী, আমার অনেক দিনের সাধ অজয়ের হাতে তোমাকে দি।

গৌ। তিনি আমাকে নেবেন্ না আমি জানি।

প। কি ক'রে জান্‌লে মা?

গৌ। অনেক দিন আগে আমাকে বলেছিলেন "গৌরী ও ভাব মনে স্থান দিওনা, লোকে কত কি বলে, সব কি সত্য হয়?"

প। তারপর?

গৌ। আমি আর ওকথা মনে আনিনি।

প। তোমার মনে সে সম্বন্ধে কোনো বাসনা নেই?

গৌ। (নিরুত্তর)

প। বল মা! তোমার আপত্তি থাকলে আমার আর কিছু ব'ল্‌বার নেই।

গৌ। আমার আপত্তি? না বাবা! আপত্তি নেই, তবে অসম্ভব ব'লে আমার সে বাসনা গিরিজাপতির চরণে সমর্পণ ক'রে এসেছি।

প। সেই ভাল, তাঁর যা ইচ্ছা তাই পূর্ণ হোক্। কোই হ্যায়?

(ভৃত্যের প্রবেশ)

ভৃ। হুজুর।

প। একবার কুমারজীকে সেলাম দেতো।

ভৃ। যো হুকুম। (প্রস্থান)

গৌ। আমি তবে অন্তরালে যাই, আর বাবা—আমার কথা—

প। কিছু ভয় নেই, তোমার মতামত কিছু প্রকাশ ক'র্‌ব না; তুমি নিশ্চিন্ত মনে গিরিজাপতিকে স্মরণ কর। (গৌরীর প্রস্থান) কি দুঃসাহসে এ কাজে প্রবৃত্ত হ'লাম। যতদিন গৌরী তার মনের ভাব ব্যক্ত করেনি ততদিন আমার ভয় ছিল না। কিন্তু এখন যদি অজয় অস্বীকার করে? না, না, সে হ'তেই পারে না। আজ সকালে গৌরী মন্দির থেকে যখন বেরিয়ে এল, অজয়ের মুখে যে কি ভাব দেখ্‌লাম, সেই থেকে আমার মনে একটু ভরসা হচ্ছে। দেখি গিরিজাপতি যা করেন।

(অজয়ের প্রবেশ)

অ। আমাকে স্মরণ করেছেন?

প। হ্যাঁ, অজয়! তোমাকে একটা কথা ব'ল্‌বার আছে। আজ অন্তঃপুরে একটী দৃশ্য দেখ্‌লাম তোমাকে না ব'লে পারছিনা,

আমার অপরাধ গ্রহণ কোরো না। আজ কুমারীদের পূজার বিশেষ দিন জান? শিব মন্দিরে সন্ধ্যা আরতির দীপ কুমারীরা দিয়ে আসে, তাদের কামনা পূর্ণ হবে ব'লে। আমি গৌরীকে প্রস্তুত হ'তে ব'ল্‌তে আস্‌ছিলাম, অন্তরালে থেকে শুন্‌লাম তার দাসীর সঙ্গে কথা হচ্ছে—এই কামন সম্বন্ধে। গৌরী ব'ল্‌ছিল তার কামনা পূর্ণ হওয়া সম্ভব নয় ব'লে,সে দেবতাকে সব কামনা সমর্পণ করেছে; তার দাসী যখন বল্লে, গিরিজাপতি যদি সে কামনা পূর্ণ করেন তো সেদিন পুরস্কার হিসেবে সে কি দাবী ক'রতে পারে; আমি নিশ্বাস রোধ ক'রে অপেক্ষা ক'রে রইলাম, গৌরী হেসে বল্লে, "আমার মোতির মালা"। অজয় আর কিছু ব'ল্‌ব না—এর বেশী ব'ল্‌বার অধিকার আমার নেই।

অ। এ কথা ব'ল্‌ছেন কেন?

গা। তাও ব'ল্‌ছি। তুমি যে ক্লেশ সম্প্রতি বহন ক'রছ আমি সে বিষয়ে উদাসীন নই, মাঝে মাঝে মনে হয়, আমিই কি তোমার এ মনঃপীড়ার কারণ?

অ। এ ক্লেশের কারণ আমি স্বয়ং, না জেনে না বুঝে অন্ধকারে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, মিথ্যার উপাসনায় দিন কাটিয়ে দিলাম, সেই অনুতাপে এখন জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে উঠেছে। আপনি ক্লেশের কারণ! কখনো না, আপনিই তো আমাকে সত্যের পথে এনে দাঁড় করিয়েছেন।

গা। তবে আরও স্পষ্ট ক'রে বলি বৎস! আমার আর কিছু ব'ল্‌বার অধিকার নেই বল্লাম এইজন্যে, পাছে তুমি মনে কর আমার

অভীষ্ট সিদ্ধ ক'রবার জন্যই তোমাকে সে সম্বন্ধ থেকে বিরত করেছি।

অ। আমাকে এত সন্দেহ? এতদিন আপনার আশ্রয়ে থেকে, এত অবারিত স্নেহ পেয়েও যদি আপনাকে না চিনে থাকি, তো তার বাড়া দুর্ভাগ্য আর কি হ'তে পারে! অপর পক্ষে আমার মনে হয়, আপনি পিতৃতুল্য গুরু, আপনার মনে ক্লেশ দিয়েছিলাম বলেই স্বয়ং বিধাতা আমাকে ভুল দেখিয়ে দিলেন।

গ। ভুল সংশোধনের উপায় কি নেই অজয়?—বল, এমনি ক'রে কি জীবন যাবে? তোমার প্রাণে যে প্রবল প্রেম আছে, যাতে বিশ্ব জয় ক'রতে পারে, সে কি ব্যর্থ হবে? তার যোগ্য কি কেউ নেই? বল—বল! অজয়—বৎস! নিরুত্তর কেন?

অ। আছে।

গ। আছে? কে সে? আমার পরিচিত?

অ। চির পরিচিত। শুধু আমার অন্ধ নয়ন এতদিন দেখ্‌তে পায়নি। আজ বিমল প্রভাতের পবিত্র আলোকে স্বয়ং গিরিজাপতি তাকে সত্য ব'লে দেখিয়ে দিয়েছেন।

গ। সে আমার—

(গৌরীর প্রবেশ—সুসজ্জিত গৌরীর প্রতি অজয়ের দৃষ্টি অচল—গণপৎ বাবু অগ্রসর হইয়া তাহাকে বাহুবেষ্টনে লইয়া অজয়ের প্রতি) গৌরী? এ আমার অতি ক্ষীণ লতিকা, শুধু স্নেহের কাঙ্গাল, তোমার হাতে দিলাম। গৌরী! মা আমার! তোমার জননীর আকাঙ্খা আজ পূর্ণ হ'ল, তিনি লোকান্তর থেকে তোমাদের আশীর্ব্বাদ ক'রছেন, চল মা! আজ শান্তমনে

উৎসবে যোগদান ক'রব। দেবতাকে কামনা সমর্পণ করা সার্থক হয়েছে। চল বৎস অজয়! গিরিজাপতিকে প্রণাম ক'রে আস্‌তে হবে; প্রস্তুত হও। (প্রস্থান)

অ। (এক হস্তে গৌরীর হস্ত) (স্বগত) একি ক'রলাম, রাজপুত হ'য়ে প্রতিজ্ঞাভ্রষ্ট? না, না, সেই তো আমাকে ত্যাগ্ করেছে, সে তো মিথ্যা, তাই স'রে গেছে।

(গৌরীর প্রতি) তবে এস প্রিয়ে! সত্য রূপে তুমি এস, আমার জীবন মরণ সত্যের আলোয় ছেয়ে ফেল।

(রঙ্গিয়ার প্রবেশ)

র। (সেলাম পুর্ব্বক) কার জিত্ দিদিয়া?

গৌ। তোর রঙ্গিয়া, এইনে মোতির মালা।

(সকলের প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

(লছুমীর কুটীরের সম্মুখের পথ।)

(কুটীর দ্বারে লছুমী উপবিষ্ট—যোশী দণ্ডায়মান।)

ল। যোশী, আজ কতদিন ঘরে প'ড়ে আছি।

যো। প্রায় তিন মাস হ'য়ে গেল মা। তোমাকে নিয়ে যে কি ক'রে দিন কেটেছে, এক অন্তর্য্যামীই জানেন। আশে পাশে যারা ছিল, বিপদের দিনে তারা সাহায্য না ক'রলে অন্নাভাবে ম'রতে হ'ত।

ল। সংসারে এখনো দয়া আছে? আছে বই কি। সবই সেই আছে—এই সেই বন—সেই পথ—কিন্তু যোশী, বনের আকর্ষণী শক্তি আর নেই—এ পথের মোহ কেটে গেছে। আকাশ যেন শ্রীহীন, চারিদিকেই মহাশূন্য, এ শূন্য আকাশ আমার মাথায় ভেঙে প'ড়ছে কেন?

যো। কেন মা, তোমার শরীর সবল হ'লে আবার সব তেমনি হবে।

ল। হবে? ঠিক তেমনি হবে? না হ'লেই বা কি ক'রব? যোশী, আশা নিরাশার ভয় আর নেই, বন্ধন কিছুই নেই; কে যেন আমাকে সব বন্ধন থেকে মুক্ত ক'রে, বিশ্ব সংসারে স্বাধীন ক'রে ছেড়ে দিয়েছে—কেন? কে ব'লে দেবে কেন?

(জনৈক বৃদ্ধা ভিখারিণীর প্রবেশ, সহরাভিমুখে যাইতে যাইতে লছুমীকে দেখিয়া দণ্ডায়মান)

বৃ। উঠেছ মা?

ল। হ্যাঁ মা! উঠেছি বই কি। তোমাদের দয়াতেই টেনে তুলেছে, তুমি কোথায় চলেছ?

বৃ। সহরে ভিক্ষার চেষ্টায়।

ল। (স্বগত) সহরে! সেই সহর! (প্রকাশ্যে) সহর কি তেমনি আছে? লোকে তেমনি ভিক্ষা দেয়? বল মা সহরের লোকের এখনো দয়া আছে?

বৃ। আছে বই কি। তা নইলে আমরা গরীব দুঃখী কি বাঁচি।

(প্রস্থান)

ল। তাইতো—বেঁচে থাক্‌তে হয় যে। সমস্ত জগত সংসার দ্বার রুদ্ধ ক'রলেও বেঁচে থাক্‌তে হয়।

(জনৈক পুরুষের প্রবেশ)

কোথা যাচ্ছ ভাই ; তুমিও কি ভিক্ষার আশায় চলেছ ?

পু। নেই, নেই, ভিখ মাংতা থোরাই—হাম্‌রা কাম্ বা—কামকাওয়াস্তে সহর যাতা।

(প্রস্থান)

ল। কাজ ? কাজ আছে তাই যাচ্ছে। সকলেই যাচ্ছে, শুধু আমি ব'সে আছি আশাহীন—কর্ম্মহীন। কেন ? আমাকে কাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছে তাই। কাজ ছিল ছুটে ছুটে যাওয়া, কেন ? তাকে দেখ্‌তে, তার মুখের দুটো মিষ্টি কথা শুনতে, একটু আদর—একটু সোহাগ—তারি জন্যে মনটা লুটিয়ে প'ড়ত তার চরণতলে—ধূলোয়। তার প্রতিদান কি হ'ল ? বল্লে "দূর ক'রে দাও।" উঃ, এও কি সম্ভব ? স্বপ্ন নয় তো ? সেই প্রেম বিহ্বল স্বর এখনো কানে বাজছে—"রাণী ! আমার রাণী।" তার পর না, না, এ সম্ভব নয়—ভুল হয়েছে—ভয়ানক ভুল। (উঠিয়া) নিশ্চয় এ বালাজীর কারসাজি, হয়ত সেও প্রতারিত হয়েছে। তাই— তাই হবে—তাই হবে—আমি মিথ্যা তার দোষ দিচ্ছি—মিথ্যা। তবে আমারও কাজ আছে—এখনো আশা আছে। যোশী ! যোশী ! আমারও সহরে যেতে হবে।

যো। কেন মা ! সহরে গিয়ে কি হবে ?

ল। কাজ আছে—কাজ। তাঁর মুখে শুনে আস্‌তে হবে সত্যি আমাকে ত্যাগ করেছেন কি না।

যো। আর কেন লছুমী ! আবার ফিরিয়ে দিলে প্রাণ বাঁচ্‌বে কি ?

ল। (হাসিয়া) যোশী ! মৃত্যুকে ভয় কি ? এখন যে প্রাণ রয়েছে তা গেলেও দুঃখ নেই। যাব—আমি যাব—আমার মন কিছুতেই মান্‌ছে না। না যোশী বাধা দিস্‌নি।

যো। কেমন ক'রে যাবে মা, তোমার শরীরে কি শক্তি আছে? পা যে চলে না।

ল। তুই নিয়ে চল্ যোশী! গাছ আছে ছায়া দেবে, পথ আছে বস্‌তে দেবে—বাতাস আছে শ্রান্তি দূর ক'রে দেবে—তারা তো দূর দূর ক'রবে না।

যো। তবে চল—(চলিতে চলিতে) মধুসূদন ! তোমার মনে কি আছে তুমিই জান।

চতুর্থ দৃশ্য।

(গণপৎ বাবুর কুঠী সজ্জিত—পথে আলোক মালা।)

(পুরনারীগণের কলসী কক্ষে প্রবেশ ও গান)

আজু মিলি সব নারী,
পানিয়া ভরনেকো চল সখিরি ॥
সুখ বসন্ত আব আনেওয়ালা,
চলে পবন মদে মাতোয়ালা ;
সোহি আনন্দ্‌সে গায়ে কোয়েলা।
আজু নাচব গাওয়ব চিত ভরি।
বিরহ কি রাত আব বীত গয়ি,
আঁখসে আঁখি মিলন হোয়ি,

সোহি দরশ লাগি আকুল সই!
আজু নাচব গাওয়ব চিত ভরি।

(প্রস্থান)

(ধীরে লছুমীর প্রবেশ)

ল। আজ কিসের উৎসব? বাঁশীর সুরে আকাশ ভ'রে গেছে, চারিদিকে আলো—চারিদিকে আনন্দ—শুধু আমার মনে ঝড় ব'য়ে যাচ্ছে। (অশ্রুজল মুছিয়া) আজ বুঝি কার বিবাহ উৎসব। আহা! দুটি প্রাণ আজ মিলনের আশায় উৎফুল্ল হ'য়ে উঠেছে; এমন দিন লছুমীরও ছিল, সে দিন কি আর আস্‌বে? এই বাড়ীতেই উৎসব দেখছি। (গবাক্ষ পানে চাহিয়া চমকিত) এ যে পরিচিত দ্বার? এ বাড়ীতে বিবাহ? কার? (বক্ষ চাপিয়া ধরিয়া উপবেশন)।

(সুজন সিংএর প্রবেশ)

সু। (পদাঘাত করিয়া) সর, সর, দেখ্‌ছিস্ না বর আস্‌ছে।

(নেপথ্যে বাদ্যধ্বনি, বরবেশে অজয়ের প্রবেশ, অন্তরাল হইতে লছুমীর উৎসুক নেত্রে দর্শন)। (গণপৎ বাবুর লোক জনসহ কুঠি হইতে নির্গমন ও অজয়ের হস্ত ধারণপূর্ব্বক)

গ। এস, এস বাবা!

ল। উঃ মাগো! (মূর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতন)

অ। (গৃহে প্রবেশ করিতে করিতে) একি শুন্‌লাম, ঠিক্ যেন সেই স্বর, এ কি বাধা? না, না, মিথ্যা যা, তা তো স'রে গেছে; গিরিজাপতি! তুমি বল্ দাও; তোমারি দান ব'লে, সত্যকে আলিঙ্গন ক'র্‌তে যাচ্ছি। (গৃহ প্রবেশ)

(লছুমীর উঠিয়া উপবেশন ও কাতর ভাবে চতুর্দ্দিক অবলোকন, পরে অন্তরাল হইতে সম্মুখে আগমন।)

ল। একি দেখ্‌লাম ? অজয় বরবেশে! অজয়! (গৃহ দ্বারে দেখিবার চেষ্টা) একি সত্য ? দেখ্‌তে হ'ল। ওইদিকে শঙ্খ ধ্বনি হচ্ছে—একবার চেষ্টা ক'রে দেখি, কিছু দেখতে পাই কি না।

(প্রস্থান।)

(মাধব বাবু ও সুজন সিংএর প্রবেশ)

মা। সুজন সিং, হুসিয়ার—মনে আছে ? বক্‌শিস্—ভারি বক্‌শিস্—মিল্‌বে।

সু। হাঁ, হাঁ বাবু, হুসিয়ার হ্যায়।

মা। আজকের রাতটা—এই বিয়েটা হ'য়ে গেলে—বাস্—

সু। কেয়া ডর বাবু ?

মা। ডর কেয়া জান্‌তা না,সেই সয়তানি বেটি—মনে পড়তা নেই ?

সু। হাঁ, হাঁ—উস্‌সে কা ডর।

মা। ওই ভণ্ডুল করেগা, এই ডর, ওকে ধারে কাছে নাগিজ দেখ্‌লেই—সম্‌ঝা কি না।

সু। হাঁ, সম্‌ঝলিয়া, হাম্ হায়, মারনে কসুর নেই করেগা ; যাও যাও বাবু, কুছ্ ডর্ নেই।

মা। তবে হাম যাতা হায়। (প্রস্থান)

সু। এ তো বড়া কাম খারাবী কিয়া, উদার সব কোই মজা লুঠনে লাগা, আর হাম্ ইদার ঘুম্‌তা ; আরে ভাই এক ভিখ-মাংনেওয়ালি—বড়ি খপসুরত ভাই—উস্‌সে ডর কা। বাবুকা কুছ্ মত্‌লব হ্যায়, আচ্ছা, হাম্‌ভি বাবুসে জরা মত্‌লব

চালায়েগা। বক্‌শিস্ কা মারে হিঁয়া ঠাহারেগা থোরাই। ভিতর বি যায়গা—জরা মজা ভি লুটে গা—ফিন্ ইদার বি আয়গা। আব্ তো চল্‌তা। (প্রস্থান)

(এক হস্ত বক্ষে অপর হস্ত দ্বারা চক্ষু আচ্ছাদন করিয়া লছুমীর প্রবেশ।)

ল। ওঃ—ওঃ—কি দেখ্‌লাম! এ কি দেখ্‌লাম। অজয়ের বিবাহ! কার সঙ্গে? জানিনি। জান্‌বার আবশ্যক আছে কি? অজয় বিবাহ ক'র্‌ছে এই যথেষ্ট। রমণী! রমণী! জাগ, আজ সমস্ত অপমানের কশাঘাত নিয়ে জেগে উঠ। ব্যর্থ প্রেমের ব্যথা তোমাকে পাষাণ ক'রে দিক্; পিতা, পিতা, তোমার লছুমীকে আজ বল দাও, সমস্ত শক্তি সংগ্রহ ক'রে আজ কাজের জন্য প্রস্তত হোক্। কাজ! কাজ! কি কাজ? প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা! কে আস্‌ছে ওই? অজয়! অজয়! না, না, এখন দেখা দেওয়া হবে না। ওহো—হো। (অন্তরালে প্রস্থান)

(অজয়ের প্রবেশ)

অ। একি স্বপ্ন! কেন বার বার সেই কণ্ঠস্বর শুন্‌ছি? মন আমার! শান্ত হও; মিথ্যা যা, তা তো আপনি স'রে গেছে। ওই তো আনন্দ প্রতিমা দেখে এলাম। ললাট চিন্তা শূন্য, নয়নে দিব্য-জ্যোতি, তাকেই তো সত্য ব'লে গ্রহণ করেছি, তবে কেন সেই মূর্ত্তি থেকে থেকে মনে জেগে উঠছে? এ বোধ হয় স্বপ্ন।

(লছুমীর প্রবেশ—অজয়ের অভিমুখে অগ্রসর)

ল। স্বপ্ন নয়! রাজপুত সত্যি আমি এসেছি।

অ। তুমি! তুমি কোত্থেকে এলে?

ল। আমার ভাঙ্গা কুঁড়ে ঘর থেকে? এসংসারে তোমাদের মত ধনী, আর আমার মত ভিখারিণী, সকলেরই স্থান আছে।

অ। তোমার এ রুদ্র মূর্ত্তি কেন?

ল। (হাসিয়া) কেন? তুমি জিজ্ঞাসা ক'রছ কেন? ভাল—

অ। এতদিন কোথায় ছিলে?

ল। যেখানে চিরকাল থাকি। বনে, জঙ্গলে, বৃক্ষতলে; আমার স্থান সর্ব্বত্র, সে কথা জিজ্ঞাসা ক'রবার কি প্রয়োজন?

অ। আমি শুনেছিলাম তোমরা এ দেশ ত্যাগ ক'রে চলে গেছ।

ল। তুমি শুনেছিলে? তাই প্রসন্ন মনে অন্যের গলায় মালা দিয়েছ। রাজপুত্! যে ধর্ম্ম সাক্ষী ক'রে প্রতিজ্ঞা করেছিলে, সে ধর্ম্ম কোথায় রইলো?

অ। লছ্‌মী, তুমিই তো আমাকে ত্যাগ করেছ।

ল। তোমাকে ত্যাগ করেছি—আমি? একথা ব'ল্‌তে তোমার জিহ্বা অসাড় হ'য়ে আস্‌ছে না? তুমি জান এ কথা মিথ্যা! অসম্ভব!

অ। কিন্তু মোহর! পাঁচশ মোহর নিলে কেন?

ল। ধিক্, চুপ কর। মোহর! মোহর! কার মোহর কে নিয়েছে? আমি ভিখারিণী সত্য, কিন্তু অর্থের লোভে ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রতে জানিনে।

অ। আমি কি তবে ধর্ম্ম ত্যাগ ক'রলাম, শোনো—

ল। (কথায় বাধা দিয়া) ধর্ম্ম ত্যাগ করনি? ধর্ম্মের দোহাই দিয়ে শপথ করেছিলে আমাকে ত্যাগ ক'রবে না—সে কথা রেখেছ? তোমার ধর্ম্মে কি চুরিকে পাপ বলে না? অসহায় রমণীর মন কেন হরণ ক'রলে? তোমার ধর্ম্মে কি বলে

না হত্যা মহা পাপ ? আমার কি জীবন রেখেছ ? চেয়ে দেখ—দেখ—আমার ভগ্ন শরীর আর ছিন্ন হৃদয় দেখে আনন্দ কর। রাজপুত! আজ তুমি জয়ী! তোমার ধর্ম্মের পতাকা তুলে জয় জয় বল।

অ। রক্ষা কর! রক্ষা কর! তোমার কঠিন বচন সংহরণ কর।

ল। বাক্য সংহরণ ক'র্‌ব—শুধু আজ নয়—চিরদিনের মত সংহরণ ক'র্‌ব, কিন্তু রক্ষা ক'র্‌বার আমি কেউ নই। আমাকে যেমন রক্ষা করেছ—ধর্ম্ম তোমাকে তেমনি রক্ষা ক'র্‌বেন।

অ। লছুমী! দয়া ক'রে একটা কথা শোনো, তারপর যা অভিরুচি হয় কোরো।

ল। তোমার দোরে যখন মাথা কুটে কেঁদে বলেছিলাম, ওগো একটা কথা শুনে যাও, তখন কি দয়া করেছিলে ?

অ। তুমি এসেছিলে ? আমার দোরে ? কবে ? লছুমী! আমি এ কথা জানিনে। আমি অভিমান ক'রে বসেছিলাম—ভাব্‌লাম যদি সত্যই ত্যাগ না ক'রে থাক তো অবিশ্যি আস্‌বে। দিনের পর দিন কেটে গেল, আমি পাগলের মত ছুটে বেড়িয়েছি। দোহাই তোমার, বিশ্বাস কর।

ল। বিশ্বাস তোমাকে ? অধার্ম্মিক! নাস্তিক! অনেক বিশ্বাস করেছিলাম—বিশ্বাস ক'রে সর্ব্বস্ব দিয়েছিলাম। এ সংসারে শুধু তোমাকেই জান্‌তাম্‌, অন্তরে বাহিরে তোমার বাড়া কিছু ছিল না। কিন্তু সে অগাধ বিশ্বাস পদাঘাতে চূর্ণ করেছ। আবার বিশ্বাস!

অ। শান্ত হও, শান্ত হও লছুমী! বল কবে তুমি আমার সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে চেয়েছিলে ?

ল। যেদিন তুমি আমাকে ছলনা ক'রলে। যেদিন তোমার পথ চেয়ে সারাদিন বনে ব'সে রইলাম, আমার পিতাকে হত্যা ক'রে গেল—তোমার জন্তে তাঁকেও রক্ষা ক'রতে পারলাম না। যেদিন মায়াবিনী ব'লে দূর ক'রে দিয়েছিলে, এখন বুঝ্‌লে কবে?

অ। একি কথা শুনি! সবই আশ্চর্য্য, আমি শুন্‌লাম তোমরা পাঁচশ মোহর নিয়ে আমাকে ত্যাগ ক'র্‌তে স্বীকৃত হয়েছ, সে দিন থেকে কি অশেষ যাতনা ভোগ ক'র্‌ছি—সত্য মিথ্যা ধর্ম্ম জানেন।

ল। নির্লজ্জ! আবার ধর্ম্মের কথা কোন্‌ মুখে ব'ল্‌ছ? তুমি শুনেছিলে আমরা তোমাকে ত্যাগ করেছি? কার কাছে?

অ। মাধব বাবু!

ল। মাধব বাবু! মাধব বাবু তোমার আজন্মের বান্ধব, তার কথা বিশ্বাস ক'রে আমার কাছে একবার জিজ্ঞাসা ক'রবারও আবশ্যক মনে ক'রলে না? আশৈশবের ভালবাসা, মাধব বাবুর একদিনের একটা কথায় জলাঞ্জলি দিলে, ব'ল্‌তে লজ্জা হচ্ছে না?

অ। আমিও প্রতারিত হয়েছি লছুমী! আমার দোষ কিছুমাত্র নেই।

ল। (হাসিয়া) প্রতারিত হয়েছ তুমি! যাতনা হয়েছে তোমার! তাই তিন মাস না যেতেই বর সেজে বিয়ে ক'রতে এসেছ, তাই এক জনের সর্ব্বনাশ ক'রে অপরের গলায় মালা দিয়েছ; নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর! তুমি মানবের দেহ বৃথা ধারণ করেছ।

অ। যে পাপ করেছি তার প্রায়শ্চিত্ত ক'রব, ক্ষতি পূরণ ক'রব লছুমী! ক্ষমা কর।

ল। হা, হা, হা, ক্ষতি পূরণ ক'রবে? মূর্খ—গাছ থেকে ফুল ছিঁড়ে পদতলে দলিত ক'রে, তার ক্ষতি পূরণ ক'রত পারে? ক্ষমা কোথায়? আমার মনে ক্ষমা নেই। সংসারে যখন সব বিসর্জ্জন দিয়েছি সেই সঙ্গে দয়া, মায়া, ক্ষমা, সব মন থেকে দূর ক'রে দিয়েছি। আছে শুধু অপমান, আর তার ভীষণ প্রতিহিংসার ইচ্ছা। শোনো রাজপুত! তুমি ধনী, তুমি কুমার সিংহের বংশধর, আর আমি অজ্ঞাতকুলশীল ভিখারিণী, তবু ব'ল্‌ছি তোমার এ পাপ ধর্ম্ম সইবেনা। রমণীর সর্ব্বস্ব নিয়ে যে খেলা খেলেছ, সে তোমার কাল খেলা হবে, বিজয়ীর গর্ব্বে যে মালা গলায় পরেছ, সে মালা কাল সাপ হ'য়ে তোমাকে দংশন ক'রবে; ভগ্ন হৃদয়ে অশান্ত মনে যখন হাহাকার ক'রে বেড়াবে, তখন পদতলে দলিত এই ভিখারিণীর অভিশাপ স্মরণ কোরো।

অ। (পদতলে পড়িয়া) ক্ষমা কর, ক্ষমা কর— (লছমীর প্রস্থান) (উঠিয়া) হায়! হায়! কি করেছি। চিরজীবনের চেষ্টায় কি এই অর্জ্জন ক'রলাম? এই গভীর অনুতাপ আর বিষময় অভিশাপ নিয়ে আমার সংসারে পদার্পণ ক'রতে হ'ল? কিন্তু—গৌরী? গিরিজাপতি! জন্মান্তরের দুস্কৃতির ফলে দুর্গতি যা কিছু আমারই হোক্, সরলা গৌরীকে যেন এ অভিশাপ স্পর্শ না করে।



চতুর্থ অঙ্ক ।

প্রথম দৃশ্য।

(গণপৎবাবুর কুঠি—বৈঠকখানা। মাধব বাবুর প্রবেশ।)

মা। এ ক'বছর একেবারে গা ঢাকা দিয়ে থাকা গেল, তাতেও লাভ বিশেষ কিছু হ'ল না। এতদিন ধ'রে নানা যায়গায় খোঁজ ক'রেও তো কোনো সন্ধান পেলাম না। নিশ্চয় শেষ হ'য়ে গেছে। কিন্তু বাবা! মনের পাপ মনের অগোচর নয় তো! কাজেই অজয় বাবুর কাছে যেতে পা সরে না, মনটার ভেতর ধড় ফড় করে, কি জানি কখন বা কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোয়। এবার দেশে ব'সে কতগুলো কাজ গুছিয়ে আসা গেছে, ওদের টাকা কড়ি গুলো সব ছড়িয়ে রাখা গিয়েছিল, সে গুলো আদায় ক'রে একটা বন্দোবস্ত করা গেল। এক্‌টা দলিলও বানানো গেছে, সাক্ষী জবর ত'য়ের করেছি। সাধে কি পাঁচ্‌টা বছর গা ঢাকা। অজয় বাবু তো মতিচ্ছন্ন হয়েই আছেন, তা ছাড়া এতদিনের কথা কি আর মনে আছে? আমার বিরুদ্ধে প্রধান সাক্ষী ছিল ওই মেয়েটা—সেটা তো আপনি স'রে পড়েছে। বাকী গণপৎ বাবু, সে তো আমার হাতের মুঠোয়; বাহবা! বাহবা! মাধবশর্ম্মা—সাবাস্‌ তোকে! সাবাস্‌।

(গণপৎ বাবুর কাছারী হইতে প্রত্যাগমন, শশঃব্যস্ত উঠিয়া প্রণাম করিয়া মাধবের দণ্ডায়মান)

গা। এই যে মাধব! বহুকাল পরে দেখ্‌ছি যে, কাজ কর্ম্ম ছেড়ে ছুড়ে এ পাঁচ বছর কি ক'রলে বল দেখি?

মা। আজ্ঞে, নানা যায়গায় ঘুরে বেড়ান গেল, তা ছাড়া দু এক পয়সা যা এদিক ওদিক্ ছিল সংগ্রহ ক'রে আনা গেল।

গা। এখন কি ক'র্‌বে মনে ক'র্‌ছ?

মা। (যোড় হস্তে) এই আপনার চরণেই প'ড়ে থাক্‌ব ভাব্‌ছি; আপনি যে কাজে লাগান কিছুতেই আপত্তি নেই—বুঝ্‌লেন কিনা—আপনার অনুগ্রহ আমার উপর সমান ভাবে থাক্‌লেই হ'ল। আপনার এ বিষণ্ণ ভাব কেন? এখন তো সব ভালোয় ভালোয় মিটে গেছে।

গা। (বেশ পরিবর্ত্তনান্তে উপবেশন) হাঁ সবই মিটে গেছে। গৌরীকে মনোমত পাত্রে দিয়েছি, সবই হ'ল, কিন্তু—মাধব! কিছুতে শান্তি পাচ্ছি না, কিছুতেই আনন্দ নেই, ভাব্‌ছি ভুল হ'ল না তো?

মা। পাঁচ বছর পর আবার ভুল মনে হচ্ছে কিসে?

গা। অজয়ের ভাব স্বভাব যতই দেখ্‌ছি ততই ভুলটা যেন বদ্ধমূল হ'য়ে আস্‌ছে।

মা। ভাব্‌টা কি রকম মশায়?

গা। বড় বিষণ্ণ, কিছুতেই উৎসাহ নেই, না খেলে নয় তাই চারটি খায়, সবটাতেই উদাসীন্, বিষয়কর্ম্ম তো ছেড়েই দিয়েছে, সব ভেসে গেল।

মা। বিষয় আশয় যাতে থাকে তার বন্দোবস্ত করা যেতে পারে, আমরা দশজন থাকতে ভেসে যেতে দেব কেন? আমি তো এক হিসেবে তাঁরই আত্মীয়।

গা। আমার একটা সন্দেহ হয়। মাধব! তুমি ঠিক জান তারা টাকা নিয়ে এ দেশ ছেড়ে গিয়েছিল?

মা। বিলক্ষণ! তাদের না তাড়িয়ে কি আর আমি নিশ্চিন্ত হই। কিন্তু এতদিন পর এ সন্দেহটা আপনার কেন হ'ল বলুন দেখি?

গ। আমার বিশ্বাস সেই ভিখারিণীর সঙ্গে অজয়ের আবার দেখা হয়েছে।

মা। (সচকিত) বলেন্ কি মশায়?

গ। আমি সত্যি অজয়ের ভেতর কি একটা বদল স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছি। বিবাহের আগে যেন অজয়ের মনটা বেশ প্রফুল্ল হ'য়ে এসেছিল, কিন্তু বিবাহের পর থেকে একেবারে অন্য রকম হ'য়ে গেছে।

মা। (স্বগত) দেখা হ'য়ে থাকলে তো সর্ব্বনাশ! এত পাহারা দিচ্ছি তার ভেতর থেকে আসা কি সম্ভব? (প্রকাশ্যে) আমি সন্ধান নিচ্ছি, ফিরে আসা আর আশ্চর্য্য কি? তাই তো বলেছিলাম্, ভয়ানক লোক মশায়, এমন ধড়িবাজ্ আর দেখা যায় না। টাকাগুলিও গাপ্ ক'রলে আবার গোল্‌মাল্ বাধাবার চেষ্টা। যাক্, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন আমি থাক্‌তে কোনো ভয় নেই। সব ঠিক ক'রে দেব।

গ। দেখো মাধব, অত্যাচার কিছু না হয়।

মা। রাম! রাম! তা হবে কেন, আর কিছু টাকা লাগে তো আপনাকে জানাব। তবে এইবার আমার একটা কথা ব'লে রাখি, আমার সেই কথাটা—এইবার—আর একবার—(হাত কচলান্)

গ। কোন্ কথা?

মা। আমার মামার বিষয়টা সম্বন্ধে—

গা। সে একবার হয়েছিল না? কি হ'ল বল দেখি, আমার মনে প'ড়ছে না।

মা। আজ্ঞে, অজয় বাবু বল্লেন্ যদি কোনো দলীল দেখাতে পারি—

গা। হ্যাঁ, হ্যাঁ, মনে পড়েছে বটে, আর লছুমীর সাক্ষীর প্রস্তাবও ছিল।

মা। সে তো মিটেই গেছে। তবে দলীল খানা তারই কাছে পাওয়া গেছে।

গা। বটে? তবে সেখানা অজয়কে দেখালে না কেন?

মা। সময় হয়নি, বলেন তো আপনার কাছে রেখে যাই, আপনিই দেখিয়ে দেবেন, জানেন তো আমি আপনারই পদাশ্রিত; আর অজয় বাবুর বিষয়টা সম্বন্ধে—বুঝলেন্ কি না—সেটা তাঁর সময়ের অভাব হ'লে আমিও দেখ্‌তে পারি। আপনাদের কাজে কোনো রকমে জীবনটা কেটে গেলেই হ'ল।

গা। আচ্ছা দলীল খানা নিয়ে এস।

মা। এই সঙ্গেই আছে, (দলীল প্রদান) আপনার উপরেই সব নির্ভর।

গা। তুমি এখন যাও, সময় মত অজয়কে দেখাব।

মা। যে আজ্ঞে—আপনার ও কথাটা আমি ভুলবনা। (প্রস্থান)

গা। মাধবের কাছে ব'লে ভাল ক'রলাম্ কি না; কে জানে। বলা যায় না, হয়ত কিছু অত্যাচার ক'রবে; অজয়ের কাণে গেলে হিতে বিপরীত হ'বে। (উঠিয়া চিন্তিত ভাবে ভ্রমণ) চারিদিক থেকে যেন নিরানন্দ ঘনিয়ে আস্‌ছে।

(অন্তরালে গৌরীর প্রবেশ)

শান্তি! শান্তি কিসে আস্‌বে?

গৌ। কিসের অশান্তি বাবা ?

গ। কে গৌরী! এস মা! বুড়ো হ'লেই নানা অশান্তি এসে ঘিরে ফেলে।

গৌ। না বাবা! ভুল হ'ল। যত দিন যায় তত শান্তি আসে।

গ। তাই কি ?

গৌ। তাই তো হওয়া উচিৎ। তুমি ব'লেছিলে আমার বিয়ে হ'লে আর কোনো ভাব্না থাকৃবে না, মনোমত পাত্রেই তো দিয়েছ। নয়নের আনন্দ শিশু পুত্র ঘর আলো ক'রে আছে, তবে অশান্তি কিসের ?

গ। কি ব'ল্ব মা। তোমার এ যুক্তির বিরুদ্ধে আর কোনো কথা নেই। কিন্তু তোমার মুখ বিষণ্ণ কেন ?

গৌ। সেই কথাই ব'ল্তে এসেছি, বাবা! এমন ভাবে আর চ'ল্ছে না।

গ। কি ভাবে মা ?

গৌ। আমি বেশ জানি আমার কাছে কি একটা গোপন আছে। বল বাবা! তুমি কিছু জান না ?

গ। এ কথা কেন জিজ্ঞাসা ক'রছ ? কিসে এমন সন্দেহ হ'ল।

গৌ। বিয়ের পর থেকে দেখ্ছি, যা মনে করেছিলাম তা নয়। স্বামী ভালবাসেন্ সত্যি, কিন্তু তাঁর মনে যে কি পাষাণ চেপে আছে ভগবান্ জানেন; একা একা বিষণ্ণ হ'য়ে বসে থাকেন্ যখন, আমি আড়াল থেকে দেখেছি, দু চোখের জলে বুক ভেসে যায়; খোকার মুখের দিকে চেয়ে মাঝে মাঝে চম্‌কে ওঠেন, গভীর নিশ্বাস প'ড়ে আনন্দকে বিষাদে পরিণত করে। কতবার

শুনেছি আপনি আপনি বলেন, গিরিজাপতি! আমার গৌরীকে এ অভিশাপ থেকে রক্ষা কর। কিসের অভিশাপ—বল বাবা তুমি এ বিষয় কিছু জান কি না।

প। (নিরুত্তর)

গৌ। আমার কাছে গোপন কোরোনা, তুমি নিশ্চয় জান; তা নইলে তুমিও কেন দিনে দিনে বিষণ্ণ হ'য়ে প'ড়ছ? তোমারও কেন আনন্দ নেই, শান্তি নেই?

প। গৌরী! এতটা যখন লক্ষ্য করেছ তখন তোমার কাছে আর গোপন করা চলে না। সেই অন্ধ ভিখারী আর তার মেয়ের কথা শুনেছিলে মনে পড়ে।

গৌ। মনে পড়ে বই কি। সেই তাঁকে পাঠিয়ে দিলাম, তার পর আর তাদের কোনো খবর পেলাম না। কিন্তু তাদের সঙ্গে এ কথার কি যোগ?

প। আছে তাই ব'লছি। সেই ভিখারিণী বালিকাই কমলাবতীর কাছে অজয়ের সঙ্গে একত্র প্রতিপালিত হয়েছিল। বাল্যকাল থেকে তার জন্য অজয়ের মনে ভালবাসা জন্মেছিল; অনেক দিন তাদের কোনো সন্ধান পায় না, তার পর তোমার কাছে শুনে সন্দেহ হয়, অনুসন্ধানে জানতে পারে সেই তারাই বটে, অনেক দিন পর দেখে অজয়ের সে ভাব আরও প্রবল হ'য়ে পড়ে, অজয় অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রে তাকে বিবাহ ক'রতে প্রতিশ্রুত হয়।

গৌ। তবে বিবাহ হ'ল না কেন?

প। সামাজিক মতে বিবাহটা ঠিক নয়, কারণ অজয়ের বংশমর্য্যাদা

সেই অজ্ঞাতকুলশীল বালিকাকে বিবাহ ক'রলে অনেকটা হীন হয়, দুই একজন আপত্তিও করে। সেই সময় শোনা গেল তারা টাকা নিয়ে অজয়কে তার প্রতিজ্ঞা থেকে অব্যাহতি দিতে প্রস্তুত আছে।

গৌ। তোমরা কি ক'রে শুন্‌লে ?

প। তাদের পরীক্ষা ক'রে দেখবার ভার একজন নিয়েছিল।

গৌ। উনিও সে প্রস্তাবে রাজি হ'লেন ?

প। সহজে হয়নি, তারপর সেই লোক এসে যখন বল্লে তারা টাকা নিয়ে এদেশ ছেড়ে যেতে রাজি হয়েছে, তখন থেকে অজয়ের মন বিগ্‌ড়ে গেল।

গৌ। এসব কাজের ভার কে নিয়েছিল ?

প। মাধব।

গৌ। মাধব বাবু ? তাকে বিশ্বাস ক'রে এসব কাজের ভার দিয়েছিলে ?

প। কেন মা, সে আমাদের নিতান্তই হিতাকাঙ্ক্ষী।

গৌ। আমার নিশ্চয় বিশ্বাস, ভাল মানুষ পেয়ে সে তোমাকে ভুলিয়েছে।

প। তার উপর তুমি এত অসন্তুষ্ট কেন ?

গৌ। শুধু অসন্তুষ্ট নয়, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, যে ওঁর বিরুদ্ধে মাধব বাবুর কি একটা দুরভিসন্ধি আছে। তোমার কাছে কত রকম ক'রে ব'ল্‌ত, তা ছাড়া একা একা কত রকম ভঙ্গী ক'রে বিড়-বিড় ক'রে ব'ক্‌ত ; আমার একটুও ভাল লাগ্‌ত না ; বাবা—বাবা—পাপিষ্ঠের প্রতারণায় না জানি কি সর্ব্বনাশ করেছ।

প। অজয়ও মাধবকে বিশ্বাস করেছিল—তা নইলে সে যখন দেখা ক'রতে এসেছিল তখন অজয় তাকে দূর ক'রে দিতে বল্লে কেন?

গৌ। সে এসেছিল? টাকা নিয়েছে স্বীকার করেছিল?

প। সে অস্বীকার করেছিল; মাধব বল্লে টাকা নিয়ে আবার অজয়কে ভোলাতে এসেছে।

গৌ। তোমরা সে কথা বিশ্বাস ক'রলে?

প। আমার মনে তখন পর্য্যন্ত একটু সন্দেহ ছিল, কিন্তু তারপর যখন সে আর এল না, অজয়ের কোনো খোঁজই ক'রলেনা, তখন বিশ্বাস ক'রলাম্।

গৌ। তোম্‌রাই কি তার খোঁজ করেছিলে? বাবা, তুমি বিচারকের আসনে ব'সে এতবড় অবিচার হ'তে দিলে? আমার কাছে সব কথা গোপন ক'রে চিরদিনের মত অসহায় স্ত্রীলোকের অভিশাপ আমার উপর নিয়ে এলে। শান্তি আর কি ক'রে আশা কর? কিন্তু বল বাবা! তোমার কোনো অভিসন্ধি ছিল না? আমাকে সুখী ক'রবার জন্য একাজ করনি তো?

গৌ। গিরিজাপতি জানেন্, আমি কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যে কিছু করিনি, তোমাকে বিবাহ ক'রতে অজয় আপনি রাজি হ'ল।

গৌ। তবে এখন এ অনুতাপ কেন?

প। আমিও তাই ভাবি, বিবাহের পর এ পরিবর্ত্তন হ'ল কেন?

গৌ। আমি খুঁজে বার ক'রব। যদি সেই অসহায় ভিখারিণীর উপর কোনো অবিচার করা হ'য়ে থাকে, তাহ'লে বাবা! ভগবান্ তোমাদের ক্ষমা করুন। আমি ভালবাসার মর্ম্ম জানি, আহা! অভাগিনীর না জানি কতই সহ্য ক'রতে

হয়েছে। আজ দেবতা সাক্ষী ক'রে শপথ ক'র্ছি, দেশ-দেশান্তর খুঁজে তাকে নিয়ে আস্‌ব, স্বামীকে আপনার হাতে তার হাতে দিয়ে, চির-জীবন তার সেবা ক'রে এ দারুণ অভিশাপ থেকে মুক্ত হব। গিরিজাপতি! তুমি সহায় হও।

(প্রস্থান)

পা। সত্যি যেন অভিশাপ লেগেছে, শাস্ত্রে বলে আনন্দেতে পুণ্য, অশান্তিতে পাপ? তবে কি পাপই অর্জ্জন ক'র্‌লাম? কিন্তু মাধবের এতে কি স্বার্থ আছে? জানিনে, যা সত্য তা আপনি প্রকাশ হবে, ততদিন ধৈর্য্য ধরাই ভাল।

(অজয়ের প্রবেশ)

অ। আপনার কাছে ব'ল্‌তে এলাম, বিষয়ের ভার বহন করা আমার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে পড়েছে। আমি কিছুদিনের জন্য দেশ ভ্রমণে যাব, তার আগে একটা বন্দবস্ত করা দরকার।

পা। আমিও তোমাকে ব'ল্‌ব ভাব্‌ছিলাম যে একজন উপযুক্ত লোকের হাতে বিষয়ের ভারটা না দিলে আর চলে না। আমার হাতে একজন আছে সে ভার নিতে প্রস্তুত আছে।

অ। সে কে?

পা। মাধব!

অ। মাধব! ফিরে এসেছে?

পা। হ্যাঁ, এই সবে এসেছে। ভাল কথা, অজয়! আর একটা কাজের কথা মনে প'ড়ে গেল, মাধবের সেই প্রস্তাবটার একটা কিছু ক'রতে হয়।

অ। কোন্ প্রস্তাব?

গ। লছমনের ভাগে যখন, তখন্ তার বিষয়টা ওরই প্রাপ্য, তুমি দলীল চেয়েছিলে তাও আছে।

অ। আছে? তবে তখন সে বল্লে না কেন?

গ। তারপর পেয়েছে, লছুমীর কাছে ছিল, তারা যখন চ'লে যায় তখন দিয়ে গেছে।

অ। হুঁ—মাধব আপনাকে এ কথা বলেছে?

গ। সেই কথা ব'ল্‌তেই আজ এসেছিল।

অ। আমার কাছে বল্লে না কেন?

গ। সে বল্লে নানা কারণে তোমার মন্‌টা তার উপর বিরূপ হ'য়ে আছে, তাই সাহস পায়নি; এই যে দলীল খানা আমার কাছে, রেখে গেছে।

অ। (হাসিয়া) ভয় কেন? সেতো আমার বন্ধু, আমার বংশ-মর্য্যাদা রক্ষা ক'রবার জন্যই সমাজস্থ দশজনার প্রতি কর্ত্তব্য পালন করেছে। পাষণ্ড! প্রতারক!

(দলিল খণ্ড খণ্ড করিতে প্রবৃত্ত)

গ। আহা ছিড়ে ফেল্‌লে?

অ। এ জাল! জাল দলিল! আমার জানা আছে; আমি জানি লছুমী দলিল দেয়নি। আরও অনেক কথা জানি, যার জন্য ওই ভণ্ড প্রতারককে হত্যা ক'রলেও মনের ক্ষোভ্ দূর হয় না। কিন্তু থাক্, ধর্ম্মই তার বিচার ক'র্‌বেন।

গ। এ সব সংবাদ কোথায় পেলে, সেই ভিখারিণীর সঙ্গে—

অ। দেখা হয়েছিল। মাধব যা কিছু বলেছে, সব মিথ্যা! মিথ্যা! সেই জঘন্য প্রতারকের কথায় বিশ্বাস ক'রে ধর্ম্মদ্রোহী

হয়েছি। হায় বংশমর্য্যাদা! হায়! হায় ধর্ম্ম! থাক্ আজ আর কিছু জিজ্ঞাসা ক'র্বেন না—আমি বিদায় হ'লাম। (প্রস্থান)

গ। তবে কি গৌরীর কথাই ঠিক্! বিচারকের আসনে ব'সে প্রতারণায় ভুলে অবিচারই ক'র্লাম? গিরিজাপতি! আজ সব গর্ব্ব ভেঙ্গে দিলে। বড় গর্ব্ব ছিল অবিচার কখনো করিনে। কিন্তু একি হ'ল? সুখের ঘরে অভিশাপ নিয়ে এলাম, নিজের হাতে—হায়! হায়! এ অনুতাপ কোথায় রাখি। (প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য।

(গণপৎ বাবুর কুঠীর পশ্চাতের বাগান।)

(অজয়ের প্রবেশ)

অ। মাধবই আমার সর্ব্বনাশের মূল। মাঝে মাঝে ইচ্ছা হয় তাকে উচিত শিক্ষা দি, আবার ভাবি থাক্। যা হয়েছে নিজের দোষে, অন্যের স্কন্ধে দোষ চাপাই কেন? কেন তার প্রতারণায় ভুল্লাম, কেন লছুমীর সন্ধান ক'রে জিজ্ঞাসা ক'রলাম না? আর ভেবে কি হবে? তার অভিশাপ বহন ক'রেই এ জীবন শেষ হবে। লছুমী! লছুমী! আর কি তোমার দেখা পাব?

(গৌরীর প্রবেশ)

গৌরী তুমি এ সন্ধ্যায় এখানে কেন? আমার সন্ধানে?

গৌ। আর কার সন্ধান ক'র্ব? তুমি যে আমার ধ্যান জ্ঞান সব।

অ। জানি, জানি প্রিয়ে! তোমার স্বামীগত প্রাণ। কিন্তু গৌরী! অপাত্রে প্রাণ সমর্পণ করেছ, আমি কি তোমার যোগ্য? ভালবাসার মর্ম্ম আমি কি জানি?

গৌ। জান বই কি। আমি তোমার কাছে সবই পেয়েছি, কিন্তু স্বামী! আমাকে বিশ্বাস ক'র্‌তে পারনি।

অ। কেন গৌরী!

গৌ। বিশ্বাস ক'রলে আমার কাছে কিছু গোপন ক'রতে পারতে না।

অ। কিছু গোপন করেছি কি?

গৌ। ভেবে দেখ দেখি? যে ভার নীরবে বহন ক'র্‌ছ, সে ভার আমি কি কিছু লাঘব ক'র্‌তে পারতাম না?

অ। তুমি কেমন ক'রে জান্‌লে আমি কোনো ভার নীরবে বহন ক'র্‌ছি?

গৌ। জান না প্রিয়তম! প্রেম সর্ব্বজ্ঞ। তুমি না বল্লেও কতটুকু গোপন ক'রতে পেরেছ? দিনে দিনে যে ভারে মলিন হ'য়ে প'ড়্‌ছ, ওই সুন্দর মূর্ত্তি যাতে কালী হ'য়ে যাচ্ছে, আমার আনন্দময় যাতে নিরানন্দ হয়েছে, নাথ! সেকি আমার কাছে গোপন আছে? তবে দুঃখ এই যে আমাকে সুখের ভাগ্‌টাই দিয়েছ, দুঃখের ভাগ্‌টা দিলে না। আমার মন যে তাতে মানে না। আমি তোমার সুখ দুঃখের সমান ভাগ চাই—এই আমার প্রেমের দাবী।

অ। গৌরী! আনন্দময়ী! তোমাকে নিরানন্দে কেমন ক'রে ডোবাই। তোমার যে হাসিতে তৃষিত প্রাণে সুধা বর্ষণ করে, তোমার যে প্রসন্ন ভাবে সব নিরানন্দ দূর করে, তাকে বিষাদ সাগরে ভাসাই কোন্ প্রাণে? না গৌরী, সে ভার আমারই থাক্, নিজের দোষে জীবনে যে অভিশাপ এনেছি সে আমাকেই জীর্ণ করুক্, তোমাকে সে অভিশাপ যেন স্পর্শ না করে।

গৌ। তবে আমারও সংকল্প শোনো। আমি সে অভিশাপের অংশ আপন ইচ্ছায় নিয়েছি। দেশদেশান্তর খুঁজে তাকে আন্‌ব, তার হাতে তোমাকে তুলে দিয়ে চির-জীবন তার সেবা ক'রে অভিশাপ ফিরিয়ে নেব। ধর্ম্ম আমার সহায় হবেন।

অ। গৌরী! গৌরী! তুমি মানবী না দেবী।

গৌ। আমি তোমার সেবিকা মাত্র। আমার কর্ত্তব্য যা তাই ক'রব্। বল তুমি আমার সহায় হ'বে?

অ। আমাকে কি ক'রতে হবে আদেশ কর?

গৌ। তুমি তার সন্ধানে যাবে; যতদিন না পাও, দেশ, বিদেশে, কাননে, কান্তারে খুঁজে তাকে নিয়ে আস্‌বে।

অ। তাই হবে। কিন্তু গৌরী! এত কথা তুমি জান্‌লে কি ক'রে?

গৌ। তবে আগে বল সে যখন দোরে এসে কেঁদেছিল, তোমার সঙ্গে একবার দেখা ক'রতে চেয়েছিল, তাকে দূর ক'রে দিয়েছিলে কেন?

অ! মিথ্যা কথা! কবে এসেছিল, কি চেয়েছিল কিছুই জানিনে।

গৌ। তবে এ মাধব বাবুর কারসাজী সন্দেহ নেই; হায়! হায়! কি কুক্ষণে তার প্রতারণায় ভুলেছিলে। আর একটা কথা, বিবাহের পর তোমার অনুতাপ এল কেন?

অ। তবে শোনো গৌরী! তোমার কাছে আর গোপন ক'রে কি হবে। বিবাহের রাত্রিতে যখন তোমার হাত আমার হাতে দিয়ে পুরোহিত মন্ত্র উচ্চারণ ক'রতে বল্লে, সেই সময় মনে হ'ল সেই তার স্বর, কাতরে কেঁদে ব'ল্‌ছে "মাগো"। গৌরী! সে স্বর এখনো ভুল্‌তে পারিনি। বিবাহান্তে মন স্থির ক'রবার জন্য বাইরে গিয়ে ভাব্‌লাম এ হয় তো স্বপ্ন; সেতো আমাকে

ত্যাগ ক'রে চলে গেছে, আর ফিরে আস্‌বে কেন? তখন দেখ্‌লাম স্বপ্ন নয়, সত্যি সে সম্মুখে দাঁড়িয়ে; কি মূর্ত্তি দেখ্‌লাম গৌরী! তোমাকে বুঝিয়ে ব'ল্‌তে পারছিনে। সে রুদ্র মূর্ত্তি মনে প'ড়ে এখনো হৃৎকম্প হয়। আমাকে অধার্ম্মিক, নাস্তিক, পশু, ইত্যাদি, যা,-যা, বলা উচিৎ তাই ব'লে অভিশাপ দিয়ে গেল, বল্লে "যে মালা পরেছ কাল সাপ হ'য়ে তোমাকে দংশন ক'রবে।"

গৌ। তার পর?

অ। তার পর আরকি। আমি তার পায়ে প'ড়ে ক্ষমা চাইতে গেলাম, সেই মুহূর্ত্তে সে কোথায় অদৃশ্য হ'য়ে গেল আর তার সন্ধান পেলাম্ না। সেই দিন তার মুখে শুন্‌লাম্ তারা টাকা আদবেই নেয়নি, সে সারাদিন বনে আমার অপেক্ষায় ছিল, সেই অবসরে কে তার পিতাকে হত্যা ক'রে গেল তারও প্রতিকার ক'রতে পারলে না। গৌরী! বুঝ্‌তে পার্‌ছ? কি সর্ব্বনাশ হ'য়ে গেল? তার একমাত্র আশ্রয় যা ছিল তাও আমারই জন্য গেছে।

গৌ। আর বোলোনা, আর বোলোনা, আহা! অভাগিনী কি নিয়ে বেঁচে আছে জানিনে।

অ। সে কি আর বেঁচে আছে? আমার এ পাপ ধর্ম্ম সইবে কেন? তারি শাস্তি নীরবে বহন ক'র্‌ছিলাম, তুমি কেন সেধে তার ভাগ নিলে, এ ভার বহন ক'রতে পারবে গৌরী?

গৌ। তোমার জন্য কি না পারি, পরীক্ষা ক'রে দেখ। এইবার আমার ভালবাসার প্রকৃত পরীক্ষা আরম্ভ হ'ল; দেখি গিরিজা-পতি পার করেন কি না।

অ। তোমার সহায় আছেন ধর্ম্ম ! কিন্তু আমার যে কিছু নেই, গৌরী ! লছুমী ঠিক বলেছিল, ধর্ম্মের নাম ক'রতে এখনো লজ্জা হয় না ?

গৌ। কি নাম বল্লে ?

অ। লছুমী ব'লে ডাক্‌ত, নাম ছিল লক্ষ্মী বাই।

(পুত্রের প্রবেশ)

পুত্র। মা, মা,—

গৌ। এস বাবা—(ক্রোড়ে লইয়া) দেখ দেখ, এই আমার লক্ষ্মী প্রসাদ।

অ। গৌরী ?

গৌ। কেন নাথ ? আশ্চর্য্য হোচ্ছো ? তার অভিশাপ যাতে বাছাকে না লাগে সেই জন্মে তার প্রসাদ ব'লে নিলাম।

অ। তুমি ধন্য, ধন্য তোমার প্রেম, তুমি রমণী জগতে শ্রেষ্ঠ আদর্শ।

পু। অভিশাপ কি বাবা ?

অ। তোমার তা জেনে কাজ নেই, তুমি যার প্রসাদ তারই স্নেহ তোমাকে অভিশাপ থেকে রক্ষা করুক।

পু। সে কে বল্‌না মা।

গৌ। তোমার আর এক মা, তার নাম লক্ষ্মীবাই, তুমি লক্ষ্মীপ্রসাদ।

পু। সে মা আমার কোথায় ? হ্যাঁ বাবা বল না কোথায় ?

অ। জানিনে বাবা।

গৌ। অন্য দেশে আছেন, তোমার বাবা তাঁকে আন্‌তে যাবেন।

পু। কবে ?

গৌ। কালই যাবেন।

পু। হ্যাঁ মা, সেও আমাকে ভালবাসবে ?

গৌ। বাস্‌বে বই কি ! তুমি যে তাঁরই ছেলে হবে।

পু। তবে তার কোলে চ'ড়ব ?

গৌ। হ্যাঁ।

পু। তাকে চুমো খাব ?

গৌ। হ্যাঁ।

পু। তারই কাছে ঘুমোবো ?

গৌ। হ্যাঁ।

পু। তোর হিংসে হবে না মা ?

গৌ। না বাবা হিংসে হবে কেন ; তার আশীর্ব্বাদে তুমি দীর্ঘজিবী হ'য়ে আমার বুক জুড়ে থাক্‌বে।

পু। তবে চল্ মা, ক্ষিধে পেয়েছে যে, খেয়ে তোর কোলে আজ ঘুমিয়ে পড়ি—সে মা এলে তখন তার কোলে ঘুমোব।

অ। যাও গৌরী, শিশু ঘুমে কাতর হয়েছে, আমিও আস্‌ছি।

(শিশুকে লইয়া গৌরীর প্রস্থান)

গৌরীর এ স্বপ্ন কি কোনো দিন সত্য হবে ! যদি হয় তো তারই পুণ্যে। আহা ! সরলা মন প্রাণ দিয়ে আমাকেই ভাল বেসেছে, এ কথা প্রথম শুনে না জানি মনে কত আঘাত লেগেছিল, কিন্তু প্রেমের বলে সব উপেক্ষা করেছে। হিংসা নেই, অভিমান নেই, দয়া ও ক্ষমার প্রতিমূর্ত্তি ; পুণ্যে উজ্জ্বল, আমার পাপস্পর্শে এ কুসুম মলিন ক'রে না ফেলি। গৌরী আদেশ করেছে কাল যেতে হবে—তার সন্ধানে। যাব—কিন্তু তাকে কোথায় পাব ? হাতে পেয়ে ফেলে দিলাম, আর কি ফিরে পাব ?

লছুমী! লছুমী! যদি দূরে ব'সে মন দেখ্‌তে পেতে, তা হ'লে অভিশাপ ফিরিয়ে নিতে আপনি ছুটে আস্‌তে। সে দিন কি আর আস্‌বে। (প্রস্থান)

তৃতীয় দৃশ্য।

বন পথে শিলা খণ্ড।

(সুজন সিং ও ২জন অপর লোক সহিত মাধবের প্রবেশ।)

মা। খুঁজে বার ক'রতেই হবে, বুঝলে সুজন সিং, সেই চেহারা মনে আছে তো?

সু। হাঁ, হাঁ, ভুল্‌নে লায়েক্‌ থোরাই।

মা। মুনিবের হুকুম, প্রাণ কবুল তামিল কর'তেই হবে।

অপর ১। আউর বোল্‌নে নেই হোগা, আউর বোল্‌নে নেই হোগা।

অপর ১। বেটী সয়তানী বা?

সু। বড়ি খপসুরত সয়তানি ভাই। আও ভাইয়া লোক সাথ্‌ চলো।

মা। চল্‌, তন্ন তন্ন ক'রে দেখ্‌বি—যেখানে পাবি অমনি মার মার ক'রে পড়বি।

সকলে। মারকে লাস্‌ বানা দেয়ি?

মা। আরে না, না, শেষটা খুনের দায়ে যাহান্নমে যাবার ইচ্ছে আছে কি?

সকলে। আরে রাম, রাম, আপনা খুসিমে নেই মারে গা। বাবু যেইসা হুকুম দেগা এইসাই করে গা।

মা। আরে মোলো যা, বেটাদের বুদ্ধি দেখ না, ছাতু খোর কি না; আমি যেন স্পষ্ট ক'রে ব'লে দেব খুন ক'রে ফেল। তোদের ভাল মনে হয় কর্ না—হাত কেউ ধ'রে রেখেছে। বলে "হুকুম দেগা তো করেগা"। আমি আহম্মক্ কি না, হুকুমটী দি আর খুনের দায় আমারই ঘাড়ে চাপাও—মাধব শর্ম্মাকে তেমন বোকা পাওনি।

সু। আরে বাবু তো কা হুকুম ?

মা। আমার হুকুম কিরে? মুনিবের হুকুম। যেখানে দেখ্‌বি আর অমনি মার, মার, ক'রে পগার পার ক'রে দিবি। যদি দৈবাৎ দু এক ঘা লেগে যায়, আর তাতে যদি কিছু হয়—সেটা কারু দোষ নয় তো ?

সকলে। সমঝ্‌লিয়া—সমঝ্‌লিয়া।

মা। সম্‌ঝলিয়া তো ? এখন যা। (সকলের প্রস্থান)

কোথায় যাবে বাছাধন। যেখানে পাব ধ'রে—আঃ ইচ্ছে করে গলাটা মুচ্‌ড়ে দি—আবার ভয় হয়। কিন্তু সেই থেকে খুঁজছি, কোথাও পেলাম না। দেখা যাক্ বার ক'রতে হবে—ক'রতেই হবে। এবার একবারে গাপ্ ক'রে ফেল্‌তে না পার্‌লে সব মাটী। না, এখানে আর অপেক্ষা করা নয়, দেখি, ছাতুখোর বেটারা কি করে। (প্রস্থান)

(অপর দিক হইতে লছুমীর প্রবেশ)

ল। এই তো সেই শিলাখণ্ড। এ যে আমার জীবনের মহা তীর্থ। (মুখ আচ্ছাদন করিয়া ক্রন্দন) দেখ্‌তে দেখ্‌তে পাঁচ বছর কেটে গেল, সবই সেই আছে, শুধু লছুমী আর সে লছুমী নেই।

মনের আবেগে তাকে যে অভিশাপ দিয়েছিলাম, সেই অভিশাপ আমাকেই দগ্ধ ক'রে তিল তিল ক'রে বুকের রক্ত শোষণ করেছে। কতবার মনে মনে বলেছি প্রিয়তম ! প্রিয়তম ! ভিখারিণীর সর্ব্বস্ব ! আমার অভিশাপ তোমাকে যেন স্পর্শ না করে। হায় রমণী ! এই তোমার অভিমান, এই তোমার শক্তি; ব্যর্থ-প্রেম যখন ভুজঙ্গের আকার ধারণ করেছিল, তখন দংশন ক'রে আপনি সে বিষে জ্বলে মর্‌লে, কিন্তু প্রাণ হ'তে প্রিয়তম যে, তার হাতের মৃত্যুশেল হাসি মুখে গ্রহণ ক'রে আজ তার কল্যাণ কামনা ক'রছ ? আজ মৃত্যুর কূলে দাঁড়িয়ে সব ভুলে গেলে ? যে ধরণী বক্ষে এতদিন বিচরণ ক'রলে, যে বায়ু থেকে প্রাণ ধারণ ক'রলে, যে লতা পাতা, ফুলে ফলে, তোমাকে আজীবন আনন্দ দান করেছে, সে সব ছাড়্‌তে হবে, তার জন্য দুঃখ নেই, তবে দুঃখ কিসের ? তাকে দেখ্‌তে পেলে না—কাকে ? চির-বাঞ্ছিত যে তাকে ; একবার শেষ দেখ্‌তে হবে—তাই অচল দেহকে টেনে নিয়ে চলেছ। হায় ! হায় রমণী ! (ক্রন্দন)

(নেপথ্যে—"ওইদিকে, ওইদিকে মার মার সয়তানীকে")

ভি। ওকি ? ওরা কি আমারি উদ্দেশে ছুটেছে ? তাই হবে। প্রভু ! দীননাথ ! তুমি ভরসা। (অন্তরালে পলায়ন)

(মাধবের লোক জন সহ প্রবেশ)

মা। কই এখানে তো নেই, বেটা মিথ্যা বল্লে "এই উদার হ্যায়," কোথায় তোর ইদার।

সু। কা জানে বাবু, সাচ্চি সয়তানি হোগা। আবি ইদার দেখা।

মা। তাই তো ? লোকটা কি একেবারে মিথ্যে ব'ল্‌ছে। কিন্তু—

এ দিকে এসে থাক্‌লে কোথা যাবে? আমারও মনে হ'ল কে যেন বসেছিল, ঠিক্ তেমন চেহারা নয়, যেন তার ছায়া, ভূত টুত্ নয় তো।

সকলে। আরে রাম্ রাম্ বোলো ভাই।

মা। নিশ্চয় এইদিকেই আছে দেখ্‌তে হ'ল।

(জনৈক পথিকের প্রবেশ)

ভাইহে—এদিকে কাউকে যেতে দেখেছ?

পথিক। কাউকে কেন, বহুত লোক যাচ্চে আস্‌ছে।

মা। তাতো জানি, তুমি সেইটীকে দেখেছ কি না।

প। কোন্‌টীকে চাও তাতো জানিনে বাপু, দেখিয়ে দিতে পার তো ব'ল্‌তে পারি দেখেছি কি না।

মা। বেটা আহম্মক, দেখিয়ে দিলে আর তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবার দরকার কি?

প। আহম্মক আমি না তুমি। "যেটীকে চাই", আমি যেন অন্তর্য্যামী। না বাপু আমি কাউকে দেখি টেখিনি।

মা। সেই কথা বল্লেইতো মিটে যেত, চল্‌রে ওইদিকে দেখা যাক্। (প্রস্থান)

প। বেটার তুষমনের চেহারা, কার সর্ব্বনাশ ক'রবার চেষ্টায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। যে মেয়েটীকে দেখ্‌লাম্ নিশ্চয় তারই পেছনে লেগেছে।

(উঁকি মারিতে মারিতে লছমীর প্রবেশ)

প। বাছা—সাবধানে চোলো—তোমার পেছনে তুষমন লেগেছে।

(প্রস্থান)

ল। (শিলাখণ্ডে বসিয়া) যা শক্তি ছিল তারও যে অবসান হ'য়ে এল ; (কর যোড়ে) প্রভু ! দীনবন্ধু ! আর কিছু সময় দাও--- একবার তাকে দেখে আমার অভিশাপ ফিরে নি—তারপর,— আর কিছু চাইনে। অজয় ! অজয় ! এই আস্‌ছি—তোমাকে না দেখে ম'রতেও যে পারব না। (প্রস্থান)

(মাধবের প্রবেশ)

মা। না, পা তো আর চলে না। কেউ বলে এদিকে কেউ বলে ওদিকে—আমাকেই যেন ভূতের নাচ্ নাচিয়ে নিলে। বেটী সত্যি মায়াবী। ফস্‌কেই কি গেল ? যদি সহরের দিকে গিয়ে থাকে ? যা ! মাধব শর্ম্মা এইবারে কূপো কাত্। শেষটা বজায় রাখ্‌তে না পারলে আর সাবাসি কি। যাক্, যতক্ষণ প্রাণ আছে ততক্ষণ আশা ছাড়ছিনে বাবা।

(সুজন সিং ও অন্যান্য লোক জনের প্রবেশ)

কি হে সুজন কিছু হ'ল ?

সু। নেহি বাবু—ঝুট্ মুট ঘুম্‌কে হায়রান হুয়া।

সকলে। বড়া হায়রান হুয়া বাবু। আব ঘর চল্‌তা, ভূক্‌কা মারে জান্‌বি গিয়া, কুছ্ কাম বি নেই হুয়া।

মা। আরে হাল্ ছাড়তে নেই, এখনো আশা আছে। ভারি বক্‌সিস্ পেলে পেট খুব ভ'রে যাবে কিছু ভাবনা নেই। এবার সহরের দিকে চল্, দে ছুট।

সকলে। চল্ চল্ ভাইয়া, দে ছুট্ দে ছুট্।

(সকলের প্রস্থান)

চতুর্থ দৃশ্য

(গণপৎ বাবুর অন্তঃপুরের বাগান। লক্ষ্মীপ্রসাদ ফুল গাছে জল দিতে প্রবৃত্ত।)

লক্ষ্মীপ্রসাদ। গান।

যতন ক'রে কলসী ভ'রে এই এনেছি জল—হা, হা, হা,
কচি কচি গাছ গুলিতে কেমন হবে বল—হা, হা, হা।
তেমন তেমন ক'রলে যতন
ফুটবে কুসুম মনের মতন,
দেখ্‌লে সবাই ব'ল্‌বে তখন
বাহবা, বাহবা বাঃ॥
ছোটো ছোটো গাছ গুলি সব
বোঝাই হবে ফুলে;
বাতাস এসে ছুঁয়ে গেলে
নাচ্‌বে দুলে দুলে॥
তখন সন্ধ্যে সকাল বেলা
দেখ্‌ব কতই ফুলের মেলা।
ব'সে ব'সে গাঁথ্‌ব মালা
বাহবা, বাহবা, বাঃ॥

(লছমীর প্রবেশ)

ল। কার শিশু আপন মনে গান ক'র্‌ছে—এ মুখ যেন কোথায় দেখেছি। একে দেখে আমার মন এমন স্নেহ ভরে ছুটেছে কেন? ইচ্ছে ক'র্‌ছে কাছে গিয়ে বুকের ভেতর টেনে নি। হায় হতভাগিনী! এখনো মায়া ছাড়তে পারিস্‌নি।

ল, প্র। তুমি কে?

ল। আমি ভিখারিণী, এ কার বাড়ী?

ল, প্র। আমার দাদার বাড়ী।

ল। তোমার দাদার নাম কি?

ল, প্র। জান না? হাকিম বাবু—সকলে গণ বাবু বলে।

ল। তোমার নাম কি বাছা?

ল, প্র। আমার নাম লক্ষ্মীপ্রসাদ—বাবা বলেন লছুমীপ্রসাদ।

ল। কি বল্লে আবার বলত?

ল, প্র। বাবা বলেন লছুমীপ্রসাদ। দাদা নাম রেখেছিলেন শিবপ্রসাদ।

ল। নাম বদলালো কেন?

ল, প্র। মা একদিন বল্লেন "আজ থেকে তোমার নাম লক্ষ্মী-প্রসাদ।" বাবা কিন্তু তা বলেন না—বাবা বলেন লছুমীপ্রসাদ।

ল। অজয়! অজয়! আমাকে তবে এখনো ভোলোনি?

ল, প্র। তুমি বাবার কথা কি ব'লছ? তোমার চোখে জল কেন?

ল। ও জল নয় বাছা—চোখে পোকা পড়েছে। তোমার বাবার নাম কি?

ল, প্র। কুমার অজয় সিংহ! ওকি তুমি অমন কর কেন? তোমার অসুখ ক'রছে?

ল। হ্যাঁ বাবা! বড় অসুখ।

ল, প্র। তবে আমি দাদাকে বলিগে—তোমাকে ওষুধ দেবেন।

ল। না, না, তুমি যেওনা আমার কাছে থাক। (শিশুকে বক্ষে ধারণ)

লু, প্র তুমি আমাকে ভালবাস?

লু। বাসি বইকি?

লু, প্র। কেন?

লু। জানি না কেন? বোধ হয় তোমার বাবা তোমাকে ভালবাসেন্ তাই।

লু, প্র। ঠিক্ বাবার মত ভালবাস? বাবা আমাকে খুব ভালবাসেন। তোমার নাম কি? বাবাকে কি ব'ল্‌ব?

লু। বোলো আমার নাম ভিখারিণী।

লু, প্র। ভিখারিণী! তোমার কি অসুখ করেছে? তুমি ম'রে যাবেনা তো?

লু। না বাবা! আমার মৃত্যু নেই।

লু, প্র। আমার বাবা এলে ব'ল্‌ব, তোমাকে ডাক্তার দেখিয়ে ভাল ক'রে দেবেন—বাবা সব গরীবদের খুব ভালবাসেন—তাদের থাকবার জন্যে বাড়ী ক'রে দিয়েছেন—সকলকে খাবার দেন।

লু। তোমার বাবা কোথায়?

লু, প্র। বাবা এক জনকে আন্‌তে গেছেন, সে আমার মা হবে। আমাকে খুব ভালবাস্‌বে।

লু। তোমাকে ভালবাস্‌বে কে বল্লে?

লু, প্র। মা বলেছে, মা বাবা দুজনেই তাকে ভালবাসে, সে এলে আমিও তাকে ভালবাস্‌ব।

লু। তার নাম কি জান?

লু, প্র। হ্যাঁ, তার নামেই তো আমার নাম; সে যে আমার আর একটা মা—তাই বাবা তাকে আন্‌তে গেছেন।

ল। বাবা, বাবা, কি কথা শুনালি! (শিশুকে বক্ষে চাপিয়া ধরিয়া ক্রন্দন)

ল, প্র। তুমি অমন ক'র্‌ছ কেন? এখনি ম'রে যাবে?

ল। একবার মা বল বাবা!

ল, প্র। মা, মা, তুমি ম'রে যেওনা—আমি দাদাকে ডেকে আনি।

ল। না, না, শোনো লক্ষ্মী বাবা আমার।

(বালকের পলায়ন)

এখন কি করি, ইচ্ছা ছিল অন্তরাল থেকে একবার দেখে চ'লে যাব। সে সাধ বুঝি পূর্ণ হ'ল না। কে যেন এদিকেই আস্‌ছে। (অন্তরালে পলায়ন)

(অজয় ও গৌরীর প্রবেশ)

গৌ। ভেবে আর কি হবে বল, এই পাঁচ বছর ধ'রে কেবলি ভাব্‌ছ।

অ। না ভেবে কি করি, আমি তার সর্ব্বনাশ করেছি একথা যে কিছুতেই ভুল্‌তে পারছিনে। সে যে আমাকে ছাড়া কিছু জান্‌ত না; আমি তার দাঁড়াবার স্থান পর্য্যন্ত রাখ্‌লাম না। গৌরী! তুমি তো ভালবাসার ব্যাথা বোঝো।

গৌ। সবই জানি, সবই বুঝি কিন্তু উপায় কি বল?

অ। উপায় আর কিছু নেই, একবার এক মূহুর্ত্তের জন্যও যদি তাকে পেতাম—সে কি আর বেঁচে আছে?

গৌ। তুমি তো চেষ্টার ত্রুটী করনি। সম্পদ ঐশ্বর্য্য সব ভাসিয়ে দিয়ে শুধু তার অন্বেষণে এই পাঁচ বছর ঘুরে বেড়াচ্ছ। দেখাতো পেলেনা, এখন মন স্থির কর।

অ। আর মন স্থির করেছি, তার অভিশাপ যদিও ফলেনি, আমার মালা কাল শাপ হয়নি। তুমি প্রীতিময়ি, দিবানিশি সুধা ঢালছ, প্রাণসম পুত্র আমার নয়নের আনন্দ স্বরূপ, তবু মন যে কিছুতেই স্থির হয় না। আমি রাজপুত হ'য়ে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিনি, হিন্দু হ'য়ে অধর্ম্ম আচরণ করেছি, আমার মৃত্যু ভাল—গৌরী! মৃত্যু ভাল।

গৌ। এবার বোম্বাই সহরে কোনো সন্ধানই পেলে না।

অ। না, কত দেশ বিদেশ ঘুরলাম্, কোনো সন্ধানই পেলাম্ না। সেকি আর আছে? গৌরী! গৌরী! আমি তাকে হত্যা করেছি, হত্যা! উঃ এ যে অসহ্য পাপ, অসহ্য ভার!

(গৌরীর স্কন্ধে মস্তক রাখিয়া ক্রন্দন)

ল। (অন্তরালে) দয়াময়! এই জন্যই প্রাণটা রেখেছিলে?

(লক্ষ্মীপ্রসাদের ছুটীতে ছুটীতে প্রবেশ)

ল, প্র। মা, মা, আজ একজন এসেছিল—তার বড় অসুখ, সে বাঁচ্‌বে না। তার বড় সুন্দর মুখ মা—কিন্তু ছেঁড়া কাপড়—বড় দুঃখী।

গৌ। পাগলের মত কি বক্‌ছিস বাবা, কোথায় কে এসেছে?

ল, প্র। এইখানে ব'সে ছিল মা, আমাকে কোলে নিয়ে কত কাঁদতে লাগ্‌ল—তার নাম ভিখারিণী।

অ। কি নাম?

ল, প্র। তোমাকে ব'ল্‌তে বলেছে তার নাম ভিখারিণী। তোমার কথা ব'ল্‌তে ব'ল্‌তে তার চোখ দিয়ে জল প'ড়্‌তে লাগ্‌ল, হ্যাঁ বাবা! সে কি বাঁচবে না?

অ। (আগ্রহের সহিত) গৌরী! গৌরী! ওকি ব'ল্‌ছে শোনো —ভাল ক'রে শোনো। সেই নয় তো? বলত বাবা কোন্‌ দিকে গেল?

ল, প্র। আমি তো জানিনে বাবা, তার অসুখ করেছিল আমি তাই মাকে ডাক্‌তে গেলাম।

অ। তার চেহারা কি রকম?

ল, প্র। খুব সুন্দর কিন্তু বড় রোগা। সে বল্লে তুমি আমাকে ভালবাস তাই সেও আমাকে ভালবাসে, সে বেশ—আমাকে বুকে ক'রে বল্লে "একবার মা বলতো?" আমি মা, মা ব'লে ডাক্‌লাম আর সে কাঁদতে লাগ্‌ল—তাকে খুঁজে আননা বাবা!

অ। কোথায় পাব বল বাবা—আমি দেশ দেশান্তরে তাকে খুঁজে এলাম কোথাও পেলাম্‌ না। লছুমী! লছুমী! কাছে এসে ফিরে গেলে? তবু ক্ষমা ক'র্‌লে না? আমি যে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'রছি একবার দেখে যাও।

(নেপথ্যে "মাগো")

ওকিঃ, সেই স্বর যে, গৌরী, গৌরী! নিশ্চয় সে। (উভয়ের অন্তরালে গমন ও লছুমীর সংজ্ঞাহীন দেহ লইয়া প্রবেশ)

ল, প্র। এই সেই—এই সেই মা—ম'রে গেছে?

ল। না বাবা মরিনি। অজয়! আমি আবার এসেছি, তোমাকে আর একবার না দেখে মরতেও পার্‌লাম না। আর—আর আমার অভিশাপ ফিরিয়ে নিতে এলাম। আমার দিন ফুরিয়েছে।

গৌ। (লছুমীর মস্তক ক্রোড়ে লইয়া) অনেক কষ্টে তোমাকে পেয়েছি আর ছেড়ে দেব না।

ল। আমি তো চলেছি আর কেন বোন্?

গৌ। কোথা যাবে? আমরা যে ধ'রে রাখ্‌ব, আমরা প্রাণ ভ'রে তোমার সেবা ক'রে জীবন সার্থক ক'র্‌ব। এই নাও দিদি! আমার লক্ষ্মীপ্রসাদকে তোমার হাতে দিলাম, তুমি যে তার মা।

ল, প্র। মা, মা, আমাকে ছেড়ে কোথায় যাবে—আমাকে যে ভালবাস্‌বে বলেছ।

ল। আহা! প্রাণ জুড়িয়ে গেল—দয়াময়! এও শুন্‌লাম; বেঁচে থাক বাবা—আশীর্ব্বাদ করি আমার নামের সঙ্গে আমার অদৃষ্ট যেন না পাও।

ল, প্র। আমি দাদাকে ডেকে নিয়ে আসি। (প্রস্থান)

ল। অজয়! একবার কাছে এস, আর লজ্জা নেই—ভয় নেই—আজ সকলের সম্মুখে অসঙ্কোচে ব'ল্‌ছি, আমি তোমাকে এখনো ভালবাসি, তাই অভিশাপ দিয়ে সে বিষে আপনি পুড়ে মরেছি।

অ। আমাকে ক্ষমা করেছ লছ্‌মী?

ল। ক্ষমা অনেক দিন করেছি। তুমি যে আমার নিতান্তই জীবনের সম্বল। যখন অভিশাপ দিয়েছিলাম তখন বুঝিনি। তার পর তিল তিল ক'রে সে অভিশাপ আমারই বুকের রক্ত শোষণ করেছে। অজয়! আমার আর দেরি নেই, কোনো-দিন যে ভালবাস্‌তে তার খাতিরে একবার তেমনি ক'রে ডাক—তোমার সেই ডাক্ শুন্‌তে শুন্‌তে শান্তিতে চ'লে যাই।

অ। (লছ্‌মীর হস্ত দুই হস্তে ধারণ) তোমাকে কেমন ক'রে বোঝাব গত পাঁচ বৎসর তোমার জন্য কি ভাবে কাটিয়েছি, এক দিনের জন্যও ভুল্‌তে পারিনি, আমার জীবন দুর্ব্বহ হ'য়ে পড়েছিল।

ল। ওকথা বোলোনা, তোমার প্রিয়তমা পত্নী দেবীতুল্য, বুকভরা পুত্র জীবনের আনন্দ, তুমি সুখে থাক। আর একটা কথা, এই দলিল খানা নাও—তোমার দিদির সম্পত্তির অধিকারী তুমি, আমারও কিছু এতে আছে, ভেবেছিলাম ভিখারিণী আমি, বিবাহের যৌতুক স্বরূপ এই দলীল তোমাকে দেব, কিন্তু—মাগো যাই যে—সব আঁধার—অজয়—প্রিয়তম !—

গৌ। কি দেখ্‌ছ, চোখ যে স্থির হ'য়ে এল, দেখ শিগ্‌গির দেখ, ওষুধে যদি কিছু হয়।

ল। আর কেন ? এইবার যেতে দাও—উঃ মাগো।

(অজয়ের প্রস্থান)

(নেপথ্যে "এইদিকে —এই দিকে—বাগানে ঢুকেছে")

(মাধবের দলবল সহ প্রবেশ)

মা। নিশ্চয় এই বাগানেই আছে।

সকলে। মার্ সয়তানীকে মার্ মার্।

মা। এই যে এখানে প'ড়ে আছে, ধর্ ডাইনিকে বেঁধে ফেল্।

গৌ। খবরদার। মাধব বাবু, কি ব্যাপার ?

মা। আজ্ঞে আপনি এখানে ? একে জানেন না বুঝি ?

গৌ। বিলক্ষণ জানি, কিন্তু আপনি কি সাহসে এই অন্তপুরের বাগানে প্রবেশ করেছেন ?

মা। আপনাকেও ভুলিয়েছে দেখ্‌ছি। এযে অজয় বাবুর সর্ব্বনাশ ক'রবার চেষ্টায় ছিল।

গৌ। চুপ্ পাষণ্ড মিথ্যাবাদী।

মা। আপনার পিতার হুকুম এই মায়াবিনীকে দূর ক'রে দিতে হবে।

ল। কে মায়াবিনী? আমি? পাপিষ্ঠ বালাজি! এখনো প্রতারণা? আর নয়—আর নয়—

মা। (লছুমীর হস্ত ধারণ করিতে অগ্রসর।)

গৌ। কি? এত স্পর্দ্ধা? আমারই সম্মুখে স্ত্রীলোকের অপমান!

ল। আর নয়, এইবার জাগ মন, প্রতিজ্ঞা স্মরণ ক'রে আর একবার শক্তি সংগ্রহ কর। প্রতিহিংসা! প্রতিহিংসা!

(অজয়ের প্রবেশ)

অজয়! তুমি না প্রতিজ্ঞা করেছিলে, তোমার ভগ্নী আর ভগ্নীপতির হত্যার প্রতিশোধ নেবে? ওই দেখ সেই দুরাত্মা বালাজি প্রাণভয়ে আমাকে সয়তানী ব'লে লোকের কাছে পরিচয় দিচ্ছে।

অ। এ যে মাধব বাবু।

ল। এই সেই বালাজি, নানা ছদ্মবেশে লোকের সর্ব্বনাশ ক'রে বেড়িয়েছে। বালাজি! তুমি যে আমার পিতাকেও হত্যা করেছ—আমার কাছে সে কথা গোপন নেই তুমি তা জান— তাই আমার উপর এ বিদ্বেষ।

মা। বা! বিলক্ষণ!

অ। (মাধব বাবুর অজ্ঞাতসারে তাহার হস্ত ধারণ)

মা। অজয় বাবু, এ স্ত্রীলোক সত্যি আপনাকে মায়াতে বশ করেছে দেখছি। যা ব'ল্‌ছে সর্ব্বৈব মিথ্যা।

ল। মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে মিথ্যা ব'লে আমার কোনো লাভ নাই, কিন্তু, তোমার কি স্বার্থ আছে আমি জানি। শোনো বালাজি! আমার পিতাকে হত্যা ক'রে এসে যে বলেছিলে, আমরা টাকা

নিয়ে অজয়কে ত্যাগ ক'রতে স্বীকার করেছি—বল সেটা মিথ্যা কি না? আমি যখন অজয়ের সঙ্গে দেখা ক'রবার জন্য কেঁদে তোমার পায় পড়েছিলাম, তুমি বলেছিলে অজয় আমার মুখ দর্শন ক'রবে না, বলেছে "মায়াবিনীকে দূর করে দাও"—পাষণ্ড! বেইমান! আজ বল সে কথা মিথ্যা কি না? তোমার অনেক সৌভাগ্য যে এতদিন আত্ম গোপন ক'রতে পেরেছ, তার পথ পূর্ব্বেই পরিস্কার ক'রে রেখেছিলে, পিতার ছুটি চক্ষু নষ্ট ক'রে, বল সে কথা সত্য কি না? আমার যথাসর্ব্বস্ব তুমি ছলে বলে কৌশলে গ্রাস করেছ; পাপী নারকী! বল সত্য কি না? তারপর পিতাকে হত্যা ক'রবার সময় আর আত্মগোপন ক'রতে পারলে না, তোমাকে চিন্‌তে পেরে তোমার প্রকৃত নাম ধ'রে ডেকেছিলেন সে কথা আমি জানি; পিতাকে হত্যা করার সেই একমাত্র কারণ তাও আমি জানি, বল—বল সত্য কি না?

ম্যা। মিথ্যা কথা! দোহাই অজয় বাবু, স্ত্রীলোকের কথা শুনে অধর্ম্ম ক'রবেন্ না।

অ। মিথ্যা? তুমি বালাজি না হ'লে আমার শত্রুতা ক'রলে কেন? লছমন বাবুর উত্তরাধিকারী ব'লে মিথ্যা পরিচয় দিয়েছিলে কেন? লছমীকে মিথ্যা কথা ব'লে ফিরিয়ে দিয়েছিলে কেন?

ল। যে জন্য কৌশলে তাঁদের হত্যা করেছিলে সে অভীষ্ট সিদ্ধ হয়নি, তাই এখানে আবার লছমন বাবুর ভাগ্নে ব'লে পরিচয় দিয়েছিলে? ধিক্, ধিক্ তোমাকে! শঠ—প্রবঞ্চক্—তুমি পশুর অধম!

(গণপৎ বাবুর প্রবেশ)

মা। মিথ্যা নয়, মিথ্যা নয়, লছমন বাবু আমার মামা, সে দলিল আছে, গণপৎ বাবুকে সে দলিল দিয়েছি।

অ। আমি জানি—তুমি দিয়েছ। কিন্তু মূর্খ,তুমি কি ভেবেছ তোমার চক্রান্ত কেউ ভেদ্ ক'রতে পারবে না। এখনো ধর্ম্ম আছে,এই দেখ্ পাপাত্মা, এই লছমন বাবুর উইল,তাঁর নিজের সই,বিষয় আমার।

মা। দোহাই—দোহাই গণপৎ বাবু! আমি আপনার জন্ম এত ক'রলাম আমার হ'য়ে একটা কথা বলুন।

গৌ। বাবা! তুমি এই ভিখারিণীকে দূর ক'রে দিতে হুকুম দিয়েছ, এ কি সত্য?

গণ। কে বল্লে মা? এখনো এত অধঃপতন হয়নি।

গৌ। তবে শোনো বাবা! তোমার নাম ক'রে ওই মানবরূপী পশু এই ভিখারিণীর একমাত্র আশ্রয় যে পিতা তাকে হত্যা করেছে, আবার ওই সব লোকদের তোমারি দোহাই দিয়ে আদেশ করেছে, এই মৃত্যু মুখে পতিত অসহায় রমণীকে তাড়িয়ে দিতে; তুমি বিচারপতির আসনে আছ, নিরাশ্রয়, অসহায়, দুর্ব্বল যারা, সকলের বিচার তোমার হাতে, আজ আমি এই ভিখারিণীর পক্ষ হ'য়ে বিচার চাই।

গ। সুজন সিং?

সু। খোদা বন্দ।

গ। গ্রেপ্তার কর।

মা। দোহাই অজয় বাবু! ক্ষমা করুন, প্রাণে মারবেন না; ছেড়ে দিন আর এদেশে মুখ দেখাব না। (পদতলে পতিত)

গণ। লে যাও।

(অবসন্ন ও অচেতন প্রায় লছুমীকে ধারণ এবং অজয়ের জানু পাতিয়া ভূমিতলে উপবেশন।)

ল। শোনো বালাজি—তোমার বিচার ক'রতে পারে এমন লোক ইহ সংসারে নেই, ধর্ম্ম অনেক সয়েছেন, আর সইবেন্ না—তোমার পাপের ভরা পূর্ণ হয়েছে—স্বয়ং ধর্ম্মরাজ তোমার বিচার ক'রবেন।

(বালাজিকে লইয়া লোক জনের প্রস্থান)

পিতা—পিতা—এতদিনে তোমার আজীবন কষ্টের প্রতিশোধ নিলাম। কাজ শেষ। অজয়! এবার বিদায়। আরও কাছে—আরও—বালাজির বিষয় আমার—তোমার লক্ষ্মী-প্রসাদকে দান, ভুলোনা, প্রতিহিংসা চরিতার্থ। (অজয়ের গলদেশ দুই হস্তে বেষ্টন পূর্ব্বক) প্রিয়তম! ভিখারিণীর সর্ব্বস্ব! আমার—

(হস্ত যুগল পার্শ্বে পতিত, মৃত্যু)

গো। বাবা, বাবা, রাখতে পারলাম না? ভেবেছিলাম সেবা ক'রে অভিশাপ ফিরিয়ে নেব—তাও হ'ল না?

গ। শান্ত হও মা! ওই দেখ কি প্রশান্ত মূর্ত্তি, কি অনির্ব্বচনীয় জ্যোতিপূর্ণ পবিত্র দেহ। দেখ চেয়ে ওই মুখে কি অভিশাপ লেগে আছে? না, মা! সারাজীবন ভ'রে যাকে ভালবেসেছিল—যাকে ভালবেসে প্রাণ দিয়েছে—সেই প্রিয়তমের মুখের দিকে চেয়ে যে হাসি ফুটে উঠেছিল, সে হাসি এখনো ওষ্ঠপ্রান্তে লেগে আছে। ভিখারিণীর চির-জীবনের

ক্লেশ দূর হ'য়েছে, এখন সে শান্তির কোলে স্থান পেয়েছে, তাই ভেবে মন স্থির কর।

(পিতার বক্ষে গৌরীর মুখ আচ্ছাদন)

অ। লছমী! লছমী! গেলে? তবে যাও প্রিয়ে! আমি যে কঠিন আঘাত দিয়েছিলাম, তার উপর বিধাতার স্নেহ স্পর্শতে চির-শান্তি এনে দিয়েছে; সেই ভাল। ভেবেছিলাম তোমাকে পেলে জীবন ভ'রে পাপের প্রায়শ্চিত্ত ক'র্‌ব! তার সময় দিলে না। তুমি ক্ষমা ক'রে কঠিন দণ্ড দিয়ে গেলে, কিন্তু প্রিয়ে! প্রিয়তমে! সঙ্গে নিলেনা কেন?

